চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 151 Wednesday, 1 May, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ১৫১ সংখ্যা ✻ ১৮ বৈশাখ, ১৪৩১, বুধবার, ১ মে, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেতে চলেছেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। শীঘ্রই নিরাপত্তা পরিবৃত হয়ে থাকতে দেখা যাবে রেখাকে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা একটি পর্যটক বোঝাই গাড়িতে ধাক্কা মারে টয় ট্রেন। জানা গেছে, ঘুম থেকে দার্জিলিঙের দিকে যাচ্ছিল টয় ট্রেনটি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বাগনান কলেজ মোড়ে লোকসভা নির্বাচনের আবহে তৃণমূল ও সিপিএম কর্মীদের মধ্যে তুমুল গন্ডগোল ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

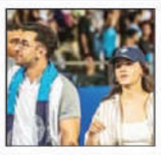

যুবভারতীতে শনিবার আইএসএল ফাইনালে থাকবেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। এই দুই তারকা দম্পতি গত সেমিফাইনালেও মাঠে হাজির ছিলেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আমি মানুষের জন্য কাজ করি, ওদের মত দালালি করি না

মালদহে অধীরকে খোঁচা দিয়ে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩০ এপ্রিলঃ বাংলায় তাঁর রাজত্বে গত এক যুগের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে মালদহের দুটি লোকসভা আসনে পরিবর্তনের ডাক দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মালদহ উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে হরিশ্চন্দ্রপুরের জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আগেরবার (বিধানসভা ভোটে) মালদহ আম আর আমসত্ব দুটোই দিয়েছিল, তাই আমরা সরকার গড়তে পেরেছিলাম। তবে তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর থেকে মালদহ জেলায় যে দুটো লোকসভা রয়েছে, তার একটাও আমরা পাইনি।'' এরপরই উপস্থিত জনতার উদ্দেশে মমতা বলেন, ''এবার কি আমাদের দেবেন না? আমাদের লড়াই তো দেখেছেন। কীভাবে দিন রাত এক করে লড়াই করছি কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও গরিব মানুষের হাতে ১০০ দিনের কাজের টাকা দিয়েছি। গঙ্গা ভাঙনেও কেন্দ্র সাহায্য করছে না, সেখানেও আমরা ২১০ কোটি টাকা খরচ করে কাজ করেছি।'' মনে করিয়েছেন, সিপিএমের অত্যাচারও দেখেছেন। কংগ্রেস আবার ওদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। সেকারণেই বাংলায় কোনও জোট হয়নি। মালদহ বলতেই রাজনৈতিক মানচিত্রে উঠে আসে কংগ্রেসের প্রবাদপ্রতিম নেতা প্রয়াত বরকত গনিখান চৌধুরীর নাম। সেখানে কংগ্রেস-সিপিএমকে এক বন্ধনীতে রেখে তৃণমূল নেত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, বরকত সাহেবের সেই কংগ্রেস মালদহে এখন আর নেই। প্রচণ্ড গরমের মাঝেও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। যা দেখে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠেই বলেন, ''তীব্র গরমের মাঝেও মানুষের এত ভিড়! আমি সভা নিয়ে ভাবছি না। ভিড়ের জেরে মানুষ পড়ে যেতে পারে। আমার চিন্তা

হচ্ছে।'' দলের নেতৃত্বকে সেদিকে নজর দিতে বলে তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশ, এভাবে মানুষ যেন গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে না থাকে, সভায় সকলের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, ''বিজেপি প্রার্থীর স্বামী কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তা হলে অসুবিধা হয় না! আর আমাদের বিধায়ক লাভলি (মৈত্র)-র স্বামী পুলিশকর্তা হলে সমস্যা?'' মমতা আরও বলেন, ''গতবারেও যখন এখানে বিজেপি প্রার্থী ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ওর স্বামী ডিউটিতে ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন কি না জানি না।'' উল্লেখ্য, সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রের স্বামী সৌম্য রায় কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ-পশ্চিম) ছিলেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের মতো লোকসভা নির্বাচনের আগেও কমিশন তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, নিয়মটা সকলের ক্ষেত্রে একই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয় না। এজন্য কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণকেই দায়ী করেছেন মমতা। কমিশনের পাশাপাশি বিজেপিকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতা। তাঁর কথায়, ''বিজেপি সব বিক্রি করে দিয়েছে। মানবিকতা, সংবিধান সব বিক্রি করে দিয়েছে।'' এদিন নাম না করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেত্রী। মমতার কথায়, ''লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে দেখেছেন। মোদি তো ওকে বুকে আগলে রাখে! উনি কি সত্যিই কংগ্রেসি নাকি বিজেপির বন্ধু?'' মমতা সরাসরি অধীরের নাম উচ্চারণ করেননি। তবে অধীরই বিরোধী দলনেতা। পর্যবেক্ষকদের মতে, কংগ্রেসের একদা শক্তঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মালদহের মাটি থেকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই বড় প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। এখানেই না থেমে অধীরকে খোঁচা দিয়ে মমতা আরও বলেন, ''আমি মানুষের জন্য কাজ করি। ওদের মতো বিজেপির দালালি করি না।'' এর আগে মালদহের নির্বাচনী সভা থেকে মালদহবাসীকে সতর্ক করে মমতা বলেছিলেন, ''বাংলায় বিজেপির দুটো চোখ, একটা সিপিএম আরেকটা কংগ্রেস!'' এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''লোকসভায় কখনও কংগ্রেসকে দেখেছেন বাংলার জন্য কথা বলতে? তা হলে কেন ওদের জেতাবেন আপনারা?'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''আমি তো বরাবরই কংগ্রেসকে সাহায্য করতে চেয়েছি। বিধানসভায় ওদের একটাও আসন নেই। তবু লোকসভায় দু'টো আসন দিতে চেয়েছিলাম। ওরা নিল না, সিপিএমের হাত ধরল।''

৭ দিনে বিজেপির ষড়যন্ত্র ফাঁসের হুঁশিয়ারি অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৩০ এপ্রিলঃ বাংলার বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি! আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের সব পরিকল্পনার পর্দাফাঁস করবেন তিনি। এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, বিজেপি এবং তার শরিক দলগুলি গোটা দেশের সামনে বাংলাকে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র করছে। লোকসভা ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, গত ১০ বছর ধরে যা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি ট্রেলার ছিল মাত্র। মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমার জনসভা থেকে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন অভিষেক। তবে জনসভার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যত বোমা ফাটিয়েছেন তিনি। দাবি করেছেন, বাংলার বিরুদ্ধে আরও বড় একটি ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। তবে ৭ দিনের মধ্যে তিনি সবকিছুর পর্দাফাঁস করবেন। নিজের এক্স

হ্যান্ডেলে তৃণমূল নেতা পোস্ট করেছেন, 'বিজেপি জমিদাররা লাগাতার বাংলাকে অপমান করার চেষ্টায় কোনও খামতি রাখছে না। এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলা বিরোধী বিজেপির রাজ্যকে অপদস্থ করার আরও একটি ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস করব আমি। গতকাল হাওড়ায় যে সমর্থন দেখা গেছে সেটাই বলে দিচ্ছে যে বিজেপির বিসর্জন আসন্ন।' মঙ্গলবার পাথরপ্রতিমার জনসভা থেকে ফের একবার বিজেপিকে ঝাঁঝালো আক্রমণ করেন অভিষেক। গত ১০ বছরে মোদি সরকারের কাজের খতিয়ান সকলের সামনে তুলে ধরেন তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবারের প্রার্থী। তাঁর কথায়, ''মোদি বলেছেন আবার ক্ষমতায় এলে, তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি সিনেমা দেখাবেন। আমি মায়েদের, ভাইদের জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রীর কী ট্রেলার দেখেছেন?'' এই প্রশ্ন তোলার পর অভিষেক নিজেই সেই কাজের ব্যাখ্যা দেন। বলেন, ''এই ১০ বছরে আড়াই টাকার ডিম ৭ টাকা। ১০ বছর আগে পেট্রলের দাম ছিল ৫০ টাকা, আজ পেট্রলের দাম ১০০ টাকা। আর কী দেখলেন, ২০১৪ সালে রান্নার গ্যাসের দাম ছিল ৪০০ টাকা, আর আজ ১০০০ টাকা।''

'আপনারা কি ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান নাকি রামরাজ্য চান?'

নাম না করে অভিষেককে তোপ শাহের

দুরন্ত বার্তা, মেমারি, ৩০ এপ্রিলঃ ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দেশ বিদেশ থেকে বহু মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মতো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা যাননি। উল্টে ওইদিন কলকাতার রাজপথে সংহতি মিছিলে হাঁটেন তাঁরা। এবার এই নিয়েই লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বাংলায় এসে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ, মঙ্গলবার অমিত শাহ সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে জানান, এই রাজ্যেও সিএএ কার্যকর হবে। এদিকে তৃতীয় দফা নির্বাচনের আগে আজ বাংলায় আসেন অমিত শাহ। বর্ধমান পূর্বের বিজেপি প্রার্থী কবিয়াল অসীম সরকারের সমর্থনে মেমারিতে সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নানা অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন শাহ। তবে এদিন অভিষেকের নাম একবারও নেননি অমিত শাহ। তবে ভাইপো বলে উল্লেখ করে তুলোধনা করেন। অমিত শাহ বলেন, ''এই নির্বাচন সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্বাচন। এটা সরকার তৈরি করার নির্বাচন। এই দেশের জনতাকে এবং বাংলার জনতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরিবারতন্ত্রের রাজত্ব চাই নাকি রাম রাজ্য চাই। ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত বিজেপি কর্মীদের সকলেই দিদির গুন্ডাদের হাতে খুন হয়েছেন। আমি আজ বলে যাচ্ছি, যাঁরাই এই হত্যা করছে, আমাদের সরকার গঠনের পর সকলকে পাতাল থেকেও খুঁজে বার করে এনে জেলে পাঠানো হবে।'' অন্যদিকে মমতা এবং অভিষেকের রামমন্দির উদ্বোধনে না যাওয়া নিয়েও তোপ দাগেন অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, ''মমতা দিদি ও ভাইপোকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ভয়েই তাঁরা রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন যাননি। অযোধ্যায় রামমন্দির করেছে বিজেপি সরকার। ৭০ বছর ধরে এই রামমন্দির ঝুলিয়ে রেখেছিল কংগ্রেস, তৃণমূল এবং কমিউনিস্টরা। মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেই রামমন্দির করেছে। এবার মমতা দিদি ভাইপোর বিদায় নেওয়ার পালা। বাংলার মানুষও চায় কাশ্মীরে ভারতের পতাকা উড়ুক। তাই মমতা দিদি আপনার না চাওয়াতে কিছু যায় আসে না।'' এভাবেই হুঙ্কার ছাড়লেন অমিত শাহ। এছাড়া বিজেপির একাধিক নির্বাচনী প্রচারের মতোই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদি কী কী কাজ করেছেন সেসব খতিয়ানও তুলে ধরেন অমিত শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদির কাজকে বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছতে দেয় না বলেও অভিযোগ করেন শাহ। তাঁর কথায়, ''আমাকে বলুন, আপনারা কি ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান? মোদিজি কে প্রধানমন্ত্রী বানাতে চান? মোদিজি-কে প্রধানমন্ত্রী বানাতে চাইলে অসীম সরকারকে ভোট দিয়ে সাংসদ করুন। আগামী দিনে মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করুন। তবেই বাংলার মানুষও আয়ুস্মান প্রকল্প-সহ একাধিক সুবিধা পাবেন। যাঁরা বাংলার মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাঁদের উল্টে সোজা করার কাজ করবে মোদি সরকার।''

নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে নিহত ৭ মাওবাদী

ছত্তীসগঢ়, ৩০ এপ্রিলঃ নিরাপত্তরক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হলেন কমপক্ষে সাতজন মাওবাদী নেতা। তালিকায় দু'জন মহিলাও আছেন। মঙ্গলবার ছত্তীসগঢ়ের বস্তারের নারায়ণপুর জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে। এদিনের অভিযানে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। একটি একে ৪৭-ও উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে। এদিন সকাল ৬টা থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের জয়েন্ট সিকিউরিটি টিম ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। নারায়ণপুরের আবুজমার ও কাঁকের সীমানা এলাকায় জঙ্গলে মাওবাদীদের আস্তানার খবর পায় নিরাপত্তারক্ষীরা। সেইমতোই চলে অভিযান। এ মাসের শুরুতেই ২৯ জন মাওবাদীকে নিকেষ করে নিরাপত্তারক্ষীরা। শঙ্কর রাও নামে এক সিনিয়র নেতাও ছিলেন তালিকায়। কাঁকেরে গুলির লড়াইয়ে সস্ত্রীক নিহত হন তিনি। তাঁদের ধরে দিতে পারলে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। ৫ এপ্রিলও এই ছত্তীসগঢ়ের দান্তেওয়াড়ায় এক মাওবাদী নিহত হন। ভোটের আবহে ফের গুলির লড়াই। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে। থেমে থেমে চলছে গুলির লড়াই। আইজি বস্তার পি সুন্দররাজ জানান, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। একে৪৭-এর পাশাপাশি গুলি, বারুদও উদ্ধার করা হয়েছে।

এটা উত্তর প্রদেশ হলে উল্টে ঝুলিয়ে দিতাম, বহরমপুরে বললেন যোগী

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৩০ এপ্রিলঃ রাম নবমীর দিন বাংলার বিভিন্ন স্থানে অশান্তির অভিযোগ ওঠার ঘটনায় ক্ষুব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কেন ওই দিন বাংলায় অশান্তি হল সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। সঙ্গে জানিয়েছেন, এই ঘটনা যদি তাঁর রাজ্যে হত তাহলে অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি দিতেন তিনি। যোগী বলেছেন, ''অভিযুক্তদের উল্টো করে আমি ঝুলিয়ে দিতাম। সাত জন্মে আর অশান্তি করার সুযোগ পেত না।'' তবে বিজেপি নেতার এই মন্তব্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রতিক্রিয়া দিয়েছে এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। মঙ্গলবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডঃ নির্মল কুমার সাহার সমর্থনে প্রচারে আসেন যোগী আদিত্যনাথ। সেখান থেকে তিনি কার্যত 'বিতর্কিত' মন্তব্য করেন। রাম নবমীর অশান্তির অভিযোগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ''আমরা উঠি-বসি-ঘুমোই রাম নাম করে। মঙ্গল কাজ করার আগে রাম নাম পাঠ করি। শেষকৃত্যের সময়ও রাম নাম পাঠ হয়। আবার বাংলার মতো বড় করে দুর্গাপুজোও হয়। বড় বড় প্যান্ডেল হয়।'' যোগী দাবি করেন, কোনওদিন রাম নবমীতে উত্তর প্রদেশে অশান্তি হয় না। এরপরই তাঁর প্রশ্ন, বাংলায় কেন অশান্তি হয়? সরকার উত্তর দিক? উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর এও প্রশ্ন, অশান্তির ঘটনায় যাঁরা অভিযুক্ত কেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিল না? যোগীর দাবি, ''এটা যদি উত্তর প্রদেশে হত উল্টো করে ঝুলিয়ে আমি ঠিক করে দিতাম। ওদের সাত প্রজন্ম ভুলে যেত। আর অশান্তি করত না।'' তবে অভিযুক্তদের 'উল্টো করে ঝুলিয়ে দেওয়ার' মন্তব্য যোগী একা নন। খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে।

মিলল না মুক্তি, জেলেই থাকতে হচ্ছে পার্থকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ অসুস্থতা সহ একাধিক যুক্তিতে নিম্ন আদালতে বারবার জামিনের আবেদন জানিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ধোপে টেকেনি কোনও যুক্তিই। এক বছরেরও বেশি সময় গারদেই কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু জামিনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়েছে। এবার হাইকোর্টেও কোনও আশার আলো দেখলেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায়। খারিজ হয়ে গেল জামিনের আবেদন। অর্থাৎ আপাতত জেল থেকে বেরনোর কোনও সম্ভাবনা নেই পার্থর। ২০২২ সালের ২৩ জুলাই নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রাক্তন মন্ত্রীকে। অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি নগদ টাকা উদ্ধার হওয়ার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রথমে ইডি গ্রেফতার করলেও, সিবিআই হেফাজতেও কাটাতে হয় তাঁকে। তারপর থেকে জেলেই রয়েছেন তিনি। ১ বছর ৯ মাস কেটে গিয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে ওঠে পার্থর জামিন মামলা। আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি।

রাজভবন-জাদুঘর উড়িয়ে দেবার হুমকি ইমেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ রাজারাম রেগে গ্রেফতার হওয়ার পর সেই ঢেউ কলকাতায় আছড়ে পড়বে এমন একটা চিন্তা করেছিল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। আর আজ, মঙ্গলবার রাজভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি চিঠি পেল গভর্ণর হাউজ থেকে শুরু করে ভারতীয় জাদুঘর। এমনকী একাধিক সরকারি কার্যালয় ও দ্রষ্টব্য স্থানে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে বলেও হুমকি দিয়ে ইমেল করা হয়েছে। হুমকি ইমেল কোথা থেকে এল? কে পাঠাল? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করল লালবাজার। এইসব জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো হবে বলে হুমকি ইমেলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজারাম রেগের গ্রেফতার হওয়ার কোনও যোগ আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আজ ১লা মে 'শ্রমিক দিবস' উপলক্ষে দুরন্ত বার্তা'র সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। সেই কারনে ০২.০৫.২০২৪ পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। ০৩.০৫.২০২৪ থেকে পুনরায় প্রত্রিকা প্রকাশিত হবে।
-সম্পাদক (দুরন্ত বার্তা)

৪৩-এ তিলোত্তমা! গত ৪০ বছরেও এমন গরম দেখেনি শহর কলকাতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ গরমে নাজেহাল। সেদ্ধ হওয়ার জোগাড় বঙ্গবাসীর। এসবের মধ্যে আজ উষ্মতম দিনের রেকর্ড স্পর্শ করল কলকাতা। ৪৪ বছর আগের গরমের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল মঙ্গলবারের কলকাতার গরম। কলকাতায় আজ চলতি মরশুমের উষ্ণতম দিন। আলিপুরে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ উঠেছিল ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৮০ সালের গরমের রেকর্ড আজ স্পর্শ করল কলকাতার গায়ে ছ্যাঁকা ধরানো গরম। দমদমে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। দুপুরে রাস্তায় বের হলে গায়ে যেন আগুনের হলকা লাগে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী ৩ মে পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে এরকম তাপপ্রবাহ চলবে। বুধবারের পর থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি মিলতে পারে বলে আভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস। তবে কিছুটা স্বস্তির খবর, আগামী রবি-সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার আগে চলতি সপ্তাহ জুড়ে একইরকম তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। সোমবার বাংলার কোন প্রান্তে কেমন গরম ছিল? গরমে সেদ্ধ করা কলাইকুণ্ডায় আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পানাগড়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মেদিনীপুরের পারদ চড়েছে ৪৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। আর মালদায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪২ ডিগ্রি

সেলসিয়াস। এবারের মরশুমে কলকাতায় টানা বেশ কয়েকদিন দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির উপর দিয়ে গিয়েছে। আজও কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির পারদ ছাড়িয়েছে। রবি-সোম থেকে বৃষ্টি নামলে কি কিছুটা স্বস্তি মিলবে? আপাতত সেই অপেক্ষাতেই বঙ্গবাসী। আগামী ৪ মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তীব্র তাপপ্রবাহের চরম সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায়। আগামী শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গেই চলবে তাপপ্রবাহ। আবহাওয়া দফতরের থেকে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই দুই জেলাতেই চরম তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এদিকে আবার বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতেও তীব্র অস্বস্তিকর রাত হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। এদিকে উত্তরবঙ্গেও একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের নীচের দিকের তিন জেলা মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। আগামী দু'দিন উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলিতে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তবে দু'দিন পর থেকে উত্তুরে হাওয়া বইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা কমতে পারে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। যদিও দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এই পাঁচ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

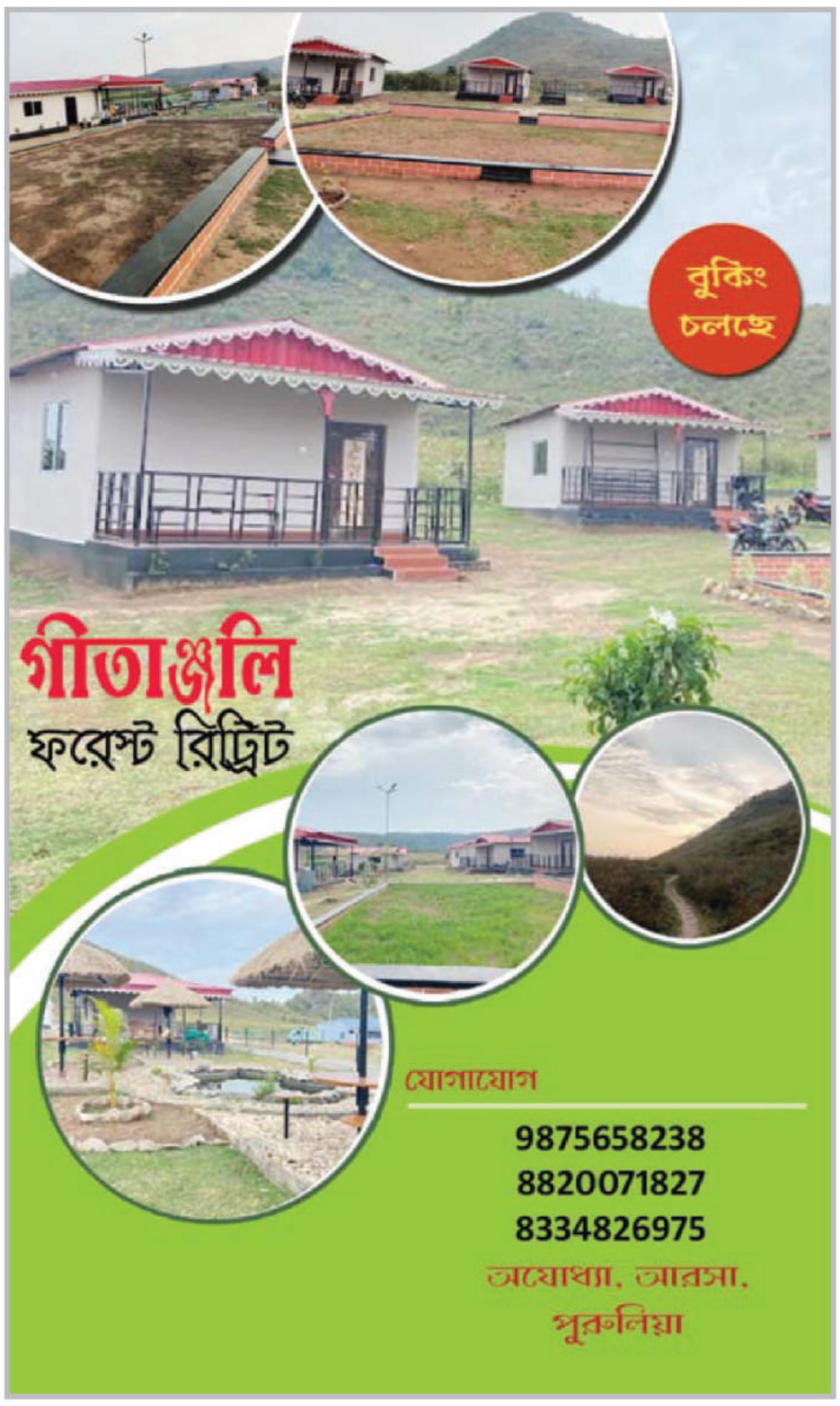

সারদা মঠের অধ্যক্ষা আনন্দপ্রাণা মাতাজির জীবনাবসান

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ঃরামকৃষ্ণ সারদা মিশন ও সারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা মাতাজির জীবনাবসান হয়েছে। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার জন্য গত ৪০ দিন ধরে ভর্তি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় গত কয়েকদিন আগে আনন্দপ্রাণা মাতাজিকে নিয়ে আসা হয় আড়িয়াদহের সারদা মঠে। আচমকাই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৫৪ মিনিট নাগাদ সারদা মঠের সদর দফতরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আনন্দপ্রাণা মাতাজি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃ দ্যাপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তিনি।

নাসিকে বাস দুর্ঘটনায় মৃত ৪, আহত বহু

নাসিক, ৩০ এপ্রিল ঃ নাসিকে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কবলে সরকারি বাস। মঙ্গলবার নাসিকের মুম্বই-আগ্রা জাতীয় সড়কের রাউদ ঘাট এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, একটি সরকারি বাসের সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০ জন গুরুতর আহত বলেও জানা গেছে। ঘটনার জেরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় মুম্বই-আগ্রা হাইওয়েতে। দুর্ঘাটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তারা পুরো ঘটনার তদন্ত করছে।

বিনা ইঞ্জিনে ছুটল ট্রেন, মধ্যপ্রদেশে লাইনচ্যুত বগি

খান্ডোয়া, ৩০ এপ্রিল ঃ বিনা ইঞ্জিনে ২৫০ মিটার ছুটল ট্রেন। সেইসঙ্গে লাইনচ্যুত একের পর এক বগি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সা।়ে ৭টার দিকে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া-ইটারসি রেলপথে ইঞ্জিন থেকে একটি মালবাহী ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়। প্রায় ২৫০ মিটার ট্র্যাকে পিছনের দিকে চলে যাওয়ার সময় কোচগুলি লাইনের খুঁটির সাথে সংঘর্ষে বেশ কয়েকটি বিদ্যুতের খুঁটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে। এর ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দেয়। এই দুর্ঘটনার জেরে দিল্লি-মুম্বই লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। স্টেশনের এক নম্বর ও ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে যান চলাচল বিঘ্নিত হয়। এর জেরে সকাল থেকেই স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেন। ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি।

মহিলাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ মহিলাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি বিজেপির। প্রজ্জ্বল রেভান্নার আপত্তিকর ভিডিও কাণ্ডে এমনটাই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা তিরুবনন্তপুরম লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী রাজীব চন্দ্রশেখর। মঙ্গলবার তিনি বলেন, নারীদের বিরুদ্ধে যে কোনও অপরাধের প্রতি আমাদের শূন্য সহনশীলতা নীতি রয়েছে... এই ঘটনায় অনেক প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যেই প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে বরখাস্ত করেছে জেডিএস, কিন্তু কর্ণাটক সরকার কেন এতদিন ধরে কিছু করেনি?

জীবনের জলসাঘরে অমলিন মান্না দে

শুধু বাংলার নয় ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীত আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র মান্না দে। দীর্ঘ সংগীতজীবনে নিজে গেয়েছেন, গানে সুর করেছেন, হিন্দি চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেছেন। সংগীতের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় চার হাজারের মতো গান গেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে বাংলা গানের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি। 'কপি হাউস' তো আছেই এ ছাড়া 'সে আমার ছোট বোন', 'যদি হিমালয় আল্পসের', 'যদি কাগজে...হৃদয়ে লিখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে'-এমন অসংখ্য গান প্রেম-বিরহের আবেগে থরথর বাঙালির হৃদয়তন্ত্রীতে বাজবে বহুদিন। আজ, ১লা মে মান্না দে'র ১০৫ তম জন্মদিন। আমাদের ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছেন অনেক বছর আগে, তবুও তিনি আছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তাঁর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। ১৯১৯ সালের আজকের দিনে কলকাতায় জন্ম প্রবোধ চন্দ্র দে'র। হ্যাঁ, বাবা-মা এই নামটাই দিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু নিজের মঞ্চ নামেই বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত তিনি। তিনি মান্না দে। ছোট থেকেই সঙ্গীতের জগতে বেড়ে উঠা মান্নাদের। মা মহামায়া এবং বাবা পূর্ণা চন্দ্র দে তো ছিলেন, তবে মান্না দে'র সঙ্গীতের আসল অনুপ্রেণা তাঁর কাকা সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণ চন্দ্র দে। ১৯৪২ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে কাকার হাত ধরে বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) আসেন মান্না দে। সেই বছরই কাকার সঙ্গীত পরিচালনায় তামান্না ছবিতে একটি ডুয়েট গান গান মান্না দে। সেটাই ছিল তাঁর বলিউড ডেবিউ। এরপর আট দশক দীর্ঘ কেরিয়ারের ৪০০০-এর বেশি গান রেকর্ড করেছেন তিনি। লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে তাঁর প্রথম ডুয়েট ছিল লপট কে পোট পাহানে বিক্রুল। আশা ভোঁসলের সঙ্গে মান্না দে'র গাওয়া প্রথম গান ও রাত গয়ি ফির দিন আয়া। ১৯৬৯ সালে প্রথমবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে সেরা গায়কের স্বীকৃতি পান মান্না দে। মেরে হুজুর ছবির জন্য আসে এই সম্মান। সোলো গায়ক হিসাবে তাঁর প্রথম ব্রেক আসে রাম রাজ্য ছবিতে। 'গায়ি তু তো গায়ি সীতা সতী' গানটি রেকর্ড করেন মান্না দে। ১৯৪৩ সালে মুক্তি পায় এই ছবি। জানা যায় স্বয়ং গান্ধীজি এই ছবিটি দেখেছিলেন। শচীন দেব বর্মনের সঙ্গে মান্না দে'র প্রথম অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫০ সালের

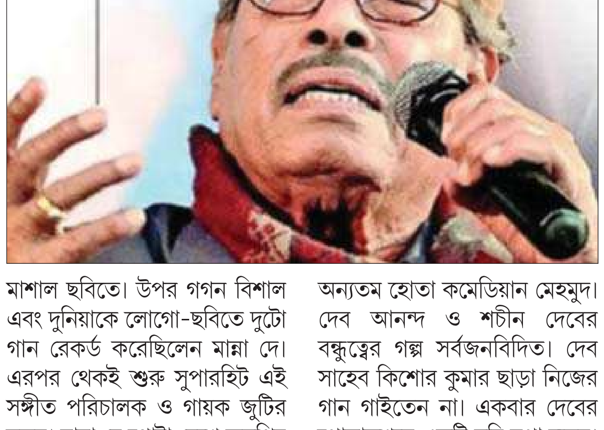

মাশাল ছবিতে। উপর গগন বিশাল এবং দুনিয়াকে লোগো-ছবিতে দুটো গান রেকর্ড করেছিলেন মান্না দে। এরপর থেকেই শুরু সুপারহিট এই সঙ্গীত পরিচালক ও গায়ক জুটির সফর। মান্না দে গোটা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন ১৯৫৩ সালে দো বিঘা জমি মুক্তির পর। সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশনে এই ছবিতে গান গেয়েছিলেন মান্না দে। এই বছরই সুলোচনা কুমারণকে বিয়ে করেন মান্না দে। তাঁদের দুই কন্যা সুরোমা এবং সুমিতা। ১৯৯২ সালে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে অলবিদা জানান মান্না দে, তবে বাংলা ছবি এবং একক সঙ্গীতের কাজ জারি রেখেছিলেন এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী। মান্না দে মনে করতেন, তাঁর উত্থান বলে কিছু ছিল না। তিনি মুম্বইবাসী হলেও হিংিদ ছবির নায়কদের লিপে তাঁর কন্ঠ থাকতো খুবই কম। মুম্বইয়ে তিনি সহযোগীতা পেয়েছেন প্রায় সব সঙ্গীত পরিচালকের এবং সেসব গান ছিল অসাধারণ এবং চিরকালীন। তিনি শচীন দেববর্মনের সহকারী ছিলেন। কাজেই শচীন কর্তার সুরে প্রচুর গান গেয়েছেন। একই সঙ্গে নায়কদের লিপে তাঁকে দিয়ে নিয়মিত গান করিয়েছেন রাহুল দেববর্মন। কিন্তু তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতেন রাজ কাপুর। রাজ নিজে মান্নার গানে লিপ দিয়েছেন বহুবার। রাজ বলতেন, মান্নাজির গান আমার অভিনয়কে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু মান্নার উত্থানের অন্যতম হোতা কমেডিয়ান মেহমুদ। দেব আনন্দ ও শচীন দেবের বন্ধুত্বের গল্প সর্বজনবিদিত। দেব সাহেব কিশোর কুমার ছাড়া নিজের গান গাইতেন না। একবার দেবের প্রোডাকশনে একটি ছবি ছুপা রুস্তম। সেখানে একটি কাওয়ালি গান ছিল। দেব শুনলেন গানটি গাইবেন মান্না। তিনি সোজা শচীনকর্তাকে বললেন, দাদা ইস গানেমে কিশোরকো লিজিয়ে। শচীন তাঁকে কড়া ভাবে বললেন, এটা গাইবার ক্ষমতা মান্নারই আছে। ব্যস আর একটিও কথা নয়। সীতা অউর গীতা ছবিতে সঞ্জীব কুমারের লিপে গলা দিয়েছিলেন কিশোর কিন্তু ধর্মেন্দ্রর লিপে গাইবে কে? পরিচালক রমেশ সিপ্পি, রাহুল দেববর্মনকে বললেন, তাহলে ধর্মেন্দ্রর লিপে রফি সাহেবকে নিয়ে এসো। রাহুল কারুর কথার ধার ধারতেন না। তিনটি গানই গাওয়ালেন মান্না দে কে দিয়ে। সিপ্পিদের পরের ছবি শোলেতে অমিতাভের লিপেও গান গেয়েছিলেন মান্না। একটা সময় রাজেশ খান্না ছিলেন এতটাই সর্বেসর্বা যে তাঁর কথা ফেলতে পারতেন না প্রায় কেউই। বাবুর্চি ছবি তৈরি হচ্ছে, সুরকার মদনমোহন। রাজেশ বললেন, তাঁর গান যেন কিশোরই গায়। অথচ দুটি গানই ছিল ধ্রুপদী। মদন সোজা গিয়ে পরিচালক ঋষিকেশ মুখার্জিকে জানালেন। ঋষিবাবুকে রাজেশ খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। ঋষিবাবু সটান রাজেশকে বললেন, মান্না গান গাইবে, যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে তোমার চরিত্রে সঞ্জীব কুমারকে নিয়ে আসবো। ব্যস রাজেশ চুপ। মান্না দে ছিলেন উত্তর কলকাতার ঘটি এবং গোড়া মোহনবাগানী। কিন্তু শচীন কর্তার পাল্লায় পরে দিব্বি গড়গড় করে বাঙাল কথা বলতেন। শচীন কর্তা ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের কট্টর সমর্থক। মুম্বাইয়ে রোভার্স কাপের ফাইনালে ইস্ট-মোহনের খেলা থাকলেই শচীনকর্তা, মান্না দে কে নিয়ে মাঠে যেতেন। ইস্টবেঙ্গল গোল করলেই শিশুর মতো চিৎকার করতেন। বেচারা মান্না বিমর্ষ। কর্তা মান্না কে বলতেন, মানা চেচাইস না ক্যান। কি আর করা বেচারা মান্নাকে হাততালি দিতেই হতো।প্রায় আট দশক ব্যাপ্ত সঙ্গীত জীবনে হিন্দি এবং বাংলার পাশাপাশি মৈথিলি, পঞ্জাবি, গুজরাতি, মারাঠি, কন্নড়, মালায়ালম ভাষাতে গান রেকর্ড করেছেন মান্না দে। মান্না দে'র আত্মজীবনীর নাম জীবনের জলসাঘরে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয় এই বই। তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছে একটি ডকুমেন্ট্রি ফিল্মও। সেই ছবির শ্যুটিংয়েই কলকাতার কফি হাউসে মান্না দে। ২০০৮ সালে মুক্তি পায় এই তথ্যচিত্র। ভারতীয় সঙ্গীত জগতে অসামান্য অবদানের জন্য বহু সম্মান পেয়েছেন মান্না দে। ভারত সরকারের তরফে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ এবং দাদা সাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে তাঁকে। ২০১৩ সালের সালের ২৪শে অক্টোবর জীবন খাতার পাতায় সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে জীবনের জলসাঘর থেকে বিদায় নেন মান্না দে।

লেখক ঃ কৌশিক দাস।

বেসরকারি কলেজ খুলে উজ্জ্বল ভবিষ্য গড়ার নামে বিদ্যা ব্যবসার গুরুতর অভিযোগ

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ঃ বেসরকারি কলেজ খুলে ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্য গড়ার নাম করে বিদ্যা ব্যবসার গুরুতর অভিযোগ উঠল এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী সহ তার পরিবারের তরফ থেকে। জানা গেছে, রাজধানী আগরতলা শহরের কাছে ঊষাবাজারের নতুননগর এলাকার বিশ্বজি দাসের মেয়ে রিম্পি দাস গত বছর নর্থ-ইস্ট ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স নামে একটি বেসরকারি কলেজে ১ লক্ষ টাকা ফিজ এবং ৪০ হাজার টাকা ডনেশনের বিনিময়ে নিজের ভবিষ্য গড়ার লক্ষ্যে ভর্তি হয়েছিলেন। ভর্তি হওয়ার আগে ছাত্রীকে বলা হয়েছিল, এই কলেজে রাজ্যের অন্যান্য কলেজের তুলনায় লেখাপড়া অনেক ভালো এবং ফিজের এক লক্ষ টাকা থেকে তাঁর কলেজে যাতায়াত খরচ সহ অন্যান্য ব্যয় বহন করা হবে। এমন-কি, এই কলেজে নাকি প্রচুর ছাত্রছাত্রী নার্সিং নিয়ে পড়াশোনা করছে। রিম্পি দাস যখন আমতলি বাইপাস সংলগ্ন এই বেসরকারি কলেজে ভর্তি হন। তখন দেখেন, কলেজে দশ জনেরও কম ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তার মধ্যে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বাড়া দূর, একে একে সবাই এই কলেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। দু-একদিন রিম্পি দাস কলেজে ক্লাস করার পর তাঁরও বোঝার বাকি ছিল না যে এই কলেজে পড়াশোনা করলে তাঁর ভবিষ্য উজ্জ্বল হওয়া দূরের কথা, ভবিষ্য অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই হবে না। রিম্পি জানিয়েছেন, কলেজের পড়াশোনা অত্যন্ত খারাপ। যার ফলে একের পর এক সব ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে গেছেন। পরে নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রিম্পি দাস নিজেও এই কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়েন। পরে রিম্পির পরিবারের পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর কলেজের সমস্ত অরিজিনাল নথিপত্র সহ ফিজের টাকা ফের চাওয়া হয়। কলেজের তরফ থেকে রিম্পি দাসের অরিজিনিয়াল ডকুমেন্ট এবং ফিজের টাকা নিয়ে বিভিন্নভাবে টালবাহানা শুরু করে। পরে রিম্পি দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় আমতলি থানায়। পুলিশের চেষ্টায় কলেজ থেকে ছাত্রীটির অরিজিনিয়াল ডকুমেন্ট ফেরত আনা হয়। কিন্তু তাঁর ফিজের এক লক্ষ টাকা নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনও বিভিন্নভাবে টালবাহানা করে যাচ্ছেন। কখনও বলা হচ্ছে ফিজের টাকা আমতলি থানায় দেওয়া হয়েছে। কখনও বলা হচ্ছে ডনেশনের টাকা দেওয়া হবে না, বরং কলেজকে আরও তিন লক্ষ টাকা দিতে হবে। রিম্পি দাস এবং তাঁর পরিবারের দাবি, যেহেতু কলেজে মাত্র দুই থেকে তিন দিন পড়াশোনা করে বেরিয়ে গেছেন, তাই তাঁর পেছনে কোনও টাকা খরচ হয়নি। তাই ভর্তি হওয়ার সময় কলেজে ফিজ বাবদ জমাকৃত এক লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ মঙ্গলবার সকালে রিম্পি দাস সহ তাঁর পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেছেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্য গড়ার নামে বিদ্যা ব্যবসা করছে এই বেসরকারি কলেজটি। পাশাপাশি কলেজে জমা দেওয়া এক লক্ষ টাকা ফিজ ফেরত চাইছেন তাঁরা।

ভারতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ হারাচ্ছে টেসলা?

৩০ এপ্রিল ঃ ভারতে আসার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসেন নি। সফর পিছিয়ে দিয়ে চিনে পাড়ি দিলেন এলন মাস্ক। জানা গিয়েছে, রবিবার আচমকাই বেজিংয়ে পৌঁছেছেন টেসলাকর্তা। বেশ কয়েকজন আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকেও বসবেন তিনি। যদিও সূত্রের খবর, মাস্কের এই চিন সফর বেশ গোপন রাখা হচ্ছে। লোকসভা ভোটের সময়েই ভারত সফরে আসার কথা ছিল বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তির। গত রবিবারই দুদিনের সফরে ভারতে আসার কথা ছিল স্পেস এক্স এবং এক্স হ্যান্ডেলের কর্ণধারের। যদিও এই সফরের বৈঠক নিয়ে চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছিল। শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও তাঁর বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা টেসলা-এই সফর ঘিরে মুখে কুলুপ এঁটেছিল দুপক্ষই। কিন্তু আচমকাই স্থগিত হয়ে যায় সেই সফর। মাস্ক নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে জানান,

দুর্ভাগ্যবশত, টেসলার প্রচুর কাজ থাকায় ভারত সফর পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু চলতি বছরের শেষেই ভারতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। মাস্কের ভারত সফর পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজাও। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, মাস্ক নিজেও দেওয়ালের লিখন পড়ে ফেলেছেন। আসলে টেসলা কর্তা অতদূর থেকে আসবেন। এসে একজন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। সেটা খুব খারাপ দেখাতো। কংগ্রেসের আরেক নেতার কথায়, মোদির হার নিশ্চিত জেনেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষা এড়ালেন মার্কিন শিল্পপতি। বিতর্কের আগুন আরও উসকে গেল মাস্কের চিন সফরের খবর প্রকাশ্যে আসতেই। টেসলার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হল চিন। জানা গিয়েছে, পুরোপুরি অটোমেটিক গাড়ির ব্যবস্থা করা নিয়ে চিনা আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মাস্ক। তবে এই সফর একেবারে গোপন রাখা হয়েছে। চিন সরকার বা টেসলার তরফে সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি। তবে প্রশ্ন উঠছে, ভারত সফর কার্যত বাতিল করে চিনে গেলেন কেন মাস্ক? তাহলে কি ভারতে বিনিয়োগ নিয়ে আগ্রহ হারাচ্ছে টেসলা?

পশ্চিমের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখালো ইরান

তেহরান, ৩০ এপ্রিল ঃ সম্প্রতি ইরানের ড্রোন উপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পশ্চিম বিশ্ব। কিন্তু তাতে দমে যাওয়ার পাত্র নয় ইসলামিক দেশটি। পশ্চিমের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবার নাকি আরও ভয়ংকর হাতিয়ার বানিয়েছে তেহরান। জানা গিয়েছে, কামিকাজে ড্রোনটিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে। যা শত্রুপক্ষের উপর আরও শক্তিশালী আঘাত হানতে সক্ষম। দিন চারেক আগেই আমেরিকা-সহ পশ্চিমের একাধিক দেশ ইরানের ড্রোন উপাদনকারী কোম্পানিগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ওয়াশিংটনের অভিযোগ ছিল, রুশ ফৌজকে কামিকাজে ড্রোন দিচ্ছে তেহরান। যা দিয়ে ইউক্রেনের বুকে হামলা চালাচ্ছে মস্কো। এমনকি একাধিক জঙ্গি সংগঠনের হাতেও নাকি এই যুদ্ধাস্ত্র তুলে দিচ্ছে ইরান। তাই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনও পরোয়া না করে কামিকাজে ড্রোনটিকে আরও অত্যাধুনিক করে তুলেছে ইসলামিক রেভেলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। যা সেদেশের সামরিক বাহিনীর একটি শাখা। ইরানের সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ সূত্রে খবর, এই নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে কোম্পানির বদলে আইআরজিসির ইঞ্জিনিয়াররা ' কামিকাজে ড্রোন তৈরি করছেন। যা নির্ধারিত নিশানায় আঘাত হেনে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। কয়েকশো কিলোমিটার দূরে হামলা চালাতে পারে এগুলো। সুদূর ঘাঁটি থেকে বসে এই ড্রোনের মাধ্যমে শত্রুর উপর নজর রাখা যায়। তার পর নিশানার দেখা মিললেই আকাশ থেকে বজ্রের মতো আছ।ে পরে খেল খতম করে দেয় এই অস্ত্র। এই হাতিয়ার রাশিয়ার ল্যানসেট ড্রোনের সমকক্ষ। কিন্তু কী এই

কামিকাজে ড্রোন? কেনই বা এটি এত ভয়ংকর? 'কামিকাজে' শব্দটি জাপানি। এর অর্থ হচ্ছে দৈবী হওয়া'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি ফৌজের বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ শাখাকে বলা হতো ' স্পেশ্যাল অ্যাটাক ইউনিট'। এদের কাজ ছিল শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজে আত্মঘাতী হামলা চালানো। 'কামিকাজে' পাইলটরা বারুদ ঠাসা প্লেন নিয়ে মার্কিন রণতরীগুলির উপর আছড়ে পড়ার চেষ্টা করতেন। এভাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার প্রয়াস করতেন তাঁরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা ও জাপানের নৌবাহিনীর লড়াইয়ের সময় কামিকাজে হামলা করতে দেখা যেত জাপানি পাইলটদের। এবার ইউক্রেনে চালকবিহীন বারুদ ঠাসা কামিকাজে বা আত্মঘাতী ড্রোন দিয়ে হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। গত দুবছরে বহুবার এই হাতিয়ার ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে মস্কোর বিরুদ্ধে। কিয়েভের অভিযোগ, রাশিয়াকে এই কামিকাজে ড্রোন দিচ্ছে ইরান। যার নাম 'শাহেদ-১৩৬ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির দাবি, এমন প্রায় ২ হাজার ৪০০টি ড্রোন কিনেছে মস্কো।

কংগ্রেসের শুধু একটাই পরিচয় বিশ্বাসঘাতকতা ঃ প্রধানমন্ত্রী

ধারাশিব, ৩০ এপ্রিল ঃ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের ধারাশিবে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেসের শুধু একটাই পরিচয় বিশ্বাসঘাতকতা। জনসভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, একটি দুর্বল সরকার কি একটি শক্তিশালী দেশ তৈরি করতে পারে? কংগ্রেস সরকার কি ভারতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে? জনসভায় থেকে ভেসে আসে, না শব্দ। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, মোদী দিন-রাত পরিশ্রম করে আপনাদের জীবন বদলে দিচ্ছেন। অন্যদিকে, ইন্ডি জোট মোদীকে বদলাতে সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। আমি আপনাদের জীবন পরিবর্তন করতে চাই, কিন্তু তাঁরা আমাকে পরিবর্তন করতে চায়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তাঁদের 'মহব্বত কি দুকান'-এ নকল ভিডিও বিক্রি করা হচ্ছে...তারা মোদীর বক্তৃতা ও কণ্ঠ ব্যবহার করে নকল ভিডিও তৈরি করছে। কংগ্রেস হেরে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে।

কেজরিওয়াল ভালো আছেন, তিনি ইনসুলিন পাচ্ছেন ঃ ভগবন্ত মান

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভালো আছনে, তিহার জেলে তাঁকে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার এই স্বস্তির খবর জানালেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তিহার জেলে কেজরিওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এদিন ভগবন্ত মান বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্য ভালো আছে এবং ইনসুলিনও পাচ্ছেন। তিনি আমাকে পঞ্জাবের গমের উপাদন এবং রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভগবন্ত মান আরও বলেছেন, পঞ্জাবে সরকরি স্কুলের ১৫৮ জন শিক্ষার্থী জেইই মেইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। আমার সাম্প্রতিক গুজরাট সফর সম্পর্কে, আমি তাঁকে বলেছি এএপি-র জন্য একটি মন ছুঁয়ে যাওয়া প্রতিক্রিয়া ছিল। অরবিন্দ কেজরিওয়াল বার্তা দিয়েছেন, সংবিধান বাঁচাতে জনগণকে ভোট দিতে হবে। আমাদের সকল নেতা দলের পক্ষে প্রচার চালাবেন।

কেরলের কান্নুরে গাড়ি ও লরির সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

কান্নুর, ৩০ এপ্রিল ঃ কেরলের কান্নুরে ভয়াবহ এক স।ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। নিহতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। সোমবার রাতে কেরলের কান্নুরে একটি লরির সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু হযেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম কালিচানাদুক্কামের বাসিন্দা কে এন পদ্মকুমার (৫৯), ভীমনাদির বাসিন্দা চুরিক্কাত্ত সুধাকরণ (৫২), কোজুম্মল কৃষ্ণান (৬৫), অজিথা (৩৫) এবং আকাশ (৯)। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাত ১০.১৫ নাগাদ কান্নুরের কান্নাপুরম এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। একই পরিবারের ৫ জন সদস্য থ্যালাসেরি থেকে কাসারগোডের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁদের গাড়িটি ম্যাঙ্গালুরু থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বহনকারী একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল তাঁদের গাড়িটি তুবড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের।

জীবনের বন্ধন ধরে রাখার গোপন মন্ত্রে দুটি পথ

বিবাহিত জীবনের বন্ধন ধরে রাখার গোপন মন্ত্র এবার দুই মলাটেবিয়ের পরে দুটি পথ। হয় সুখী, নইলে দার্শনিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে মনে হয় দার্শনিকের সংখ্যাই বেশি। যদিদং হৃদয়ং মম মন্ত্র আর গাঁটছড়া বাঁধার সঙ্গে সুখী হওয়ার মন্ত্রটাও যদি দিয়ে দেওয়া যেত তাহলে হয়তো এত পরিবারের ভাঙ্গন হত না। সেই মন্ত্রই দিচ্ছেন শ্রী নিতাই দাস। আইআইটি থেকে প্রযুক্তিবিদ হয়েছেন। তবে বেছে নিয়েছেন আধ্যাত্মিক পথ। যুক্ত হয়েছেন ইসকনের সঙ্গে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তাঁকে যন্ত্র গড়ার কারিগরি বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে করেছে সুখী মানুষ গড়ার কারিগর। তাই তিনি লিখেছেন 'দ্য স্যাক্রেড নট' নামের বইটি। রবিবার, ২৮শে এপ্রিল, যেটি প্রকাশিত হল নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। গাঁটছড়া বাঁধনের সময় যে উচ্ছ্বাস থাকে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। জীবনে সেই আনন্দ ধরে রাখার পাঁচটি উপায় বলে তা ব্যাখ্যা করেছেন শ্রী নিতাই দাস। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈবাহিক জীবনকে দেখেছেন তিনি। আলোকপাত করেছেন সুখী দাম্পত্যের উপরে।সময়ের সঙ্গে ব্যস্ততা বেড়েছে। সমাজও বদলেছে। ঘরে-বাইরে কাজের ধরন বদলেছে। প্রতিযোগিতা, চূড়ান্ত বৈপরীত্য আর ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিসর নিয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলা দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছে পরিবারেও। বিয়ের পরে পরিবার ছেড়ে স্বামী-স্ত্রীর নতুন আস্তানা খোঁজা যেন রুটিন হয়ে গেছে। পারস্পরিক বিশ্বাস ও নিরাপত্তার যে ঐতিহ্য আমাদের সমাজে আবহমান কাল ধরে ছিল তার উত্তরাধিকার পাওয়ার উপায় আধ্যাত্মিক পথ। সেই পথই দাম্পত্যজীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করেন উনি । বইটা শুরু হয়েছে অনেকটা এইভাবে, বিয়ে বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এটি দুটি হৃদয়ের গাঁটছড়ার বন্ধন যা পরস্পরকে উপলব্ধি ও গ্রহণ করার বিনিসুতোর বন্ধন। তাহলে একে অপরকে মানিয়ে নিলে বৈবাহিক জীবনের সব দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য-লড়াই কি থেমে যাবে? বিয়ের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জীবন থেকে কেন দাম্পত্যপ্রেম হারিয়ে যায়? এমন প্রশ্ন তুলেছেন লেখক নিজেই। তারপরে দাম্পত্য জীবনের মূল তিনটি মৌলিক প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে সমাধানের পথও দেখিয়েছেন। সারা জীবন ধরে ত্যাগ স্বীকার আর মিলেমিশে থাকতে থাকতে জীবনটাকে বোঝা করে ফেলা এর সমাধান নয়, সুখী দাম্পত্যের জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা। গৃহীর নিজস্ব ধর্ম আছে, সেই পথেই তারা আনন্দের সন্ধান করতে পারে। দাম্পত্য জীবনের অঙ্গ হল সন্তানকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে লালনপালন করা, সমাজজীবনে সক্রিয়তার মাধ্যমে মাথা উঁচু করে বাঁচা আর জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে নিজের মধ্যে থাকা ঐশ্বরিক ভাবের প্রতিফলন ঘটানো যায়। আইআইটি খড়্গপুর থেকে ইলেকট্রনিক্স ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন শ্রী নিতাই দাস। গত এক দশক ধরে অনুপ্রেরণা প্রদানকারী সেমিনার ও তাঁর লেখা বই অসংখ্য মানুষকে প্রেরণা দিয়ে আসছে। দাম্পত্য জীবন কীভাবে সুখের হয় এবং সেই জীবনে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় এব্যাপারে তিনি বহু মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর আগের লেখা বই দুটি হল, 'সিক্রেট সূত্রাস অফ এ সাকসেসফুল, স্ট্রেস-ফ্রি অ্যান্ড স্যাক্রেড লাইফ' ও 'রেজোনেট উইথ ডিভিনিটি'। জীবনে প্রশান্তি ও ইতিবাচক ভাবে পূর্ণ সফল জীবনের বাস্তবিক অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানের সন্ধান রয়েছে এই দুটি বইয়ে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৭ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বধুবার, ইংরেজী ৩০ এপ্রিল ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ১৭ বৈশাখ, চান্দ্র ১৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৬ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ১৭বৈশাখ ১৯৪৬, মৈতৈ ১৬ শজিবু, আসাম ১৭ বহাগ, মুসলিম ১৭-শাওয়াল-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৫১২০৯ এবং অস্ত বিকাল ০৫৫৭২৯। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৪৪১৩৭(২২) এবং অস্ত শেষ রাত্রি ০৪৩৪৫০(২২)। শুক্ল পক্ষ । তিথি চতুর্দশী (রিক্তা) সকাল ঘ ০২৪৫৫৬ দং ৫৩৫৬১০ পর্যন্ত নক্ষত্র হস্তা রাত্রি ০৭৪০০৪ দং ৩৬৯৩৫ পর্যন্ত পরে চিত্রা করণ গর দুপুর ঘ ০২৪৮৪২ দং ২১৩১১০ পর্যন্ত পরে বণিজ সকাল ঘ ০২৪৫৫৬ দং ৫৩৫৬১০ পর্যন্ত পরে বিষ্টি যোগ হর্ষণ অমৃতযোগ দিন ০৫১২১৪ থেকে - ০৬৫৪২৭ পর্যন্ত, তারপর ১০১৮২২ থেকে - ১২৫১২৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬৪২৩৩ থেকে - ০৮৫৭২৯ পর্যন্ত, তারপর ১১১২২৫ থেকে - ০২১২২০ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ দিন ০৩২৪৩১ থেকে - ০৫০৬৩৩ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০২৩৩২৯ থেকে - ০৩২৪৩১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০১২৭২১ থেকে - ০২১২২০ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০২৪৬১৫ থেকে - ০৪২১৫৫ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৬৪৭৫৪ থেকে - ০৮২৩৩৪ পর্যন্ত। কালরাত্রি ১০১০৩৫ থেকে - ১১৩৪৫৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ০৮৫৪৪৭ (১) ৩ পদ, চন্দ্র ৫২৬৫৬৫ (১৪) ২ পদ, মঙ্গল ১০২৬৫৩৪১ (২৫) ৩ পদ, বুধ ১১১৮৪৬৩৬ (২৭) ১ পদ, বৃহস্পতি ০২৮১৫২৬ (৩) ১ পদ, শুক্র ১১২৭৪৬২৮ (২৭) ৪ পদ, শনি ১০১৮৫৯১০ (২৪) ৪ পদ, রাহু ১১২২৫৯২৭ (২৭) ২ পদ, কেতু ৫২২৫৯২৭ (১৩) ৪ পদ বুধ বক্রি। লগ্ন মেষ রাশি সকাল ০৬২৪৪৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ০৮২৩১০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১০৩৬২৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ১২৫২১২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি দুপুর ০৩০৩২৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৫১৩৪৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি বিকাল ০৭২৭৫৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ০৯৪৩৩৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি রাত্র ১১৪৮৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০১৩৫৫১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৩০৯১৫ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ-ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে নতুন যোগাযোগ হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে।

বৃষ-ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে নতুন যোগাযোগ হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে। ব্যবসায় কোনও কর্মচারীর জন্য লোকসান বাড়তে পারে।

মিথুন-কৃষিজ উপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য শস্যহানির আশাঙ্কা থাকবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

কর্কট- উন্নতির যোগ থাকলেও সহকর্মীরা আপনার সঙ্গে সহযোগিতা নাও করতে পারে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে।

সিংহ-ব্যবসায়ীরা তাদের পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারে, বড় অঙ্কের কোনও বিনিয়োগ এখন করবেন না। পরিবারের একাকীত্বের জন্য ছোটখাটো ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

কন্যা-রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। সন্তানের বিবাহ নিয়ে আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্ত্রীর উদ্যমী স্বভাবের জন্য ব্যবসা শুরুর কথা ভাবতে পারেন।

তুলা-বড় ধরনের কোনও কাজ হাতে নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যার সৃষ্টি হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে যাবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

বৃশ্চিক- মজুতদারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি খুব সতর্কভাবে ব্যবসা পরিচালনা করুন। পরিবারে ভ্রাতা-ভগ্নী ও নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন।

ধনু-সঞ্চয়ে মন দিন। পুরনোর সঙ্গে আবার নতুনভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন উদ্যম নিয়ে কর্মের চেষ্টা করুন।

মকর-কর্মপ্রার্থীরা উপার্জনের জন্য নতুন পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের নিজের উদাসীনতার জন্য ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

কুম্ভ-নানা উপায়ে অর্থ হাতে আসবে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমানো টাকা খরচ হতে পারে। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে।

মীন-কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ বার্তা বহন করবে। বন্ধু-বান্ধবকে উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

ভোটের মুখে রেখা পাত্র-সহ ৬ জন বিজেপি প্রার্থী পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেতে চলেছেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। খুব তাড়াতাড়ি সিআইএসএফ জওয়ান পরিবৃত হয়ে থাকতে দেখা যাবে রেখাকে বলেই খবর। তমলুকের প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বসিরহাটের রেখা পাত্র-সহ মোট ৬ জনকে ভোটপর্ব মিটে যাওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা নিরাপত্তা দেবেন। বিজেপি সূত্রে খবর, অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়, রেখা পাত্র ছাড়াও কেঃদ্রীয় নিরাপত্তা পাচ্ছেন রায়গঞ্জের কার্তিক পাল, বহরমপুরের নির্মল সাহা, ঝাড়গ্রামের প্রণত টুডু, মথুরাপুরের অশোক পুরকাইত ও জয়নগরের অশোক কাণ্ডারী। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন স্পর্শকাতর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির ভাবনা ছিলই বিজেপির। সেই মতো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে আবেদন জানানো হয়। দুদফা ভোটের পর অবশেষে মন্ত্রকের অনুমোদনক্রমে তা করা হল। সূত্রের খবর, বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী তথা সন্দেশখালির প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রকে দেওয়া হচ্ছে এক্স (ঙ্স)ক্যাটাগরি সুরক্ষা। এবার থেকে তাঁর নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবে সিআইএসএফ জওয়ানরা। রেখা পাত্রর সুরক্ষা নিয়ে বাড়তি মাথাব্যথা ছিল বিজেপির। সন্দেশখালিতে ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের যেসব অভিযোগ উঠেছিল, তাতে সাক্ষী হিসেবে রেখা পাত্র আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়েছিলেন। লোকসভা ভোটে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার পর তিনি নিজেই নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এবার তাঁকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়া হল। রেখার সুরক্ষায় থাকবেন কেন্দ্রীয় আধা সেনা। বিজেপি সূত্রে আরও খবর, তমলুকের অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবার থেকে ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা পাবেন। এছাড়া বহরমপুরের নির্মল সাহা, ঝাড়গ্রামের প্রণত টুডু, মথুরাপুরের অশোক পুরকাইত ও জয়নগরের অশোক কাণ্ডারী-এঁদের সকলের নিরাপত্তা বাড়িয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এছাড়া বঙ্গ বিজেপির নেতা অভিজিৎ বর্মন, তাপস দাসকেও নিরাপত্তা দেবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

দেড় মাস নয়, মাত্র ৭দিনেই বের হবে উচ্চমাধ্যমিকের স্ক্রুটিনি ও রিভিউয়ের ফল! বড় খবর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কবে বেরোবে উচ্চমাধ্যমিকের ফল? সেই প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। ৮ মে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ফল প্রকাশ করবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাই আর কয়েকটা দিন তারপরেই ২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হবে। এই বছর পরীক্ষার্থীদের খাতা রিভিউ বা স্ক্রুটিনি করার জন্য মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে নতুন নতুন নানান নিয়ম জারি করা হয়েছে।পর্ষদ এবং সংসদের তরফে বলা হচ্ছে, পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে যাতে স্বচ্ছতা থাকে ও ভুলত্রুটি কম হয়, তাই ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে কম্পিউটারভিত্তিক পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর প্রতি বছরই দেখা যায় পরীক্ষার্থীদের একাংশের মধ্যে নম্বর নিয়ে অসন্তুষ্টি রয়েছে। যে কারণে অনেক পরীক্ষার্থীই তাদের খাতা রিভিউ অথবা স্ক্রুটিনি করার জন্য আবেদন জানান। এমনিতে রিভিউ অথবা স্ক্রুটিনির ক্ষেত্রে ফলাফল আসতে সময় লাগে অন্ততপক্ষে ৪৫ দিন। কিন্তু এবার এই ফলাফল পাওয়া যেতে পারে মাত্র ৭ দিনে। তবে তার জন্য করতে হবে একটি কাজ।সংসদ জানাচ্ছে এই বছর যে গিয়েছে। রিভিউ অথবা স্ক্রুটিনির ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।জানা গিয়েছে পরীক্ষার্থীরা ৪৫ দিনের

সকল নিয়ম চালু করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সহজেই খাতা দেখা এবং পরীক্ষার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসবে এমনটাই আশা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে আবার একটি নতুন নিয়মের কথা জানা জায়গায় যদি মাত্র ৭ দিনে রিভিউ অথবা স্ক্রুটিনির ফলাফল হাতে পায় তাহলে তাদের আগামী দিনের উচ্চস্তরে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়াও মেধা তালিকায় যদি কোন পরিবর্তন আসে তাও অল্প সময়ের মধ্যেই টের পাওয়া যাবে। তবে এর জন্য আবেদনকারীকে একটু বেশি খরচ করতে হবে।সাধারণ রিভিউ অথবা স্ক্রুটিনির জন্য যা খরচ হয় তার থেকে ৪ গুণ বেশি খরচ করতে হবে পরীক্ষার্থীকে। তবে ৪ গুণ বেশি খরচ করে ৬ গুণ জলদি হাতে ফলাফল পাওয়া যাবে। তকাল রিভিউ এবং স্ক্রুটিনি করার জন্য খরচ হবে যথাক্রমে ছশো টাকা এবং ৮০০ টাকা। সুতরাং যারা চটজলদি রিভিউ অথবা স্ক্রুটিনির ফলাফল পেতে চান তাদের এই তকাল পরিষেবা নিতে হবে। তবে এই বছরের নতুন এই নিয়মে অনেক পরীক্ষার্থী একটু বেশি খরচ হলেও উপকৃত হবেন বলেই আশা করা হচ্ছে।সাধারণ রিভিউ করার জন্য আবেদনকারীকে ১৫০ টাকা খরচ করতে হয়। আবার সাধারণ স্ক্রুটিনি করার জন্য খরচ করতে হয় ২০০ টাকা। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু ৪৫ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে তাই যারা ৭ দিনে ফলাফল পেতে চান তাদের তৎকাল পরিষেবার সুবিধা নিতে হবে।

নির্বাচনী প্রচারে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা

দুরন্ত বার্তা, দাঁতন, ৩০ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। মঙ্গলবার দাঁতনে প্রচার করতে আসেন অগ্নিমিত্রা। আচমকা তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের কর্মী এবং সমর্থকেরা। বিজপি প্রার্থীকে কালো পতাকা দেখানো হয়। এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, 'তৃণমূল দলের চুরি যাতে জনমানসে না বেরিয়ে আসে, তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যে সব দুষ্কৃতী রয়েছে, যারা এত দিন ধরে চুরি করেছে, তারা এখন নিজেদের স দেখাতে বিজেপি প্রার্থীকে কালো পতাকা দেখাচ্ছে। গ্রামের মানুষ এক দিকে আর এই জনা কয়েক চোর এক দিকে।'' অগ্নিমিত্রা বেশ কয়েক জন স্থানীয় তৃণমূল নেতার নাম করে দাবি করেন, দলের জনা কয়েক কর্মী ছাড়া আর কেউ তাঁদের পাশে নেই।

মারধরের ভয় দেখিয়ে পদত্যাগ পত্রে সই, পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনআইটি অধিকর্তার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তিন হাজার ছাত্রকে ডেকে নিয়ে এসে তাঁকে মারধর করা হবে । এমনই ভয় দেখিয়ে জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নিয়েছেন ছাত্ররা । যদিও ডিরেক্টরের দাবি, তিনি নিজে থেকে ইস্তফা দেননি। পড়য়ারা জোর করে তাঁকে ইস্তফাপত্রে সই করতে বাধ্য করিয়েছেন। ইস্তফার পরেই তিনি ক্ষুব্ধ পড়ুয়া এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। রবিবার হস্টেলের ঘর থেকে অর্পণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ওই ছাত্রের মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায় পড়ুয়াদের মধ্যে। অভিযোগ ওঠে চিকিৎসক এবং ডিরেক্টরের গাফিলতির কারণে পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। তাদের দাবি, নানাভাবে সেখানকার পড়ুয়াদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে। চাকরি পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং কলেজ থেকে নানা রকম হয়রানির জেরেই মানসিক চাপ সইতে পারেননি অর্পণ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় ক্যাম্পাসে। অভিযোগ ওঠে, পড়ুয়ারা অরবিন্দ বাবুকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দেয়। এরপর একটি সাদা কাগজে ইস্তফাপত্র লিখে এনে তাতে জোর করে সই করিয়ে নেয়

বলে অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, ছাত্ররা তাঁকে হুমকি দেয় যে, সই না করলে মারধর করা হবে। এমনকী ইস্তফাপত্রে জোর করে সিল মারানো হয় বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। এখানেই শেষ নয়ষ অভিযোগ আরও ওঠে। এনআইটি প্রধানের দাবি, রেজিস্ট্রারকে জোর করে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকে ইমেল পাঠানো হয়। তাঁর বক্তব্য, এর ফলে তিনি নিরুপায় ছিলেন। যদিও তিনি জানান, ওই ছাত্রের মৃত্যু বেদনাদায়ক। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশকে জানালেও পুলিশ আসেনি। কলেজের পড়ুয়াদের দাবি, অর্পণকে যখন তাঁর ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়, তখনও তাঁর হৃদযন্ত্র সচল ছিল। অ্যাম্বুল্যান্স আনা হলেও তারা বলে রিপোর্ট লেখাতে হবে, আইডি কার্ড দেখাতে হবে। ছাত্রদের অভিযোগ, অর্পণকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করার পর অনেকক্ষণ বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এনআইটির নিজস্ব হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র না থাকা এবং দীর্ঘ ২০ মিনিট অর্পণকে ফেলে রাখার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আবাসনে ঢুকে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ বিধায়কের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, ৩০ এপ্রিল ঃ বহুতল আবাসনে দলীয় কর্মীদের নিয়ে গিয়ে ওই আবাসিকদের আগামী ২০ তারিখ ভোট দিতে না যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হলো বিধায়কের বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশনে এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। অভিযোগ, রবিবার রাতে কয়েকশো কর্মী নিয়ে হাও।ার গোলাবা।রি আবাসনে যান বিধায়ক। বিধায়ক জানান, আমি ভোট প্রচারে গিয়েছিলাম। ২০ তারিখ খুব গরম প।াবে তাই সাবধান করেছি। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, 'তৃণমূলের প্রার্থীর মনোনয়ন পেশের আগে থেকেই বিধায়ক এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন। উনি কয়েকশো লোক নিয়ে রবিবার রাতে গোলাবাড়ির একটি আবাসনে ঢুকে প।ানে। উনি ভোটারদের হুমকি দেন ২০ তারিখ ভোট দিতে যাবেন না। বা।ি থেকে বেরবেন না। আমাদের প্রশ্ন একজন জনপ্রতিনিধি একথা বলতে পারেন কি করে ? এই নিয়ে আমরা কেঃদ্রীয় নির্বাচন কমিশন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং হাও।ার পুলিশ কমিশনারকে অভিযোগ জানাচ্ছি।'

বিজেপি কর্মীকে দেখতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৩০ এপ্রিল ঃ বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে ঘিরে বিক্ষোভ বসিরহাটের মাটিয়ায়। বসিরহাটের মাটিয়া থানা

এলাকার খড়িডাঙা এলাকায় দু'পক্ষের ধস্তাধস্তির জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে, গোলমালে পন্ড হয়ে যায় রেখার প্রচার। সোমবার বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের খড়িডাঙায় বিজেপি প্রার্থী রেখার সমর্থনে দেওয়াল লিখনে কালি দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল এবং বিজেপি। কালিদাস বাছার নামে এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের পাশাপাশি, সেখানে কালিদাসকে দেখতে গিয়েছিলেন রেখাও। নতুন করে গোলমালের সূত্রপাত মঙ্গলবার সকালে। মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ নিরাপত্তা রক্ষী পরিবৃত হয়ে খড়িডাঙায় যান রেখা। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদারও। কিন্তু রেখা পাত্র পৌঁছাতেই তাকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন এলাকার মহিলারা। জায়গায় জায়গায় রেখাদের আটকে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা সকলেই তৃণমূলের লোক। অপরদিকে বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন জানান কালিদাস বাছাড়ের ঘটনা সম্পুর্ন ভিন্ন ঘটনা,নিজের বদনাম এড়াতে সেই ঘটনাকে রাজনৈতিক রং দেওয়া হয়েছে। রেখা পাত্র, অর্চনা মজুমদারদের লাঠি নিয়ে তাড়া করে বিক্ষোভকারীরা। রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে পথ আটকে দেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তরজায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। তর্কাতর্কি গড়ায় হাতাহাতিতে। মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় খড়িডাঙা। গ্রামের মহিলারা রেখাকে ঘিরে ধরে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। মেজাজ হারান রেখাও। আঙুল উঁচিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তরজায় জড়াতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থীকে। নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত রেখাকে সেখান থেকে বার করে দেন।

বিক্ষোভের মুখে পড়লেন আইনজীবী বিকাশ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃকলকাতা হাই কোর্টে প্রাথমিকের বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি ' খেয়ে নিচ্ছেন', এই অভিযোগ তুলে তাঁকে ঘিরে ধরে স্লোগান দেয় বিতর্কিত চাকরি প্রাপকদের একাংশ। এর পর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মঙ্গলবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। মূল মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশ। এদিন তিনি শুনানি শেষের পর এজলাসে থেকে বেরনোর পরই বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তাঁকে ঘিরে ধরে 'আপনি চাকরি খাচ্ছেন' বলে প্রতিবাদ জানাতে থাকে চাকরি হারাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, বিকাশ ভট্টাচার্যের কারণেই অনেকে চাকরি হারিয়েছেন। তাঁকে ঘিরে স্লোগানও দেওয়া হয়। যদিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরিয়েও দেন তারা। গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি! দলের তরুণ নেতা তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ''বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক বিরোধ আছে কিন্তু তাঁকে আইনজীবী হিসেবে সম্মান করি। চাকরি চুরি করল এসএসসি এবং সরকার। চুরির প্রমাণ পেয়েই হাইকোর্ট চাকরি বাতিল করল। একজন আইনজীবীকে ঘিরে বিক্ষোভের কারণ কী?'' তিনি এও প্রশ্ন তোলেন, যারা বিক্ষোভ করলেন তাঁরা কি শিক্ষক? হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়েছেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে গেছে রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন। সোমবার শীর্ষ আদালতে এই মামলার একপ্রস্থ শুনানি হয়। যদিও তাতে হাইকোর্টের রায়ে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি বাতিলের রায় বেরনোর পরই যারা চাকরি হারিয়েছেন তাঁরা বার্তা পেয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে। সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও চাকরিহারাদের উদ্দেশে জোরালো বার্তা দেন। বলেন, যে যোগ্যরা চাকরি পেয়েছেন তারা যেন চিন্তা না করেন। রাজ্য সরকার, তৃণমূল দল তাদের সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই চালাবে।এই প্রসঙ্গে দুজনেরই দাবি, তৃণমূল সরকার চাকরি দেয় এবং বিজেপি-সিপিএম আদালতে গিয়ে চাকরি খায়।

লকেটের সমর্থনে প্রচার পুষ্কর ধামির, জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি নেত্রী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ এপ্রিল ঃ হুগলিতে বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচার করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পুষ্কর সিং ধামি। মঙ্গলবার রোড শো করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যান লকেট চট্টোপাধ্যায়, তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি। ধামি ও লকেটের এই রোড শো দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। হুগলি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় নিজের জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী। লকেট এদিন বলেছেন, জনগণের আশীর্বাদ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩৫টির বেশি আসন প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেব... পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল ভালো হবে... মানুষ তৃণমূলের দুর্নীতি দেখেছে, এবং তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেবে।

মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ এপ্রিল ঃ মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি জেলাশাসকের দপ্তরে তাঁর মনোনয়ন জমা দেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, মনোজ তিওয়ারি-সহ অন্যান্যরা। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি চক্রান্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমাদের দল একটা পরিবারের মতো। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল। প্রচারে সর্বত্র সাড়া পাচ্ছি। দীর্ঘদিন পর আমি সাংসদ হিসেবে যে ১৭ কোটি টাকা পেয়েছিলাম সাংসদ তহবিলের সেই টাকায় উন্নয়নের কাজে ব্যয় করেছি। আমার প্রশ্ন ওদের যে ১৮ জন বাংলা থেকে সাংসদ ছিলেন তাঁরা ১৭ কোটি টাকা দিয়ে কী উন্নয়ন করেছেন তার হিসেব দিন। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিকদের আরও বলেন, দেড় মাস হয়ে গেল মানুষের কাছে যাচ্ছি। সবাই আমাদের সমর্থন করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস একটা পরিবারের মতো। সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন। প্রায় এক লক্ষ লোক হয়েছিল। বিজেপি শুধুই চক্রান্ত করছে। এদের কোনও কাজ নেই।

বাসনপত্র, রুপোর আংটি সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ সোমবার রাতে বিশরপাড়া কোদালিয়া এলাকায় এক কাসা পিতলের দোকানের মালিকের চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে দক্ষিণ বিধাননগর এলাকা থেকে কাসার থালা, বাটি বাসনপত্র সহ একটি রুপোর আংটি দুল আটশ টাকার মতো খুচরো পয়সা উদ্ধার সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে নব বারাকপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গত ৯ এপ্রিল বিশরপাড়া কোদালিয়া স্টেশন এলাকায় এক কাসা পিতলের দোকান থেকে বেশ কিছু বাসনপত্র চুরি হয়। দোকানের মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে নব বারাকপুর থানার তদন্তকারী অফিসার অভিযান চালিয়ে সোমবার রাতে দক্ষিণ বিধাননগর এলাকা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে কাসা পিতলের বাসনপত্র, রুপোর আংটি নগদ খুচরো পয়সা উদ্ধার হয়। ধৃত দুষ্কৃতী জয়দেব বিশ্বাস কে (৩২) মঙ্গলবার সকালে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। পুলিশ আরো জানিয়েছে বিশরপাড়া কোদালিয়া রেলওয়ে স্টেশনটি তিনটি থানার বর্ডারে আছে। একদিকে নিউবারাকপুর, অপরদিকে নিমতা ও এয়ারপোর্ট । খুব কাছাকাছি দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন । দমদম এলাকায়। এমনিতে চোরের উপদ্রব খুব বেশি। দুষ্কৃতীরা রাতে ট্রেনে করে এসে চুরি করে ভোরের ট্রেন ধরে পালিয়ে যায়। তাছাড়া এয়ারপোর্ট লাগোয়ায় কিছু চোর ও বিশরপাড়া কোদালিয়া স্টেশনটিকে রুট হিসেবে ব্যবহার করে। বেশ কিছুদিন নজরদারির পরে এলাকার পুলিশ সনাক্তকরন করে উক্ত এলাকা থেকে কিছু চোরকে হাতে নাতে ধরে সোর্স ইনফরমেশন মারফত। গত এক মাসে প্রায় ৮ টি চুরির রহস্য ভেদ করেছে নিউবারাকপুর থানার পুলিশ।

'জনগণ থেকে তৃণমূল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মানুষ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে।'

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ এপ্রিল ঃ উত্তর হাওড়া বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়, গোটা বাংলা জুড়েই গুন্ডাবাহিনীর ধমকানি-চমকানি ছাড়া এদের কোনও পথ খোলা নেই। জনগণ থেকে তৃণমূল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওদের মানুষ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। মনোনয়ন জমা দিয়ে উত্তর হাওড়ার বিধায়কের হুমকি প্রসঙ্গে একথা বললেন হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রথীন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সবমিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে আমরা অতিরিক্ত বাহিনীর দাবি জানাব। ডাঃ রথীন চক্রবর্তী এদিন বলেন, মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এদিন আমি নমিনেশন ফাইল করলাম। আমরা ১০০ শতাংশ আশাবাদী জয়লাভের ব্যাপারে। কারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। যাদের সঙ্গে মানুষ নেই তারাই চমকাই, ধমকাই করে বে।াচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছায় গঙ্গার নিচে দিয়ে মেট্রো রেল চলছে। এর মাধ্যমে হাওড়া ও কলকাতা সংযুক্ত হয়েছে। এটা শুধু কলকাতা বা ভারত নয় এটা এশিয়ার অন্যতম নিদর্শন হয়েছে। আশা রাখব এটা আরও বিস্তার লাভ করবে। তৃণমূলের আসলে নিজেদের বিসর্জনের বাজনা বেজে গিয়েছে। সেইজন্য বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করছে। মানুষের থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন। আমরা উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিচল। কে কি বলল সেই নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমরা উন্নয়ন চাই। মেট্রোর সংযুক্তিকরণ চাই। যেসব জায়গা

মণীষীদের পদধূলিধন্য সেইসকল জায়গায় উন্নয়নের কাজ করা হবে। মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে যা যা করা প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে তাই করা হবে। উত্তর হাওড়া, পাঁচলা কোনও বিচ্ছিন্ন জায়গা নয়। সমগ্র বাংলায় এমন নিরবিচ্ছিন্ন ধমকাই চমকাই চলছে। এরা সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন। এদের মানুষ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। আমরা কেন্দ্রকে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য আবেদন করব। অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রথীন চক্রবর্তী এদিন ডুমুরজলা থেকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা করে হাওড়ায় জেলাশাসকের কাছে এসে নমিনেশন জমা দেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে হাওড়া ময়দানে জেলাশাসকের দফতরে আসেন বিজেপি প্রার্থী।

জলের বোতল ও ওআরএস বিলি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ বাড়ছে তাপপ্রবাহ। প্রবল গরমে মানুষের হাসফাঁস অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে মঙ্গলবার সকালে ভবঘুরে, পথচারী, রিক্সা ভ্যান রিকশা, অটো চালক, ট্রাফিক পুলিশ, হকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পানীয় জলের বোতল ও একটি ওআরএস এর প্যাকেট তুলে দিল নব বারাকপুর থানার পুলিশ। থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান পুলিশ সমাজের বন্ধু। এই প্রবল গরমে মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাসে দরকার একটু ঠান্ডা পানীয় জল একান্ত প্রয়োজন। এদিন রিক্সা ভ্যান চালক, হকার ও ট্রাফিক পুলিশ সহ প্রায় দুশো মানুষের হাতে একটি পানীয় জলের বোতল ও ওআরএস এর প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। থানার পুলিশের এই সামান্য প্রয়াস মাত্র।

সুন্দরবনের ঝড়খালিতে বাঘেদের জন্য এই তীব্র তাপদহে বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা নেওয়া হলো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনের ঝড়খালিতে বাঘেদের জন্য এই তীব্র তাপদহে বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা নেওয়া হলো। বৈশাখের এই গরমে 'ত্রাহিত্রাহি' রব তুলছে সব মানুষ। চিড়িয়াখানা বা পুনর্বাসন কেঃদ্রে খাঁচাবন্দি প্রাণীদের অবস্থা তো আরও বেহাল। গরমে কাহিল হয়ে পড়ছে তাঁরা। যেহেতু কৃত্রিম পরিবেশে খাঁচাবন্দি তারা, তাই আরও বেহাল অবস্থা।এই পরিস্থিতিতে ঝড়খালির সুন্দরবন ওয়াইল্ড আনিম্যাল পার্কে প্রতিবছরের মতো এ বছর ও বাঘেদের ঠান্ডা রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হলো। ঝড়খালি পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেল, দু'বেলা পাইপের মাধ্যমে জল ছিটিয়ে তাদের স্নান করানো হচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া ওআরএস পাউডার জলে গুলে খাওয়ানো হচ্ছে। যাতে কোন ভাবে তাদের জলশূন্য না হয়ে যায়। এছাড়া বাঘেদের খাঁচার সামনে বিশালাকার স্ট্যান্ড ফ্যান রাখা

হয়েছে।তার সাহায্যে খাঁচার মধ্যে বাতাসের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে। এনক্লোজারের মধ্যে তাদের স্নান করার জন্য তৈরি করা হয়েছে বাথ টাব।দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা বন দফতর ঝ।খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে বাঘেদের পরিচর্যায় কোনও ত্রুটি রাখছে না।এছা।া বাঘেদের স্নানের জন্য প্রাকৃতিক পুকুর তো তাদের এলাকাতে রয়েছে। এছাড়া এনক্লোজারের মধ্যে ছায়ারও ব্যবস্থা করতে ছাউনিও করা হয়েছে। ওআরএস, ভিটামিন সাপ্লিমেঃট দেওয়া হচ্ছে। পার্ক কর্তৃপক্ষের তরফে নিয়মিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।আর সেইমতো চলছে দক্ষিণরায়দের পরিচর্যা। ঝ।খালির সুন্দরবন ওয়াইল্ড আনিম্যাল পার্ক সুপার ভাইজার দীপঙ্কর সরকার বলেন, ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ মেনেই বাঘেদের নিয়মিত স্নান করানো হচ্ছে। ভিটামিন এ ডি থ্রি সাপ্লিমেন্ট এবং ওআরএস দেওয়া হচ্ছে নিয়মিত। সারাদিনে দু'বার করে আমরা স্নান করাই। এছাড়া ক্লোজারে বাথ টাব জল রাখা থাকছে সব সময়।' বাঘ গুলিকে সব সময় পর্যবেক্ষণ রাখা হচ্ছে। এই গরমের সময় বাঘেদের হজমশক্তি কমে যায়। তাই তাদের হজম শক্তির সাথে মানানসই হালকা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।-

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৫১ সংখ্যা, বুধবার, ১৮ বৈশাখ, ১৪৩১

পাকিস্তান যুদ্ধ চাইছে?

সম্পাদকীয়

পাকিস্তান কি যুদ্ধ চাইছে? সেই চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের সেনা বিভাগ থেকে। এইভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি পাকিস্তান বারবার মার খেতে থাকে তাহলে কিন্তু পাকিস্তানের কোনও অস্তিত্ব টিঁকে থাকবে না ভবিষ্যতে সেটা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পাকিস্তান বলে আর কোনও রাষ্ট্র থাকবে না। এটা ঠিক কিনা সেটা ভবিষ্যত বলতে পারবে। কিন্তু আগামি দিনে পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। না হলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মর্যাদা হারাতে শুরু করেছে। তবে সেটা পরমানু যুদ্ধে পরিণত হবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। ভারতের ওপরে পরমানু হামলা যদি পাকিস্তান করে তাহলে ভারতের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ভারত যদি পাল্টা পরমানু অস্ত্র প্রয়োগ করে তাহলে পাকিস্তান একেবারে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উবে যাবে। দেখতে পাওয়া যাবে না। সেই ভয়টা পাকিস্তান পাচ্ছে। পাকিস্তানের কাছে গোপন বহু পরমানু অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর প্রয়োগ করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ একবার যদি ভারতের পরমানু পাকিস্তানের ওপরে এসে পড়ে তাহলে গোটা পাকিস্তান ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। পাকিস্তানকে আর খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে। বিজেপি আসতেই পাকিস্তানের অবস্থা খুব খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। নাভিঃশ্বাস উঠতে শুরু করেছে পাক প্রধানমন্ত্রী সাহবাজ শরিফের। তিনি এমনভাবে চলাফেরা করছেন যাতে তার ওপরে কোনও হঠাৎ করে আক্রমণ না এসে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ এখন হাতের পুতুল মাত্র। তিনি পাকিস্তান সেনাদের কাছে হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কী হবে পাকিস্তান সেনা বিভাগ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা দিতে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ চান না ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাদের টাকার কোনও মূল্য নেই। শেয়ার বাজারের পাকিস্তানের কোম্পানির কোনও দাম নেই। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র বলে আন্তর্জাতিক স্তরে ঘোষণা দেওয়া। জঙ্গিরাই পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তান সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তার সঙ্গে রয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এরাই ভারত আক্রমণ করার মদত এবং বুদ্ধি দিতে শুরু করে দিয়েছে পাক প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু তিনি একটি ব্যালান্স রেখে কথা বলে চলেছেন। ব্যালান্স না থাকলে যে কোনও সময়ে তাঁর গদি চলে যেতে পারে। ভারতের বিরুদ্ধে কথা না বলে কেউই পাকিস্তানের গদিতে বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে নি। সব সময়ে ভারতকে গাল পাড়তে হবে। না হলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিদেশ মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হওয়া একেবারে অসম্ভব। নাওয়াজ শরিফ মোদির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাঁকে গদি ছেড়ে চলে যেতে হল। এখন আবার নওয়াজ শরিফের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বেনজির ভুট্টোও ভারতের সঙ্গে একটি মৈত্রী ভাব দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাকে প্রাণটা দিতে হল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুব কড়া ধাঁচের লোক। তিনি কারোর সম্পর্কে বেশি কথা বলেন না। ঠাণ্ডা মাথার রাজনীতি করার লোক হচ্ছেন মোদি। কাশ্মীর নিয়ে ভারতের বহু সমস্যা ছিল। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দেওয়ার ফলে পাকিস্তান এখন আর আন্তর্জাতিক মহলে কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা বলতে পারছে না। এদিকে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো আবার কাশ্মীর নিয়ে খোঁচা দিতে শুরু করেছেন। পাকিস্তান এখনও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা বোধ করছে। ভারতের সবচেয়ে সেরা বন্ধু রাষ্ট্র হচ্ছে ইসরায়েল। কাশ্মীরের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি জন্য ইজরায়েল প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা ভাবতে শুরু করেছেন মোদি। সবাই পাকিস্তানকে এড়িয়ে চলতে শুরু করছে একমাত্র চিন ছাড়া।

ভারতীয় হতে চায় ওরা!

সম্পাদকীয়

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বকলমে পরিবারতন্ত্র এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রাজার ছেলে রাজা হতো। আজকেও বহু দেশে শাসকদের ছেলেরা শাসক হয়ে থাকে। তার মধ্যে উত্তর কোরিয়ার কথা বলতে হবে। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র রয়েছে। কিন্তু তারা দেশের মূল শাসনতন্ত্রে নেই। এই ব্যাপারটা দেখভাল করে মন্ত্রীসভা। তাদের হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা। তার জন্য রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হয় না। পার্লামেন্টে রয়েছে। তারা এর দখভাল করে থাকে। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট খুবই শক্তি ধরে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট খুবই শক্তিশালী। কিন্তু সেখানে সেনেট রয়েছে। সেনেট প্রয়োজন হলে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কাজের কারণ জানতে চাইতে পারে। সেই অধিকার রয়েছে। প্রেসিডেন্ট তখন সেনেটে উপস্থিত হয়ে সদস্যদের সামনে সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। কিন্তু পাকিস্তানে সেটা হওয়ার কোনও উপায় নেই। প্রেসিডেন্ট মুশারফ ছিলেন আগে জেনারেল। পরে তিনি সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি ভারত বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। দিল্লিতে তাঁর জন্ম। পরে সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। নওয়াজ শরিফ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি মোদির সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে চলছিলেন। নওয়াজের সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছিলেন যা পাক সেনার কর্তারা একেবারে মেনে নিতে পারেননি। তারা গোপনে নওয়াজের বিরুদ্ধে মত দিতে থাকে। জঙ্গিরাও সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নওয়াজ শরিফকে একেবারে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়। মুশারফের সময়ে জঙ্গিরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে যেভাবে সারা পাকিস্তান জুড়ে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ হতে শুরু করে তার দিকে ভারতকে সব সয়ে খেয়াল রাখতে হতো। সেই মুশারফ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি আর নেই। পাকিস্তান ক্রমশ আর্থিক দিক দিয়ে বেসামাল হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সহযোগিতা চাওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। মানসিক সাহায্য পাওয়ার কথা বলতে শুরু করেছে পাকিস্তান। কিন্তু ভারত এখনও এ ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের যা অবস্থা তাতে তাদের বাজেট করা খুবই মুশকিল হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বারবার একটি কথা বলেছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতকে ফেরত দিতে হবে। সেটা না করলে কিন্তু পাকিস্তানের আবারও বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে। ভারত কোনও সীমান্ত সমস্যা রাখতে চায় না। সীমান্ত সমস্যা থাকার ফলে বহু কোটি টাকা সীমান্ত রক্ষা করতে চলে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া খুবই প্রয়োজন এবং জরুরী হয়ে উঠেছে। এদিকে পাক কাশ্মীরের বাসিন্দারা ভারতে সঙ্গে থাকার কথা ব্যক্ত করতে শুরু করেছে। প্রকাশ্য রাস্তায় তারা পাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। কিন্তু সেখানে সেনা পুলিশ পাঠিয়ে সেখানদার বাসিন্দাদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং বিক্ষুব্ধদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। ধর্ম মানেই হচ্ছে সেবা। মানব সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন ভারতে নারী জাগরণ ঘটাতে। তিনি জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন বিপ্লবী আন্দোলন করতে। বরোদার রাজ পরিবারের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় গিয়েছিলেন। সেখানে বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেখানে বিপ্লবী আঃেদালন নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। বাংলায় এসে অরবিন্দ আশ্রয় লাভ করেছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেখান থেকে তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। 'বন্দেমাতরম' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতেন।

সঙ্গীতের জাদুকর ছিলেন মান্নাদা, বলেছিলেন লতাজিও

রবীন্দ্র কুমার শীল

সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেকশর একবার তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন যখন তিনি 'কসমে ভাদে প্যায়ার ওয়াফা' গানটি গাইলেন। 'উপকার' ছবির গান। লতা মঙ্গেশকর বলেছিলেন - মান্নাদা আপনার এই গানটি আমাকে আজও সঙ্গীত তৈরি করার অনুপ্রেরণা দেয়। আপনার গলা দিয়ে মেলোডি সুর সব সময়ে প্রকাশ পায়। আমি যখনই আপনার সঙ্গীত শুনি তখন মনে হয় আমরা সমুদ্রের পাড়ে বসে এখনও নুড়ি কুড়াচ্ছি। আপনি ভারতীয় সঙ্গীত জগতে আপনি সত্যিই একজন কিংবদন্তি শিল্পী। শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়কে একবার মান্না দে বলেছিলেন, তুমি যদি পপ সঙ্গীত হিসবে খ্যাতি লাভ করতে চাও তাহলে বেশি করে ওয়েস্টার্ন সঙ্গীত শুনতে হবে। শুধু শুনলে হবে না। চর্চা করতে হবে। মান্না দে ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করলেও তিনি কিন্তু ওয়েস্টার্ন সঙ্গীত নিয়মিত শুনতেন। ওয়েস্টার্ন শিল্পী জিম রিভিস, ন্যাট কিং কোল, হ্যারি বেলাফোনটে এবং এলভিস প্রেসলির গানও তিনি শুনতেন। বাংলার সঙ্গীত জগতে তিনি সুরকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে বহু কালজয়ী গান গেয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে-'জিন্দেগী কাইসে হ্যায় পাহেলি।' রাজেশ খান্নার অভিনীত আনন্দ ছবির গান। তিনি ৩,৫০০টি গান গেয়েছেন ১৮টি ভারতীয় ভাষায়। মালায়াম, ভোজপুরি, মারাঠি, গুজরাতি, আসামিস, ওড়িয়া, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় গান গেয়েছেন। ১৯৬৯ সালে তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে 'ঝনক ঝনক তোরি পায়েল বাজে পায়েলিয়া' গানের জন্য। ১৯৭১ সালে আবার তিনি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন বাংলা সিনেমা 'নিশিপদ্ম ছবি'তে সঙ্গীতের জন্য। ২০০৫ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০০৯ সালে তিনি দাদা সাহেব ফলকে পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ভজন এবং গজল সঙ্গীত গাইতেন। সঙ্গীত শিল্পী মহম্মদ রফি, তালাদ মেহমুদ, হেমন্ত কুমার, কিশোর কুমার তাঁর কাছে বন্ধু স্বরূপ ছিলেন। মান্না দে স্বয়ং একবার বলেছিলেন, 'এরা কিন্তু সবাই আমার কাছে বন্ধু ছিলেন। সঙ্গীত জগতে এরা আমার রাইভাল থাকলেও সঙ্গীতের বাইরে এরা ছিলেন আমার নিকটজন। মহম্মদ রফি একবার সবাইকে বলেছিলেন, 'শ্রোতারা আমার গান শোনে। কিন্তু আমি কিন্তু কেবল মান্না দে'র গান শুনি। তিনি কী রকমভাবে গান গাইতে চাইছেন সেটা শেখার চেষ্টা করি। তার গায়কী ঢংটা একেবারে ভিন্ন ধরনের। মনকে অন্য জগতে পৌঁছে দেয়।' মান্না দে সব সময়ে তার কাকাকে অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করতেন। স্ত্রী সুলোচনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল একটি সঙ্গীত আসরে। সেখানে মান্না দে এবং স্ত্রী সুলোচনা যৌথভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন। সেই সঙ্গীতের আসর থেকেই স্ত্রী সুলোচনার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। তারপর সুলোচনাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন মান্না দে। ১৯৫৩ সালে সুলোচনার সঙ্গে মান্না দে'র বিবাহ হয়। ১৯১২ সালে স্ত্রী সুলোচনা পরলোকগমন করেন। তার এক বছর পরে ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দে। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন মান্না দে। টিফিনের সময়ে ক্লাস ঘরের দরজা বন্ধ করে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে টেবিল বাজিয়ে গান ধরতেন মান্না দে। আবার ছুটির সময়ে হেদুয়ার পার্কে বসে গান গাইতেন বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে। তখন তবলা হিসাবে কাজ করতো হেদুয়ার বেঞ্চিগুলো। তিনি তবলা বাজাতে পারতেন। তবলা বাজানোতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন বলেই তার গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন বিখ্যাত তবলাবাদক রাধাকান্ত নন্দী। পরে তাঁর ছেলে মান্না দে'র গানের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেছিলেন।

(মান্না দে'র জন্মদিন চলে গেল। কেউই তাঁর নামে কোনও অনুষ্ঠান করেছে কিনা জানা নেই। মান্না দে'র কাকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে (কানা কেষ্ট) বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই গান শেখাসঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র। মান্না দে'র জন্মদিনটা ঢাকা পড়ে যায় সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনের জন্য। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে সর্বত্র অনুষ্ঠান পালিত হয়। কিন্তু মান্না দে'কে নিয়ে কেনও অনুষ্ঠান পালন করা হয় কিনা জানতে পারা যায় না। তাঁর সিমলা বাড়িতে শুধু মাত্র তাঁর ছবিতে মালা দিয়ে কাজ শেষ হয়। এমনকী তার কন্যারাও অনুষ্ঠান করে পিতার জন্মদিন পালন করে না যা সন্দীপ রায় তাঁর পিতা সতজিৎ রায়ের জন্য করে থাকেন। মান্না দে একজন বড় গায়ক হয়ে তিনি শেষ জীবনে অসম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করেই আজকের প্রতিবেদন)

'এই ভাই য্যারা দেখকে চলো, আগে ভি নেহি পিছে ভি, ডায়ে ভি নেই বায়ে ভি, উপার ভি নেই নিচে ভি'-'মেরা নাম জোকার' ছবির এই গানটি রাজ কাপুর আর কাউকে দিয়ে গাওয়ানোর সাহস দেখাননি। মুকেশকে দিয়ে তিনি বহু গান গাইয়েছেন। কিন্তু মান্না দে ছাড়া এই গানের আর কেউই চমক আনতে পারবে না সেটা কিন্তু দক্ষ পরিচালক রাজকাপুর বুঝতেন। সেই কারণে তিনি 'মেরা নাম জোকার' ছবির এই গানটি মান্না দে'কে সম্মানের সঙ্গে ডেকে নিয়ে তাঁর ছবিতে গাইয়েছিলেন। পরিচালক রাজ কাপুর মান্না দে'কে খুব সম্মান দিতেন। তার একটি মাত্র কারণ গানের জাদুকর ছিলেন মান্না দে। সুরের আর একজন জাদুকর ছিলেন মুম্বইতে তিনি শচীন কর্তা। সবাই তাঁকে এসডি বর্মন সাহেব বলে জানতো। মান্না দে যখন মুম্বইতে তখন সেখানকার সিনেমা জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে বহু দক্ষ বাঙালি শিল্পীরা। তারা ছাড়া সেই সময়ে মুম্বইতে হিন্দি ছবি কিন্তু হতো না বলতে গেলেই চলে। এমনকী বহু টেকনিক্যাল দিকটাও বাঙালিরা দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিত। ষাটের দশকে আরডি বর্মন মেহমুদের 'ভূত বাংলো' (১৯৬৫) সালের ছবিতে সুর দিচ্ছেন। সেখানে একটি গান ছিল 'আও ট্যুইস করে'। এই গানটি মান্না দে গেয়েছিলেন। ছবির প্রয়োজক উশমান এই গানটি মান্না দে'কে দিয়ে গাওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু আর ডি বর্মন সেই সময়ে বলেছিলেন, 'আমি এই গানটি তৈরি করেছি মান্না দে'র জন্য। অন্য কাউকে দিয়ে এই গানটি গাওয়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি যদি মান্না দে'কে দিয়ে এই গানটি না করান তাহলে আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে কাজ করা যাবে না। এটাই আমার পরিস্কার কথা।' আসলে দেববর্মন পরিবার মান্না দে'কে ভালোবাসতো। শচীন দেববর্মন মান্না দে'কে নিজের ছেলের চেয়ে বেশিস্নেহ করতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে যে কোনও গান যে কোনও রকম পরিস্থিতিতে মান্না দে গাইতে প্রস্তুত থাকতেন। আশ্চর্য ছিল তার টেকনিক্যাল ভয়েস যা ঈশ্বর প্রদত্ত বলা যেতে পারে। গলার এতো বেশি কাজ ছিল মান্না দে'র যা তৎকালীন আর কারোর মধ্যে বেশি দেখা একেবারে অসম্ভব ছিল। ১৯৬৮ সালে আবার আর ডি বর্মন, মেহমুদ এবং মান্না দে আবার একটি ছবিতে মিলিত হলেন। সেই ছবির নাম 'রোসান'। এই ছবিতে একটি গানটি কিশোর কুমারের সঙ্গে মান্না দে যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'আও ও ট্যুইস করে'- গানটি প্রথম র‍্যাপ সং। আর 'এক চতুর না' গানটি একেবারে ক্লাসিক্যাল। দুটি ভিন্ন স্বাদের গান। শুদ্ধ ক্লাসিক্যাল গান থেকে শুরু করে আধুনিক গানের সঙ্গে ক্লাসিক্যাল মিশ্রিত বহু গান গেয়েছেন মান্না দে। তিনি প্রায় কয়েক হাজার গান গেয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়। এমনকী তিনি নজরুল গীতি থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে মান্না দে নিজেই বলতেন, কবিগুরু গান তিনি বেশি গাইতে পারেন নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ধর্মী গলার জন্য। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। নজরুল সঙ্গীতের সুরে একটি আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিলেন মান্না দে। নতুন আঙ্গিককে সঙ্গীত পরিবেশন করাই ছিল মান্না দে'র গলার কারুকাজ। সারা জীবন তিনি সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষনা করে গিয়েছেন। সুর নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করেছেন। সঙ্গীতের নতুন উপস্থাপনা করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তৃপ্তি পেয়েছেন।

মান্না দে আসল নাম হচ্ছে প্রবোধ চন্দ্র দে। মায়ের নাম ছিল মহামায়া এবং পিতার নাম পূর্ণ চন্দ্র দে। জন্ম গ্রহণ করেন ১ মে, ১৯১৯ সালে কলকাতায় সিমলায়। স্বামী বিবেকানন্দও একই পাড়াতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মান্না দে স্কুল জীবন থেকে কুস্তি চর্চায় মগ্ন ছিলেন। তখনকার দিনটা ছিল বিপ্লবীদের যুগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পাড়ায় পাড়ায় একটি করে কুস্তির আখড়া তৈরি করেছিল। সিমলা ব্যায়াম সমিতি তৈরি হয়েছিল বিপ্লবীদের হাত ধরে। এই সমিতি তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন শ্রী অরবিন্দ এবং তার ভাই বারীন ঘোষ। এই সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে কুস্তি, লাঠি এবং ছুরি খেলা শেখানো হতো। তখন তিনি মান্না দে নামে খ্যাতি লাভ করেনি। প্রবোধ দে তখন এই কুস্তি আখড়ায় গিয়ে কুস্তি চর্চা করতেন। লাঠি খেলতেন এবং ছোরা খেলা অভ্যাস করতেন। কুস্তিতে তিনি বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ছিলেন। তিনি দক্ষ কুস্তিগীরও ছিলেন। গোবর গুহ'র কুস্তির আখড়ায় তিনি কুস্তি নিয়মিত অভ্যাস করতেন। গোবর গুহ তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে খুব জেদি ছিলেন ছোটবেলায় মান্না দে। যেটা জেদ করতেন সেটা শেষ করে তবেই তিনি ক্ষান্ত হতেন। এই জেদই তাকে বড় সঙ্গীত শিল্পী হতে সাহায্য করে। সঙ্গীত শিল্পী কবির সুমন মান্না দে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে গিয়ে বলেন, মান্না দে'র কাকা কৃষ্ণ চন্দ্র দে সঙ্গীত জগতে একটি বিখ্যাত নাম। তিনি ভাইপোকে দক্ষতার সঙ্গে তামিল দিতে পেরেছিলেন। গান শেখার একটি আগ্রহ ছিল মান্না দে'র। রোজ সকাল বেলায় কাকার সঙ্গে তামিল দিতে বসতেন। তাঁর প্রশিক্ষণে মান্না দে এতো বড় শিল্পী হতে পেরেছিলেন।' মুম্বইতে আসার পর মান্না দে শচীন দেব বর্মনের সহচার্য লাভ করেন। প্রায় দিনই রেকর্ডিং থাকার সময়ে মান্না দে'র জন্য খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসতেন শচীন কর্তা। শচীন দেব বর্মন মান্না দে'কে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সঙ্গীতের গায়কী ঢংকে একেবারে নতুন স্টাইলে পরিবেশন করতে ওস্তাদ ছিলেন মান্না দে। একই দিনে তিনি যেমন আধুনিক গান গাইতে পারতেন আবার পাশাপাশি তিনি ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতও গাইতে পারতেন। সঙ্গীত এর সুর সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারনা করে ফেলেছিলেন মান্না দে যা আজরে কোনও শিল্পীরা করতে পারবে না। মান্না দে স্বয়ং বলতেন, সঙ্গীত হচ্ছে হৃদয়ের জিনিস। 'হৃদয় দিয়ে লেখো নাম সেই নাম রয়ে যাবে।' সঙ্গীতের সুর বের হয়ে আসে অন্তর থেকে। সৃষ্টি করতে হবে অন্তর থেকে। অন্তর থেকে আপনা আপনি সুর তৈরি করে দেবে যদি সাধনা থাকে। সঙ্গীত সাধনা করতে হবে। অন্তর থেকে বের হয়ে আসা সুরই হচ্ছে আসল সঙ্গীত। মান্না দে'র প্রতিটি গান ছিল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা সঙ্গীত। যে কোনও গান গাইবার আগে তিনি মনের মধ্যে সুর বেধে নিতেন। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সেই সুরকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। তারপর তিনি সঙ্গীত পরিবেশ করতেন।

বারাণসী কড়চা

কাশী বিশ্বনাথের আরেক রূপ নর্তক আত্মা

জয়দেব দাস

কাশীর অধিষ্ঠাতা মহাদেব হলেন তাণ্ডব স্রষ্টা। তাণ্ডব শব্দটি কে সংবাদ পত্রে এমন ভাবে প্রচার করা হয়েছে, যে সে জন্য ভয়ঙ্কর কিছু। সমাজেও এই শব্দের মানে অন্য হয় দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় শিল্পের আকর গ্রন্থ ভারত মুনি প্রণীত ক্ষনাট্যশাস্ত্রক্ষ। এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রমন্থন নাটক নির্মাণের পর আচার্য সেই নাটক মহাদেবকে দেখানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন ব্রহ্মার কাছে। সেই নাটক দেখে শিব প্রীত হয়ে ব্রহ্মা কে বলেছিলেন - অহো নাট্যমিদং সমাক্ ত্বয়া সৃষ্টং মহামতে। যশস্যং চ শুভার্থং চ পুণ্যং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।। তার পর সন্ধ্যাকালে নৃত্য করতে করতে বিভিন্ন করণ' সম্বলিত অঙ্গহার' সমূহ দ্বারা শোভন এই নৃত্যের কথা আমি স্মরণ করলাম। এই পূর্বরঙ্গবিধিতে আপনি (একে) সমাক্ প্রয়োগ করুন। বর্ধমানক আসারিত, গীত' ও মহাগীতে বিষয়গুলি যথাযথরূপে অভিনয় করবেন। যে শুদ্ধ পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠান আপনি করেছেন তা এই (নৃত্য)-গুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিত্র নামে অভিহিত হবে। শিবের কথা শুনে ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, হে দেববর, অঙ্গহার'সমূহের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলুন। তারপর দেবশ্রেষ্ঠ (শিব) তন্ডুকে ডেকে বললেন- অঙ্গহারগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে ভরতকে বল। দেবাদিদেব মহাদেব নিজের তাণ্ডব নৃত্যের সব দীক্ষা নিজের গণ এই তন্ডু কে দিয়েছিলেন। সেই নৃত্য তাণ্ডব। এই তো গেল প্রাচীন ভারতের কথা। মুধ্য যুগে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে নানান নৃত্য আমরা দেখতে পাই। তারই মধ্যে কথক অন্যতম। সেই নৃত্যের নিজ ঘরানা। ছয় ঘরানার মধ্যে বনারাস ঘরানা বিশেষ স্থান অর্জন করে। বেনারস ঘরানা জানকীপ্রসাদ ঘরানা নামেও পরিচিত পশ্চিম রাজস্থানের বিকানেরের একজন কত্থক উদ্যোক্তা জানকীপ্রসাদের নামানুসারে, এই নাচের স্কুলটি কিছু বৃত্তে বেনারস ঘরানা নামেও পরিচিত। দেখা যাচ্ছে যে জানকীপ্রসাদ বেনারসে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর বাকি জীবন কত্থক শিখিয়েছিলেন এবং তাঁর নৃত্যের স্কুল বেনারস ঘরানা নামটি অর্জন করে। কাশীর নৃত্য ও বঙ্গ নৃত্য পরিবেশন এর কথা বলতে হলে। একটি সংস্থার কথা বলতেই হয়। সেই সংস্থার প্রবীণ সদস্য শ্রীমতী রীতি সান্যালের কথায় আমরা তাদের পথ চলার কথা জানতে পারি। শ্রীমতী সান্যাল জানালেন, কাশী কে বলা হয় কলাকুশলীদের পীঠস্থান। এই কাশীতে ২০০৭ শালে কয়েকজন বান্ধবী এবং এক ভাইয়ের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল একটি বাঙ্গালী মহিলাগণ সংস্থা 'প্রতিধ্বনি কল্চরল সোসাইটি বারাণসী'। ২০০৯ সংস্থাটি পঞ্জীকৃত হয়। সংস্থার প্রমুখ কাজ হল শাস্ত্রীয় এবং উপশাস্ত্রীয় নৃত্যের মাধ্যমে (কথক, ওডিসি, মনিপুরী, রাবীন্দ্রিক, কন্টেপরির) বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা । এই নৃত্য শিক্ষা - নিঃশুল্ক এবং বয়স-সীমাহীন। শিল্প যেমন সীমাহীন তেমনি শিল্পী ও কোনো সীমায় বেঁধে থাকেনা তাই বর্তমানে ৮ থেকে ৮০ সব আয়ুর সদস্যারাই মঞ্চের শোভা বাড়ান। সংস্থাটি মহিলাগত হলেও বহু শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইয়েরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং সংস্থার শিল্পকর্মেও সহযোগিতা করে থাকেন। তবে সদস্যতা কেবল মহিলারাই পান। নিজের সীমিত শক্তির ভান্ডার নিয়ে মাত্রীসুলভ মনে 'প্রতিধ্বনি কালচারাল সোসাইটি বারানসি' সমাজের অশক্ত মানুষগুলোর জন্য কিছু করার চেষ্টা নিরলসভাবে করে চলেছে। (১) নাগরি নাটক মন্ডলী-২০২২ (২) রমায়ান কনক্লেভ-২০২১ (৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বারাণসী আগমনের উপলক্ষে দেব দীপাবলি (কার্তিক পুর্ণিমা) - ২০২০ (৪) সিমলা কালিবাড়ি-২০১৯ (৫) কুম্ভত্মামা এলাহাবাদ-২০১৮ (৬) রাষ্ট্রীয় সুর গঙ্গা মহোৎসব - ২০১৭ (৭) আশ্বিন নাট্য মহোৎসব ২০১৪ এবং ২০১৫ (৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান-২০১৩ (৯) গঙ্গা মহোৎসব- ২০১২ (১০) চতুর্থ আন্তর্জাতিক লোকনৃত্য মহোৎসব ইতালি তে অনুষ্ঠিত ২০১১ (১১) ভেন কাশী মহোৎসব - ৩০১০ (১২) বৌদ্ধ মহোৎসব-২০০৯ সংস্থা 'দশাবতার' এবং 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' (দুর্গা সপ্তসতি অনুপ্রেরণায়) অনুষ্ঠানটি করে বিশেষভাবে সফলতা অর্জন করেছে। তাশের দেশ, রবীন্দ্র সঙ্গীত অবলম্বনে রামায়ণ, রবীন্দ্র সঙ্গীত অবলম্বনে বুদ্ধ, আলিবাবা, ভানুসিংহের পদাবলী, নজরুল গীতি অবলম্বনে কবি প্রণাম, চন্ডালিকা, বাল্মিকী প্রতিভা, মেঘদূত, তুষারমালা, গঙ্গা অবতরণ, গীত গোবিদ এবং আরও অনেক নৃত্য নাটিকা মঞ্চস্থ করেছে। এই সংস্থা অযোধ্যা, এলাহাবাদ, লখনউ, পুনে গোয়ালিয়ার, ঝাঁসি এবং জয়পুরে অনুষ্ঠান করেছে। কাশীতে নিত্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে অনেক শিল্পী নিজের নিবেদন নিয়ে উপস্থিত হন। তারই মধ্যে একজন কথক নৃত্যশিল্পী কৌশিক মাইতি। কোলকাতা সংলগ্ন ত্রিবেনী নামের একটি ছোট্ট শহরে বসবাস। পরিবারে সঙ্গীত জগত থেকে কেউ নেই। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই নৃত্য সংগীতের প্রতি ছিল একটা চরম আগ্রহ। সেই দেখে বাবা একটি নৃত্যনাট্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেন। সেখানে বেশ কিছুদিন শেখার পরে মোটামুটি ভালই সুনাম অর্জন। সেখানে কিছুদিন শেখার পর একটি ভরতনাট্যমের শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি হন। ভরত নাট্যম থেকে কথকে এলেন কি ভাবে? তিনি জানান- ভালো লাগছিল শিখতে, কিন্তু সেই যেন ভালোবাসাটা তৈরি হচ্ছিল না, যেটা আমি চাই। তখনো আমার কথক নৃত্যের সাথে পরিচিতি ঘটেনি। সেই গুরুকুলের শিক্ষিকা আমাকে বলেন তুমি কথক নৃত্যের শিক্ষাক্ষেত্রে যোগদান কর। যেমন বলা তেমন কাজ সঙ্গে সঙ্গে একটি কথক নৃত্যের প্রতিষ্ঠানে আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। এইবার মনে হচ্ছিল যেটা আমি চেয়েছিলাম সেটাই যেন পেলাম। সেই স্বপ্নে শুনতে পাওয়া ঘুঙুরের ছনকার, তবলার আওয়াজ পাখোয়াজ এর ধ্বনি সারেঙ্গীর সুর সব যেন আমার মিথ্যে মিলেমিশে এক হয়ে গেল। ধীরে ধীরে শিখতে শিখতে এক ভালোবাসা, পরে শিল্পটির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ধীরে ধীরে সাধনা তৈরি হলো। ক্রমে আমি বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ থেকে নৃত্য বিভাকর এবং দা ইন্ডিয়ান মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস একাডেমি থেকে নৃত্য বিশারদ উপাধি গুলি অর্জন করলাম। পথ চলা ধীরে ধীরে শুরু হলো। অনেক উত্থান পতনের মাধ্যমে নৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছি অনেকটা দূর আর পিছনে ফিরে তাকাবার কোন সুযোগ নেই, ইচ্ছাও নেই। বেশ কিছু বছর আমি ওই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা নেওয়ার পরে সন্ধান পাই কোলকাতা সংলগ্ন উত্তরপাড়া মাখলা নামক স্থানে এক গুরু কথক নৃত্যের শিক্ষা দেন যিনি গুরু পদ্মবিভূষণ বিরজু মহারাজের জীর শিষ্যা তার নাম বিদুষীঙ্গ কেয়ানন্দজী। আগের গুরু জীর কাছে অনুমতি নিয়ে কেয়া দিদি র কাছে প্রশিক্ষণ নিতে চলে গেলাম। প্রথম দিনেই উনি আমার নৃত্যের প্রশংসা করেছিলেন এটা আজও আমার মনে আছে। পরম্পরাগত কথক নৃত্য কিভাবে মঞ্চস্থ করতে হয় সেটা তার হাত ধরেই আমার শেখা। বকে ঝোকে যেভাবেই হোক উনি ঠিক আমাদের তৈরি করে নিতেন। তখন হয়তো বুঝতাম না, আজ বুঝি সেই বকাঝকার পিছনে কতটা আদর, ভালোবাসা এবং স্নেহ লুকিয়ে ছিল। ওনার কাছে শিক্ষা নেবার পর অনেক কর্মশালাতে আমি গুরু পদ্মবিভূষণ বিরজু মহারাজ জি এবং ওনার সুযোগ্য শিষ্যা বিদূষী শাশ্বতী সেন জির সান্নিধ্য পেয়েছি। ২০১৯ সালে জুন মাসে একটি কর্মশালাতে মহারাজ জি নিজে মুখে আমার নৃত্যের প্রশংসা করেন। এর থেকে বড় প্রাপ্তি হয়তো আমার সারা জীবনে আর কিছু আসবেনা। আকাশের মতো একজন বড় মানুষ যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের রূপ তিনি আমার নৃত্যের প্রশংসা করেছেন এর থেকে বড় শংসাপত্র আমার জীবনে আর কিছু হয় না। ইতিমধ্যে আমার জীবনে নিজেকে মঞ্চস্থ করার পালা এসে গেছিল। বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে মঞ্চস্থ করছিলাম এবং যেখানে যেখানে গেছি সেখানে সেখানেই গুরুজনের আশীর্বাদ এবং দর্শকদের ভালবাসা পেয়েছি। কথক নৃত্যের কথা বা আমার কথা বলতে গেলে বারবার বারাণসী শহরের কথা উঠে আসে। প্রথম কথা তো কথক নৃত্যের মূল কেন্দ্র গুলির মধ্যে বারানসি একটি অন্যতম পিঠস্থান এবং বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং নটরাজ। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে প্রথম কোথাও নৃত্য নিবেদন যদি আমি করে থাকি তাহলে সেটা বারাণসী। হয়তো এটা ভগবান নটরাজেরই ইচ্ছা ছিল। যখন আমি বারাণসী প্রথম পদার্পণ করি তখন যেন বারাণসীকে আমার খুব চেনা লাগছিল। যেন জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ। এখানকার গলি এখানকার ঘাট এখানকার মানুষজন যেন কত নিজের। আমি একজন কথক নৃত্যশিল্পী, আমার তো বারাণসী ভালো লাগবেই এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে অনুষ্ঠান করেছি নিজেকে মঞ্চস্থ করেছি কিন্তু বারাণসী এসে নিজের নৃত্যের অঞ্জলি দিয়ে যে ভালোবাসা যে সম্মান আমি পাই সেই ভালোবাসা বা সেই সম্মান বা সেই শান্তি আর যেন কোথাও গিয়ে মেলেনা। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঋষিকেশ ভারত মাতা মিশন এর বারানসি শাখা থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির তথা কথক নৃত্যের ধারক এবং বাহক হিসাবে অধ্যক্ষ পদের সম্মানে আমাকে সম্মানিত করা হয় । নৃত্যে নিবেদন যখনই আমি কাশিতে করতে আসি তখনই নৃত্যের সাথে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আমি উপলব্ধি করি, যেটি আর অন্য কোথাও গেলে হয় না। বারানসি শহরে একজন কথক নৃত্যশিল্পী হিসাবে আমার যতটা সম্মান ততটা হয়তো আমার নিজের শহরেও আমার নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আমি যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে নৃত্যের নিবেদন করতে থাকছি ঠিক তেমনি বারংবার বারানসি শহরেও যেন ঠিক এই ভাবেই বাবা বিশ্বনাথের শ্রী চরণে নিজের নিত্যাঞ্জলী দিতে পারি। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে আমি ত্রিবেণীতে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, এবং বিভিন্ন জায়গায় আমি কর্মশালার মাধ্যমে কথক নৃত্যের শিক্ষা প্রদান করি। কাশীতেও আমি বেশকিছু শিশু শিল্পীকে কথক নৃত্যের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমার জীবন নৃত্যে নিবেদিত। নৃত্য কে এগিয়ে দিয়ে যেতে আমি গুরু র কাছে বচনবদ্ধ, তাই আগামী প্রজন্মকে কথক নৃত্যের প্রশিক্ষন দিয়ে ও নিজে কথক নৃত্যকে মঞ্চস্থ করে সকলকে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করাই।''

টয় ট্রেনের ধাক্কা পর্যটকের গাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৩০ এপ্রিল ঃ পাহাড়ে ফের টয়ট্রেন দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা একটি পর্যটক বোঝাই গাড়িতে ধাক্কা মারে টয় ট্রেন। জানা গেছে, ঘুম থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে যাচ্ছিল টয় ট্রেনটি। সেই সময়েই পর্যটক বোঝাই গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে টয় ট্রেন। দুর্ঘটনাস্থলের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে গাড়ির সামনের বাঁ দিকের অংশ দুমড়ে গেছে। তবে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গেছে। পাহাড়ি রাস্তায় এই দুর্ঘটনার জেরে দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ এপ্রিল ঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ একজনকে গ্রেফতার করলো দিনহাটা থানার পুলিশ। দিনহাটা ১ নং ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাখোরা এলাকা থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। ওই যুবকের নাম অর্জুন মন্ডল। তার কাছ থেকে একটি বন্দুক ছাড়াও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। অর্জুন মন্ডলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ অনেকদিন ধরেই তাকে খুঁজছিল। গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে এদিন দিনহাটা থানার পুলিশ তাকে রাজাখোরা এলাকা থেকেই অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে।জেলা পুলিশ জানিয়েছে, অনেকদিন ধরেই অর্জুনকে ধরার জন্য পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছিল। অবশেষে তাকে ধরা সম্ভব হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

লক্ষাধিক টাকার বিদেশি মদ সহ গ্রেফতার দুই ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকে পুলিশ আবারো বড়সড় সাফল্য। গতকাল রাতে শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত জলপাই মোড় এলাকায় গোপন সূত্রে খবর ভিত্তিতে এক টোটো আটক করেন। সেই টোটো থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার উপরে অবৈধ বিদেশী মদ উদ্ধার করেন। ঘটনাস্থল থেকে দুইজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ধৃত দুই ব্যক্তির নাম রাজেশ কুমার বয়স ৩৩ বছর তার বাড়ি টাইটেল চক ভেকুশহর বিহার, ও ওপর ব্যক্তির নাম এম ডি ইমরান, ২৩ বছর তার বাড়ি মাটিগাড়া বিশ্বাস কলোনি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা যায় এই অবৈধ মদ গুলো বিহারে উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার আগে শিলিগুড়ি থানা পুলিশ সাদা পোশাকের পুলিশ জলপাইগুড়ি মোড় এলাকায় থেকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ধৃত দুই ব্যক্তি কে আজ শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে। তবে পুরো ঘটনায় তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মাটিগাড়া

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মাটিগাড়া। বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষর জেরে গতকাল দিনভর মাটিগাড়ার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে পুলিশ কমিশনারেট অফিসেও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পালটা পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে মাটিগাড়া থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে শামিল হয় ঘাসফুল শিবির। বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা হামলার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখানো হয় মাটিগাড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। সব মিলিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় এই প্রথম দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

রেজিনগরে বিস্ফোরণ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে বিস্ফোরণের ঘটনা বেড়েই চলেছে মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদে ভোটের আগে ফের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, ফের সেই রেজিনগরে বিস্ফোরণ। সোমবার রাতে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রেজিনগরের পশ্চিমপাড়া। একটি বাড়ির পিছনে ফাঁকা জায়গায় ঘটে বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাড়ির একাংশ। গত শনি ও রবিবার ওই এলাকাতেই উদ্ধার হয়েছিল বোমা। ভোটের আগে বারবার বিস্ফোরণের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। রেজিনগরে এই বিস্ফোরণের ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও গদাইচরে জ্বলে না আলো, ভরসা লণ্ঠন বা প্রদীপ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ এপ্রিল ঃ গদাইচর। বাংলার ভূখণ্ডের একটি অংশ। বাংলা ও ঝাড়খণ্ড-সীমান্ত লাগোয়া একটি গ্রাম। আসলে যা গঙ্গা নদীর উপর গজিয়ে ওঠা একটি চর। যেখানে বসবাস করেন কয়েক হাজার পরিবার। আজও সেই গ্রামে জ্বলে না কোনও আলো। রাত হলেই ভরসা লন্ঠন বা প্রদীপ। একটু অর্থবান পরিবারের ঘরে আলো জ্বলে বটে-- ব্যাটারির আলো। কয়েকশো বছর ধরে এই অন্ধকারেই রয়েছে এই গ্রাম। তবে ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরা। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা-- সব ক্ষেত্রেই ভোটদান করেন। কিন্তু সরকারি সাহায্যের সামান্যতম পরিষেবাও নেই এই গ্রামে বলে দাবি সেখানকার বাসিন্দাদের। স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছরের পরেও মালদার মানিকচক ব্লকের

হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গদাইচর আজও যে-তিমিরে সেই তিমিরেই। কৃষিকাজ এই এলাকার বাসিন্দাদের মূল পেশা। নদীপথই চলাচলের একমাত্র উপায় এঁদের। এই এলাকায় ভোটের সময় অস্থায়ী তাঁবুতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়। লণ্ঠন বা প্রদীপের আলো বা জেনারেটর ব্যবহার করে আলোর ব্যবস্থা করা হয় এই কেন্দ্রে। কারণ বিদ্যুৎ নেই এলাকায়। নেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাও। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম পরিষেবা নেই এই এলাকায়। ভোট এলেও কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা প্রার্থীরা খুব একটা আসেন না এখানে ভোট ভিক্ষা করতে। এখানে দুইটি বুথ রয়েছে। প্রায় ১৪০০ ভোটার। তবুও ভারত-ভূখণ্ডে পরাধীনের মতোই বসবাস তাঁদের। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ভোটের সময় নেতারা আসেন। ব্যবস্থা করে দেবেন, এমন কথাও বলেন। এরপর ভোট পেরিয়ে গেলে আর আসেন না। আর-এক এলাকাবাসী জানালেন, ৪০ বছর ধরে বসবাস করি, ভোট এলে ভোটও দিই। কিন্তু সরকারি কোনও পরিষেবা পাই না। এই এলাকা থেকে নির্বাচিত নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য বাণেশ্বর কুমার মাহাতো জানান, ভোট এলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে জেনারেটর দিয়ে আলো জ্বলে। কোনও ব্যবস্থা নেই এলাকায়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ছাড়া আর কোনও দলই এখানে প্রচারে আসেনি। প্রতিবার অন্য দলের প্রার্থীরা আসেন। সুব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। তারপর আর ফিরে তাকান না।

তীব্র দাবদাহে নষ্ট হচ্ছে বিঘের পর বিঘে ফসল! সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ অতিরিক্ত খরার কারণে সমস্যায় পড়েছেন ময়নাগুড়ি ব্লক ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লক-সহ বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা। ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহনী তিস্তাপারের মরিচবাড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা-সহ জলপাইগুড়ির খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বিবেকানন্দপল্লি এলাকার একাংশ কৃষকেরা বলেন, কয়েকদিনের প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে জমিতে পাট গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় কৃষকরা জানান, কোথাও

কোথাও গরমের তাপদহে ছোট অবস্থাতেই পাট গাছ ঝিমিয়ে পড়ছে। জমিতে জলের অভাবে লঙ্কা, বাদাম পটল, ভুট্টা-সহ বিভিন্ন খেতের ফসলেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাট গাছের মতোই শুকিয়ে যাচ্ছে ভুট্টাখেতও। ফসল রক্ষার জন্য শ্যালো মেশিন দিয়ে জমিতে জল দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ বিবেকানন্দপল্লির স্থানীয় কৃষক বলেন, অতিরিক্ত খরার ফলে অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি পাট গাছ মরে যাচ্ছে। জলের অভাবে চাষের খেত নষ্ট হতে শুরু করেছে। এজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে সামান্য হলেও বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন। তা না হলে দিনকয়েকের খরায় ছোট ছোট পাট গাছ পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। পাট চাষের উপরেই নির্ভর করে উত্তরের পুজোর মরশুম। উৎসবের মরশুমে স্থানীয় কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখে পাট। এই পাট বিক্রি করেই পুজোর সময় সমস্ত কেনাকাটা করেন কৃষক পরিবারের সদস্যরা। তাই পাট ভালো না হলে উত্তরবঙ্গের পুজোর বাজার একেবারেই মাটি হয়ে যায়। অন্য এক কৃষক বলেন, শুধু পাট ও ভুট্টা চাষেই নয়, প্রচণ্ড খরা-পরিস্থিতির জন্য সবজি চাষেও সমস্যা তৈরি হয়েছে। অতিরিক্ত খরার কারণে পাট গাছ যেমন মরে যাচ্ছে, পাশাপাশি ঝিঙে, পটল, করলা, ঢেঁড়শ, কাঁচালঙ্কা চাষের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন পড়ছে। তাই এই মুহূর্তে বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন। শুধুমাত্র শ্যালো মেশিন দিয়ে জল সরবরাহ করে জমির পরিস্থিতি বদলানো যাবে না। কারণ, এক খেতে জল দিতে গিয়ে পাশের খেত শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই খুব সমস্যায় পড়েছি আমরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি। তা না হলে সব ফসল বাঁচানো যাবে না। ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার জলপাইগুড়ি গোপালচন্দ্র সাহা জানান তীব্র দাবদাহের কারণে সামান্য কিছু কিছু জায়গায় ফসলের অল্প কিছু সমস্যা হলেও হতে পারে। আমাদের কেউ জানায়নি। তবে সেচের জন্য কৃষকদের পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে। এখনও খুব বেশি সমস্যার খবর আসেনি। খবর পেলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন তিনি।

সুদের টাকা নিয়ে বচসা, রহস্যমৃত্যু মা-মেয়ের

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৩০ এপ্রিল ঃ কালনার মঙ্গলকোটে রহস্যমৃত্যু মা ও মেয়ের। সুদের টাকা ফেরত পাওয়াকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা বলে দাবি তদন্তকারী আধিকারিকদের। মৃতের নাম ভবানী গড়াই (৩৭)। মেয়ের নাম ফুল কুমারী গড়াই (১৩)। ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে দুটি দেহ ধানেক্ষেতে পড়ে থাকতে দেখেন মাঠে কাজ করতে আসা কৃষকরা। তাঁরাই খবর দেন পুলিশ। এরপর পুলিশ এসে দেহ দুটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে প্রতিবেশীর গৌড় চন্দ্র গড়াইয়ের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়েছিলেন ভবানী। কিন্তু দু'থেকে তিন মাস আগে নেওয়া সেই টাকা অভিযোগ শোধ করেননি ওই মহিলা। টাকা ফেরত না পেয়ে ভবানী গড়াইয়ের দু'কাঠা জমিতে তাঁর সম্মতি নিয়েই নিজের খরচে চাষ করেছিলেন গৌড়। এদিন সেই ধান কাটতে গেলে বাধে বচসা। অভিযোগ, বচসা চরমে উঠলে ধান কাটার কাস্তে দিয়েই প্রতিবেশী মা ও মেয়েকে কোপায়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ পুলিশ পরিবারের সদস্যদের কর্মের প্রতি সম্মান জানিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। এদিন জলপাইগুড়ি পুলিশ লাইনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য প্রতিবারের মতো এবারও মাধ্যমিক সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত মেধা ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপের চেক তুলে দেওয়া হয় কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে। এছাড়াও যারা দীর্ঘ ৩৫ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত পুলিশে বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন তারা কর্মজীবন থেকে বর্তমানে অবসর গ্রহন করেছেন। তাদের মধ্যে ৮ জনকে গাছের চারা, মানপত্র, ট্রলি ব্যাগ ও ১ টি করে ছাতা হাতে তুলে দেওয়া হয়। যারা ২৫ বছর ধরে পরিশ্রম করে অত্যন্ত নিষ্টার সঙ্গে পুলিশের পদমর্যাদা সামলে এসেছেন তাদের কে নিষ্টা পদক দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও এমন কিছু পুলিশ আছেন যারা দীর্ঘ ৮ বছর ধরে তারা দায়িত্বভার সঠিকভাবে পালন

করছেন তাদেরকে সেবা পদক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। সম্মানিত হয়ে খুশি সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ গৌতম মুখার্জিও তিনি বলেন, খুব ভালো উদ্যোগ আমরা যারা আজ কর্মের মাধ্যমে সম্মানিত হলাম খুব ভালো লাগছে। যারা এখনো কর্মের মধ্যে আছেন তাদের ভালো কাজ করার শুভেচ্ছা রইল। এই বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবহালে উমেশ গণপথ বলেন, এ আর নতুন কিছু নয় প্রতিবারই পুলিশ কর্মীদের ছেলে মেয়েরা যারা মাধ্যমিক সহ উচ্চশিক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে ২২ জন ছেলে মেয়েদের হাতে ৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত লেখাপড়ার জন্য স্কলারশিপের চেক তুলে দেওয়া হলো। এছাড়াও ভালো কাজের জন্য পুলিশ কর্মীদের নিষ্ঠা ও সেবা পদক তুলে দেওয়া হয়। যারা দীর্ঘদিন কাজ করার পর অবসর নিয়েছেন তাদেরকেও এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বলে তিনি জানান।

সাত টন কয়লা আটক করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩০ এপ্রিল ঃ ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বীরভূম জেলার লোকপুর থানার সগড়ভাঙ্গা জঙ্গল এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে অবৈধভাবে মজুতকৃত কয়লা অভিযান অব্যাহত। সেই প্রেক্ষিতে নাকড়াকোন্দা অঞ্চলের সগড়ভাঙ্গা-বাস্তবপুর গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলের মধ্যে অভিযান চালিয়ে ফের অবৈধভাবে মজুতকৃত প্রায় সাত টন কয়লা আটক করে লোকপুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পুলিশও অবৈধ কয়লা পাচার রোধে অভিযান শুরু করেছে। যদিও ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণে বীরভূম সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত জঙ্গলের মধ্যে নিরাপদ স্থান ভেবে পাচারকারীরা সেখানে কয়লা মজুদ করে বলে অনুমান। এদিকে জেলা পুলিশের তৎপরতায় লোকপুর থানার পুলিশ সগড়ভাঙ্গা জঙ্গলের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদকৃত কয়লার সন্ধান পান এবং সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে বলে সূত্রের খবর।

প্রচার ছেড়ে জনসেবায় মন জিতছেন তৃণমূল প্রার্থী ড . শর্মিলা সরকার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল ঃ গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা প্রায় ৪৫ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। এই তীব্র গরমের মধ্যেই চলছে লোকসভা নির্বাচন। তীব্র এই গরমে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে। এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন বেশ কয়েকজন ডাক্তার। নির্বাচনে ব্যস্ত বলে কিন্তু নিজেদের পেশার কথা ভুলে যাননি তাঁরা। গরমে কাহিল মানুষের কথা ভেবে নিজের নির্বাচনী প্রচার বন্ধ রেখে সোমবার দিনভর বিনামূল্যের স্বাস্থ্যশিবিরে কাটালেন তৃণমূল প্রার্থী। সোমবার সারাদিন মানুষের সেবায় সময় কাটালেন বর্ধমান পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী চিকিৎসক শর্মিলা সরকার।

গরমের নানারকম শারীরিক সমস্যা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য শিবিরে আসা রোগীদের অন্যান্য বহু জটিল সমস্যার কথা শোনেন তিনি। শুধু তাই নয় সেই সমস্যা সমাধানের পরামর্শও দিয়েছেন তিনি এমনটাই জানা গিয়েছে। এর পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের তরফে বিনামূল্যে বেশ কিছু ওষুধও সরবরাহ করা হয় বলে জানা গেছে। ভোটের আগে বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। এর অল্প সময়ের মধ্যেও ভোটের প্রচার থেকে সরে এসে মানুষের সেবায় সময়ে ব্যয় করার এই প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সুশীল সমাজ। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের তরফে পূর্বস্থলীর নিমদহ এলাকার স্থানীয়দের জন্য এই স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানেই উদ্যোক্তাদের তরফে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীকে ডাক্তার হিসাবে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়। সেই আমন্ত্রনে সাড়া দিয়ে স্বাস্থ্য শিবিরে পৌঁছে যান শর্মিলা। শর্মিলা জানান, 'ডাক্তার হিসাবে আমার প্রাথমিক কাজ অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো কারণ আমি আগে ডাক্তার পরে প্রার্থী। তাই মানুষের সেবায় আগে যোগ দিয়েছি'। এই শিবিরে শর্মিলা ছাড়াও আরও ছয় জন ডাক্তার ছিলেন। মানুষের সাধারণ রোগজ্বালার সমস্যার পাশপাশি বেশ কয়েকজন রোগীর মানসিক সমস্যার কথাও শোনেন প্রার্থী। এই শিবিরে তাঁদের কাউন্সেলিং-ও করেন তিনি।

মিলিটারি বেস ক্যাম্পের মর্টার বিস্ফোরণে আহতর পাশে সৌরভ চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ ২০১৭ সালে জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের সহেলি চা বাগানে মিলিটারি বেস ক্যাম্পের মর্টার বিস্ফোরণ হয়। সেই ঘটনায় কয়েকজনের মৃত্যু ও বেশ কয়েক আহত হয়। সেই ঘটনায় আহত সুসন্তা ওরাঁও এর চোখ দুই নষ্ট হয়। সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ায় শরীরেএ বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতের সমস্যা রয়েছে। ৭ বছর পর আজও শারিরীক সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। এই খবর পেয়ে এগিয়ে আসলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। সোমবার বিকেল নাগাদ ওই আদিবাসী তরুণীকে নিজেই জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করালেন। পাশাপাশি চিকিসার দায়ভার নেন।

জলপাইগুড়ি জেলায় এই প্রথম বার টেরাকোটা ওয়ার্কশপের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ উইংস আর্টিস্ট গ্রুপ এবং আর্ট এন কার্ট এর ব্যবস্থাপনায় জলপাইগুড়ি জেলায় তথা উত্তরবঙ্গে এই প্রথম বার আয়োজন করা হলো পাঁচ দিন ব্যাপী টেরাকোটা ওয়ার্কশপের। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিবেন চট্টোপাধ্যায়। ২৭ এপ্রিল থেকে এই কর্মশালা শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি লীনা ভবনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রবীন শিল্পী স্বপন দাস ও নিহার মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্স এর এডভাইজার অলোক সুধীর সরকার এবং সমাজসেবী ও শিল্প অনুরাগী উজ্জ্বল প্রদীপ দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির বিভিন্ন শিল্পীরা। জলপাইগুড়ির মোট ১৫ জন ও কোচবিহার থেকে একজন এই কর্মশালায় যোগদান করেন। উদ্যোগক্তাদের তরফে দীপঙ্কর বসু বিশ্বাস জানান, প্রথম তিন দিনে ফ্রি হ্যান্ড ক্লে মডেলিং শেখানো হচ্ছে, এরপর কয়েকদিন সময় লাগবে এগুলো শুকোনোর জন্য। শুকিয়ে গেলে ফায়ারিং ও তারপর হবে এক্সিবিশন। উদ্যোগক্তা পোখরাজ গুহ জানান যে উত্তরবঙ্গে এমন উদ্যোগ আগে আর নেওয়া হয়নি। এটাই প্রথম। আমরা ভবিষ্যতে এমন বিভিন্ন বিষয়ে সারা বছর ব্যাপি আলাদা আলাদা কর্মশালার প্ল্যানিং করছি।

জলের দাবিতে পথ অবরোধ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়িতে তীব্র গরম। জলের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল বাসিন্দারা। কয়েকদিন ধরে পুরসভার পানীয়

জল পাচ্ছেন না বাসিন্দারা বলে অভিযোগ নেতাজি পাড়া ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পরেশ মিত্র কলোনী এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা নাগাদ জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় থেকে নেতাজি পাড়ার রাস্তায় খালি বালতি হাতে অবরোধে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই তীব্র দাবদাহ এরই মধ্যে ছোট থেকে বড় বাচ্চা কোলে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন বাসিন্দারা। কাউন্সিলরকে বলেও কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বহু গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় এই অবরোধের ফলে। যদিও স্থানীয় কাউন্সিলর পৌষালী দাস জলের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন পুরসভাকে বারংবার জানানো হয়েছে। অমৃত প্রকল্পের পানীয় জলের কাজ চলছে। সমস্যার সমাধান হবে। তবে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ ওঠানোর ব্যাপারে কথা বলার চেষ্টা করছি।

পদ্মের বুথ বিজেপি নেতাকে মারধর অভিযোগ,অভিযুক্ত তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল ঃ বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব। মারধরে পা ভাঙল বুথ সভাপতির। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের কাঁকরতলা থানার বড়রা গ্রামে। মারধরের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। কাঁকরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের বিজেপির বুথ সভাপতি নিমাই ধীবরের। তদন্তে পুলিশ। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দিকে পাল্টা আঙুল তুলছে। এই বিষয়ে অনুপবাবু বলেন, অন্যায়ভাবে আমাদের নেতাকে মারধর করেছে । আমরা অভিযোগ করেছি । যাতে যোগীর সভায় লোকজন নিয়ে উনি যা যেতে পারেন তাই আটকানোর চেষ্টা । অনুব্রত মণ্ডলের গড় বীরভূমের সিউড়িতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভা । তৃণমূল-কংগ্রেসের গড় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র দখলে নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি । যোগীর সভার আগে বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে । বীরভূমের খয়রাশোলের বুথ সভাপতি নিমাই ধীবরকে মারধর করা হয় ।পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে তাঁর । দুবরাজপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয় । খবর পেয়ে দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহা তাঁকে দেখতে যান । পরে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ মনা, শেখ চম্পা-সহ বেশ কয়েকজনের নামে কাঁকরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিমাইবাবু । অভিযোগে তিনি লেখেন, তাঁকে গুলি করে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছে । প্রসঙ্গত, গত ২৭ এপ্রিল খয়রাশোলে সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপির অভিযোগ, তারপরেই বিজেপি কর্মীদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে । যদিও, অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব । তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ বলেন, মিথ্যা অভিযোগ । প্রচারের আলোয় আসার জন্য এসব করছে । আমরা সংগঠন করি, মারামারি নয় ।

গরমে নাজেহাল জনজীবন, স্বস্তি পেতে চাহিদা তরমুজ-ডাবের

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল ঃ গরমে নাজেহাল জনজীবন। তাপমাত্রা যখন উর্ধ্বমুখী তখন একটু শান্তি পেতে বাজারে বিভিন্ন ঠাণ্ডা পানীয়ের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সেই সঙ্গে তুলনা করলে প্রকৃতিসৃষ্ট বিভিন্ন পানীয়ের জুড়ি মেলা ভার। মরশুমি রসালো ফল তরমুজ বিক্রেতারাও হাজির নিজেদের পসরা সাজিয়ে। বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে রাজ্য এবং বহিঃ রাজ্যের তরমুজ। সাড়া বাজার জুড়েই এখন তরমুজের পসরা সাজিয়ে বসে থাকতে দেখা যায় বিক্রেতাদের। কিন্তু তারপরও এই দাবদাহে একটু বা।তি চাহিদা পরিলক্ষিত হয় ডাবের। এই গরমে মানুষকে কিছুটা হলেও তৃপ্তি দিতে পারে ডাবের জল। একটু অর্থ উপার্জনের আশায় শহরের বিভিন্ন মো।ে ডাব নিয়ে বসার চিত্র ধরা পা।ল। প্রখর রোদে গরমে একটু তৃপ্তি পেতে ডাবের জলের জবাব নেই। এক ডাব বিক্রেতার সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, গরমের মরশুমে এই ডাব বিক্রি করে উপার্জন হয় কিছুটা। সাথে সাথে গরমের মধ্যে মানুষকে একটু তৃপ্তিও দেওয়া যায়। গ্রামীণ এলাকা থেকে কিনে এনে সেগুলি বিক্রি করেন ওই বিক্রেতা। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলা শহরে নিয়ে আসেন বিক্রির জন্য।

পথচলিত মানুষদের পানীয় জল বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ তীব্র দাবদাহের মাঝে পথচলিত মানুষদের পানীয় জল বিতরণ রামগঞ্জের সমাজসেবী তথা পঞ্চায়েত সদস্য সিদ্দিক আলম। সিদ্দিকবাবু বলেন দীর্ঘদিন থেকে যে তাবদহ চলছে তাই আজ নিজে উদ্যোগে পথে চলে যে মানুষদের পানীয় জল প্রদান করলাম। এই কর্মসূচি লাগাতার আরও চলবে রামগঞ্জ এলাকায়।

প্রাচীন পরম্পরা মেনে হল গম্ভীরা গান

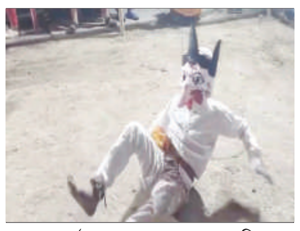

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ এপ্রিল ঃ প্রাচীন পরম্পরা মেনে অনুষ্ঠিত হল গম্ভীরা গান। পুড়াটুলি জামতল্লি এলাকায় দক্ষিণা কালী মন্দির কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই গম্ভীরা গান। প্রতিবছর বৈশাখ মাসের ১৬ তারিখ গোটা রাত ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয় এই গম্ভীরা গান। সেইমতো এই বছরও অনুষ্ঠিত হয়. এই গম্ভীর গান। কালী- দুর্গা- শিব সহ বিভিন্ন দেবদেবী সেজে গম্ভীরা গানে অংশ নেন শিল্পীরা। মালদা জেলার ঐতিহ্যবাহী এই গম্ভীরা গান দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ।

মালিগাওঁয়ে এসির ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/১৯/২৪-২৫ তারিখঃ ২৬-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** এনএফআর-মুখ্য কার্যালয় পরিসরেঃ পিএফএ প্রথম তল, সিসিএম/ক্লেইমস, রেটস, অডিট অফিস, পিএফ, ষ্টক প্রমাণিতকরণ এবং রেকর্ড শাখায় এসির ব্যবস্থা করা (ফেজ-IV)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,০৩,১৩,০৭২.৬৪ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৫১,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাওঁ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বর্ষা ও ঠান্ডা আবহাওয়ার নজরদারি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৩৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৮-০৪-২০২৪; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.: ২১-এপি-I - ২০২৪; কাজের নাম:** এডিইএন/ইস্ট/আলিপুরদুয়ার জং. -এর অধীনে ১২ মাসের জন্য বর্ষা ও ঠান্ডা আবহাওয়ার নজরদারি। **টেন্ডার মূল্য: ₹** ৫১,২৪,৬৫৪.২৪; **বায়না মূল্য: ₹** ১,০২,৫০০/-; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ১৭-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.: 04/Q of 24-25

Offline Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Sub Division-II, P-5, CIT Road, 2 nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Temporary Electrification work with Providing DG sets for preparedness of accommodation centers for CAPF in connection with Parliamentary Election 2024 (FOR 25 DAYS) for the designated schools under Baguihati Police Station. Schools Names- 1. North Point High School, 2. Ananda Sundari School for Girls 3. National English School, 4. Deshpriya Balika Vidyalaya Bid submission start: 01.05.24 at 9.00 AM Bid Submission end: 06.05.24 at 12.30 PM Bid opening Date: 07.05.24 after 01.00 PM Details of tender document may be collected from office Corrigendum, if any, will be published in Website only.

Sd/- S. Das
Assistant Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Sub-Division II
Govt. of West Bengal

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.: 03/Q of 24-25

Offline Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Sub Division-II, P-5, CIT Road, 2 nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Temporary Electrification work with Providing DG sets for preparedness of accommodation centers for CAPF in connection with Parliamentary Election 2024 (FOR 25 DAYS) for the designated schools under Baguihati Police Station. Schools Names- 1. Prafulla Kanan Deshapriya Vidyamandir for Boys VIP Road, 2. Jagatpur Adarsha Vidyalaya 3. Chrigram Sri. Ramkrishna Ashram Adarshya Vidyamandir for Boys Bid submission start: 01.05.24 at 9.00 AM Bid Submission end: 06.05.24 at 12.30 PM Bid opening Date: 07.05.24 after 01.00 PM Details of tender document may be collected from office Corrigendum, if any, will be published in Website only.

Sd/- S. Das
Assistant Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Sub-Division II
Govt. of West Bengal

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে - আমার মক্কেল ১) শ্রীমতি গীতাঞ্জলি গুহ রায়, স্বামী - স্বর্গীয় কবীন্দ্র নারায়ণ গুহ রায়, আদি সাকিন- বৈষ্ণবঘাটা, গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলিকাতা, হাল সাকিন-ই ২৪১ বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ, পোষ্ট ঃ পঞ্চসায়র, থানা- পাটুলি, কলিকাতা, পিন- ৭০০০৯৪, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও দখলীকার থাকাকালীন তাহার নিজস্ব অসুবিধার কারণে উক্ত সম্পত্তি দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রী সুরজিৎ দাস, পিতা- স্বর্গীয় অমূল্য চন্দ্র দাস, সাং ও পোঃ- চকভৃগু, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, বরাবর গত ইংরাজী ০৭ ।০৩ ।২০২৪ তারিখে বালুরঘাট এ. ডি . এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০১৫ নং আমমোক্তার নামা সম্পাদন করিলেও বর্তমানে আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল নিজে উক্ত সম্পত্তি দেখভাল রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য মনস্থির করিলে আমার মক্কেল গত ইংরাজী ০৩ ।০৪ ।২০২৪ তারিখে বালুরঘাট এ.ডি .এস.আর. অফিসের ক্রমিক নং. ১৭০২০০১৫৩৪ / ২০২৪ নং আমমোক্তার রহিদ করণপত্র সম্পাদন করিয়া আমমোক্তার মহোদয়কে উক্ত মর্মে আমার মক্কেল পক্ষে গত ইংরাজী ২৪ ।০৩ ।২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রি এডি যোগে চিঠি মারফত জানানো হইয়াছে। অতএব, উক্ত আমমোক্তার নামা বাতিলের তারিখ এরপর হইতে আমমোক্তার নামার আর কোন কার্যকারিতা নাই ও থাকিল না, মর্মে সর্বসাধারণকে অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফত অবগত করান হইল। উক্ত আমমোক্তার নামাবলে উক্ত সম্পত্তি দান, বিক্রয় সহ যাবতীয় হস্তান্তর হইলে তাহার কোন কার্য্যকারিতা থাকিবেক না ও তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে।

১ নং তপশীল

জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- গোবিন্দপুর, জে . এল. নং- ১০১, খতিয়ান নং. ৩৪ /১ (এল.আর)

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
হাল ০৭	ইটখোলা	৪৩ ১ /২ শতক
হাল ১৩	ইটখোলা	৩০ শতক
হাল ০৭ / ২২৪	ইটখোলা	০১ শতক
হাল ০৭ / ২২৫	ইটখোলা	০৩ শতক
		মোট - ৭৭ ১/২ শতক

২ নং তপশীল

জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- চামটা, জে.এল. নং- ১০০, খতিয়ান নং. ১৬২ (এল.আর)

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
হাল ১০৭ / ১৬২	ডাঙ্গা	০২ শতক

২ (দুই) তপশীলে সর্বমোট জমির পরিমান ৭৯ ১/২ শতক।

স্থান - বালুরঘাট
তাং- ২৫ ।০৪ ।২০২৪

নিবেদন
শ্রী সোমেন সাহা, এডভোকেট
জেলা জজ আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুর

ভ্রমণ

একই রকম মানুষের ছবি তুলে বেড়ান এই আলোকচিত্রী, জানতে হলে পড়ুন

কানাডীয় ফটোগ্রাফার ফ্রাঁসোয়া ব্রুনেল আচমকা একদিন খেয়াল করলেন তাঁর চেহারার সঙ্গে মিস্টার বিন অভিনেতা রোয়ান অ্যাটকিনসনের অদ্ভুত মিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় খেলে গেল দারুণ এক ভাবনা। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা একই চেহারার একাধিক মানুষকে ফ্রেমবন্দী করলে কেমন হয়! যেই ভাবা সেই কাজ। ডপেলগ্যাঞ্জার বা লুক অ্যালাইক মানুষের ছবি তোলা শুরু করলেন ফ্রাঁসোয়া। নিজের এই কর্মযজ্ঞের নাম দিলেন আই অ্যাম নট আ লুক-অ্যালাইক। ও হ্যাঁ, লুক অ্যালাইক বা ডপেলগ্যাঞ্জার বলতে সেই মানুষদের বোঝায়, যাদের মধ্যে কোনো জৈবিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু চেহারায় আছে অদ্ভুত সাদৃশ্য। ১৯৯৯ সালে ডপেলগ্যাঞ্জারদের ছবি তোলা শুরু করেছিলেন ফ্রাঁসোয়া। ২০১৫ সালে এসে দেখা গেল, ২৫০ ছবির সংগ্রহ দাঁড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের ৩০টি শহর থেকে এই মানুষগুলোকে খুঁজে বের করেছেন তিনি। শুরুতে নিজের চারপাশে থাকা মানুষের মুখাবয়ব লক্ষ করতেন। তাদের কারও মধ্যে চেহারাগত সাদৃশ্য পেলে যোগাযোগ করতেন এবং ছবি তুলতেন। কিন্তু আট-নয়জন ডপেলগ্যাঞ্জারের ছবি তোলার পর আর কাউকে পাওয়া গেল না। এরপরই মাথায় আসে গণমাধ্যমের সাহায্য নেওয়ার ভাবনা। ইতিমধ্যে ইন্টারনেটের জয়জয়কার শুরু হয়ে গেছে। প্রচুর সাংবাদিক এবং অবশ্যই

ইন্টারনেটতাঁর এই কর্মসূচিতে দারুণ ভূমিকা রেখেছে। এই ছবিগুলোর একটি বিশেষত্ব আছে। সব কটি ছবিই সাদা-কালো। এর কারণ হিসেবে ফ্রাঁসোয়া জানান, মূলত মানুষের চেহারার অতিরিক্ত উপাদান এড়ানোর জন্যই তিনি এটি করেছেন। এতে ত্বকের রং বা চুলের রঙের মতো বিসদৃশ ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে কেবল দুজনের মুখের গঠনের মধ্যে থাকা মৌলিক সাদৃশ্যগুলোই উঠে এসেছে।

ফ্রাঁসোয়ার ক্যামেরার সামনে আসার আগে তাঁরা কেউ কাউকে চিনতেন না। হয়তো একজন থাকতেন আরেকজনের চেয়ে শতসহস্র মাইল দূরে। এ প্রকল্প তাঁদের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। ডপেলগ্যাঞ্জারদের মধ্যে কখনো কখনো গড়ে উঠেছে নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্ক। যেমন এক ডপেলগ্যাঞ্জার জুটির ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়িয়েছে পারিবারিক পর্যায়েও। ফ্রাঁসোয়া বলেন, জুটির একজন ছিলেন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব। মানুষ প্রায়ই ভুল করে অপরজনের কাছে অটোগ্রাফ চাইত। তাঁরা যখন প্রথমবারের মতো ফ্রাঁসোয়ার স্টুডিওতে এলেন, জানতে পারলেন, তাঁদের দুজনের নামের প্রথম অংশ এক।

দুজনেরই একই বয়সী দুটি ছেলে আছে। চেহারা এক, নাম এক, পারিবারিক অন্যান্য ক্ষেত্রেও মিল আছেআর কী চাই! বাস, জমে গেল বন্ধুত্ব। একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, আড্ডা দেওয়াসবই চলতে লাগল। বর্তমানে এ বিষয়ের ওপর একটি বই নিয়ে কাজ করছেন ফ্রাঁসোয়া ব্রুনেল।

বেশ কয়েকজন বিখ্যাত প্রকাশক-সম্পাদক তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ফলে নিজ উদ্যোগে বইটি প্রকাশের চেষ্টা করছেন। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তাঁর এসব ছবি নিয়ে প্রদর্শনী হয়েছে। কিন্তু তিনি চান, বইটি প্রকাশিত হলে ভালো একটি জাদুঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং বেশ বড় পরিসরে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন।

আগুনে পুড়লো মাটির বাড়ি

হিঙ্গলগঞ্জঃ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো মাটির বাড়ি। বাড়ির ভিতরে থাকা সব জিনিস পুড়ে গেলো। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পশ্চিম মামুদপুর গ্রামের শেখ পাড়ায় ইয়াকুব শেখের বাড়িতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ইয়াকুব শেখের দরিদ্র পরিবার গৌড়েশ্বর নদীর পাশে মাটির দেয়াল ও খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। দুপুরে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আগুন লাগায় আতঙ্কিত হয়ে পরেন পরিবারের সদস্যরা এরপর স্থানীয়রা ছুটে এসে পাশে একটা জলাশয় থেকে জল দিয়ে আগুন নেভান।তবে ততক্ষণে মাটির বাড়ির ভিতরে থাকা বিভিন্ন জিনিস পুড়ে যায়। ইয়াকুব শেখ বলেন, ঘরের ভিতরে টেবিল ফ্যান,জামাকাপড়, চাল এবং নগদ বেশ কয়েক হাজার টাকা ছিল সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিছু বের করতে পারিনি। সরকারি সাহায্য না পেলে থাকবো খাবো কিভাবে বুঝতে পারছি না। হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, কিভাবে সাহায্য করা যায় তা দেখছি। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা।

তৃণমূল ও সি পি এম কর্মীদের সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ এপ্রিলঃ সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বাগনান কলেজ মোড়ে লোকসভা নির্বাচনের আবহে তৃণমূল কংগ্রেস ও সি পি এম কর্মীদের মধ্যে তুমুল গন্ডগোল ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ।এই সংঘর্ষের ফলে দুপক্ষের এগারো জন জখম হয় বলে জানা গিয়েছে। সংঘর্ষে বিধায়ক অরুনাভ সেনের দেহরক্ষী রাজকুমার মাঝি গুরুতর জখম হয়ে বাগনানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি। এছাড়া বিধায়ক অরুনাভ সেনকে ও মারধোরের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে এদিন বাকসীতে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সভা সেরে ফিরে বাগনান কলেজ মোড়ে গল্পগুজব করছিল একদল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। অপরদিকে হেতমপুর থেকে প্রচার করে ফিরে যান জোট প্রার্থী আজাহার মল্লিক।

এরপর হেতমপুরের সি পি এম কর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। দুপক্ষের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ(রাজা)সেন।

তখন তার উপরে ও হামলা হয় বলে অভিযোগ। বিধায়কের দেহরক্ষী বিধায়ককে বাঁচাতে এলে তাকে বেধড়ক মারধোর করা হয়। বর্তমানে বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন,এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।দু পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। আহতদের হাসপাতালে দেখতে যান বাম কংগ্রেসের উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আজহার মল্লিক।

রামদেবের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা,আইড্রপ-সহ ১৪টি পণ্যের লাইসেন্স বাতিল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সুপ্রিম কোর্টের লাগাতার ভৎর্সনার মধ্যেই ফের ধাক্কা খেল পতঞ্জলি। এবার রামদেবের সংস্থার ১৪টি পণ্যের লাইসেন্স বাতিল করল উত্তরাখণ্ড সরকার। সেই সঙ্গে রামদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে সেরাজ্যের সরকারের তরফে। পতঞ্জলির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেও শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। উত্তরাখণ্ড ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ পতঞ্জলির দিব্য ফার্মেসি কোম্পানির ১৪টি পণ্য নিষিদ্ধ করেছে। সূত্রের দাবি, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মামলায় দিব্য ফার্মাসির এসব পণ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে পণ্যগুলোর লাইসেন্স বাতিল হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, শ্বাসারি গোল্ড, শ্বাসারী ভাটি, দিব্য ব্রঙ্কম, শ্বাসারি প্রবাহী, শ্বাসারি আভালেহ, মুক্ত ভাটি এক্সট্রা পাওয়ার, লিপিডম, বিপি গ্রিট, মধুগ্রিত, মধুনাশিনী ভাটি এক্সট্রা পাওয়ার, লিভামৃত অ্যাডভান্স, লিভোগ্রিট গোল্ড, এবং পতঞ্জলি দৃষ্টি আইড্রপ। ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে বাবা রামদেবের বিরুদ্ধে। উত্তরাখণ্ড সরকার গত ১৫ এপ্রিলই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছিল বলে জানা যাচ্ছে। পতঞ্জলির বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা চলছে। এই আবহে আদালত অবমাননার জন্যে রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে বারবার ভৎর্সনার শিকার হতে হয়েছে শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমা চেয়েও রেহাই পাননি তাঁরা। উল্লেখ্য, গত ১০ এপ্রিল বাবা রামদেব এবং পতঞ্জলির মালিক বালকৃষ্ণর ফের একদফা ক্ষমাভিক্ষা খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত রামদেব এবং পতঞ্জলি কর্তৃপক্ষকে ভৎর্সনা করে বলে, আমরা অন্ধ নই।

পতঞ্জলির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় উত্তরাখণ্ডের লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে সমালোচনায় বিদ্ধ করে সর্বোচ্চ আদালত। কেন্দ্রের জবাবেও আদালত সন্তুষ্ট হতে পারেনি।সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিমা কোহলি এবং এ আমানুল্লার বেঞ্চ বলে, কাগজে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু, ওদের পিঠ দেওয়ালের বিপরীতে খাঁড়া রয়েছে। অর্থাৎ ওরা আইনের তোয়াক্কা করছে না। তাই আমরা এই ক্ষমাপ্রার্থনা আর্জি গ্রহণ করছি না। আমরা এটাকে ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ বলে গণ্য করছি। এবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা চলাকালীনই পতঞ্জলির বিরুদ্ধে এই কড়া পদক্ষেপ করল উত্তরাখণ্ড সরকার।

অমেঠি না রায়বরেলি, রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সামনে কঠিন লড়াই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনে লড়বেন না প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সূত্র মারফত এমনটাই খবর পাওয়া গিয়েছে। জল্পনার মাঝে জানা যাচ্ছে, হাইপ্রোফাইল অমেঠি এবং রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবার দূরত্ব বজায় রাখবেন গান্ধী ভাইবোন।বিজেপি শিবির থেকে বিশেষত আমেঠির পদ্ম প্রার্থী স্মৃতি ইরানি প্রচার করছেন, এখানে পাঙ্গা নেওয়ার হিম্মত কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির নেই। আর তাতেই কংগ্রেস হাইকমান্ডের নেতারা রাহুলকেই সামনের দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন। অন্যদিকে, রায়বেরলি কেন্দ্র থেকে খোদ সনিয়া গান্ধী স্বাস্থ্যের কারণে সরে দাঁড়ানোয় এই কেন্দ্রটিও শূন্য ঝুলে রয়েছে।প্রিয়ঙ্কা মুখে মোদী বিরোধী বুলি আউড়ালেও প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মুখোমুখি হতে চাইছেন না। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুদিন আগেই কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে আমেঠি ও রায়বেরলি থেকে না দাঁড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন দুই ভাইবোনই।কিন্তু, কংগ্রেসের কাছে ইজ্জত কা সওয়াল হয়ে গিয়েছে আমেঠি ও রায়বেরলি। তাই আগামী ২ ও ৩ এপ্রিলের মধ্যেই আমেঠিতে যাবেন রাহুল গান্ধী, এমনই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। ৩ এপ্রিলই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।রায়বেরলি নিয়ে এখনও নিশ্চিত কিছু জানা না গেলেও রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, প্রিয়ঙ্কার স্বামী তথা সনিয়ার জামাইকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়া হতে পারে। যদিও রবার্ট বঢ়ড়াকে নিয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেরই আপত্তি আছে। কারণ, প্রথমত তিনি সরাসরি গান্ধী পরিবারের কেউ নন। দ্বিতীয়ত তাঁর বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানাসহ একাধিক জায়গায় জমি সংক্রান্ত অভিযোগ, আয়কর ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে।

ফলে রবার্টকে প্রার্থী করলে ভোটের আগেই পরাজয় নিশ্চিত হবে বলে ধারণা অনেক কংগ্রেস নেতার। সেক্ষেত্রে শ্যাম ও কুল দুইই হারাতে হবে দলকে।আমেঠি নিয়ে নেতৃত্ব চাপ দিলেও খোদ রাহুলের এই কেন্দ্রে জয় নিয়ে সংশয় আছে বলে বৈঠকে মতপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। আবার ওয়ানাড় এবং আমেঠি দুই কেন্দ্র থেকেই জিতলে যে কোনও আসন ছাড়তে হবে তাঁকে। তা নিয়েও দ্বিধায় রয়েছেন সনিয়াপুত্র। দক্ষিণে যেহেতু কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি আছে, সেহেতু ওয়ানাড়কে বিসর্জন দিলে তা আত্মহননের শামিল হতে পারে। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখা কংগ্রেস ওয়ানাড়কে হাতছাড়া করতে নারাজ। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি দিনের মধ্যে মনোনয়ন জমা দিয়ে প্রচার সেরে সারা বছর ধরে ভোটের কাজ করা বিজেপিকে পাঙ্গা নেওয়া যে ছেলের হাতের মোয়া নয়, তা বেশ বুঝতে পারছে কংগ্রেস শিবির। কিন্তু, দোদুল্যমানতার এই নৌকায় আর কতদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে। সে প্রশ্নের উত্তরের জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

বিদ্যুৎ এবং পানীয়জল সরবরাহ স্বাভাবিক করতে মাঠে নামলেন মন্ত্রী

কৈলাসহর (ত্রিপুরা), ৩০ এপ্রিল ঃ অবশেষে বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং পানীয়জল সরবরাহ স্বাভাবিক করতে মাঠে নামলেন মন্ত্রী টিংকু রায়। গত ২৬ এপ্রিল ঝড় বৃষ্টি সহ শিলাবৃষ্টির পর চারদিনেও বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে না পারায় মূখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা উদ্বিগ্ন বলে জানান মন্ত্রী টিংকু রায়। চার দিন পরেও কৈলাসহর মহকুমায় ৭০টি জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষবা স্বাভাবিক নয় বলে মন্ত্রী টিংকু রায় মঙ্গলবার জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৬ এপ্রিল গভীর রাতে কৈলাসহরে আচমকা প্রবল ঝড় বৃষ্টি সহ শিলাবৃষ্টির ফলে প্রচুর বাড়ি ঘর, বিদ্যুৎ-এর খুটি ভেঙে যায়। বিদ্যুৎ-এর বেশ কয়েকটি ফিডার, ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়ে যায়। এর পাশাপাশি প্রচুর সব্জি ফসলও নষ্ট হয়ে যায়। ২৬ এপ্রিল গভীর রাত থেকে গোটা কৈলাসহর মহকুমা অন্ধকার থাকলেও বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা এবং কৈলাসহরের মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় ২৯ এপ্রিল রাতে কৈলাসহরের শহরাঞ্চলের সামান্য কিছু অংশে কিছুটা বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও বৃহৎ অংশে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। কৈলাসহর মহকুমার আশি শতাংশ জায়গায় চার দিন পরেও অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল অব্দি বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক ছিলো না।

২৬ এপ্রিল গভীর রাতে ঝড় বৃষ্টির পরেই সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ পরিসেবা স্বাভাবিক করার জন্য কোনো ধরনের উদ্যোগ না নেওয়ার ফলেই ৩০ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত মহকুমাবাসীরা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। অথচ, কৈলাসহরের বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের পক্ষ থেকে ২৯ এপ্রিল বিকাল তিনটায় মূখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নিকট রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে যে, কৈলাসহরে ২৬ এপ্রিল গভীর রাতে প্রবল ঝড় বৃষ্টি পর বিদ্যুৎ পরিষেবা খানিকটা স্তব্ধ থাকলেও ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যার মধ্যেই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এই রিপোর্ট পাবার পর যথেষ্ট সন্দেহ হয়।

বজ্রপাত সহ ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল দাবদাহ থেকে রেহাই মিলতে পারে। এমনই আভাস দিল আবহাওয়া দফতর। আগামীকাল বুধবার থেকে তিনদিন ত্রিপুরায় তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। সেই সাথে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ভারি বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাতও হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, এ বছর এপ্রিল মাসে গড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হচ্ছে ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তুলনামূলকভাবে গত বছরের এপ্রিল মাসের চেয়ে এ বছর এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অনেক কম। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে দেখা গিয়েছে, আগামীকাল ১ মে থেকে ৩ মে পর্যন্ত উত্তর জেলা, ধলাই জেলা এবং ঊনকোটি জেলায় বজ্রপাত সহ বৃষ্টিপাত হবে। তাছাড়া ২ মে উত্তর জেলা, ধলাই জেলা এবং খোয়াই জেলায় ভারি বৃষ্টিপাত হবে। ৩ মে পশ্চিম জেলা এবং গোমতি জেলায় ভারি বৃষ্টিপাত হবে। ওইদিন গোমতি, সিপাহিজলা এবং ধলাই জেলায় বজ্রপাত সহ ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, জানান তিনি।

নাম পরিবর্তন
আমি জয়ন্ত কুমার নন্দী,পিতা স্বর্গীয় গোবিন্দ দাস নন্দী, ঠিকানা টাওয়ার ৪ ফ্লোর,২৪ ডি, সাউথ সিটি,৩৭৫ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,৩ লেক, কোলকাতা - ৭০০০৬৮, মাননীয় ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট এর এফিডেভিট(নম্বর ১০৫১৩), তারিখ ১২০৩২০২৪ দ্বারা জয়ন্ত নন্দী নামে পরিচিত হইলাম। জয়ন্ত কুমার নন্দী এবং জয়ন্ত নন্দী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Asha Mallick (পুরাতন নাম) স্বামী Subrata Mallick , ঠিকানা- 3 No. Deshbandhu Nagar, Panihati Barrackpore, P.S.- Kharda, North 24 Parganas- 700115, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Asha Mallick Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Asha Mallick Biswas (নতুন নাম) এবং Asha Mallick (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SUVRA ROY(OLD NAME) WIFE OF ASHOKE KUMAR ROY, RESIDING AT MAHAPRABHU COLONY, HABRA-I, PO-BANIPUR, PS-ASHOKE NAGAR, NORTH 24 PARGANAS -743233,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHRA ROY (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT(NO 21)SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024.THAT SUVRA ROY AND SUBHRA ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Abdul Najid Khan (পুরাতন নাম) পিতা Late Mofajjel Hossain Khan, ঠিকানা- VILL-BALI-ADANGA,PO-ERULI,PS-GANGNAPUR,NADIA-741253, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29/04/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abdul Majid Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abdul Majid Khan (নতুন নাম) এবং Abdul Najid Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Bhaswati Samajder Das (পুরাতন নাম) স্বামী Suman Das , ঠিকানা- 5, MASJID BATI ROAD, BINOD NAGAR, KANCHRAPARA (M), PS-BIZPUR, NORTH 24 PARGANAS - 743145, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29.04.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bhaswati Samajder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bhaswati Samajder (নতুন নাম) এবং Bhaswati Samajder Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Ashoke Roy (পুরাতন নাম) পিতা Late Kishori Mohan Roy , ঠিকানা- MAHAPRABHU COLONY, HABRA-I, PO-BANIPUR, PS-ASHOKE NAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 743233, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29.04.2024 এর Affidavit (৪২) দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ashoke Kumar Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ashoke Kumar Roy (নতুন নাম) এবং Ashoke Roy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SK SAMSUL HOOK, S/O SK ABDUL GAPUR, R/O RANIGANJ, RADHABAL-LABPUR, PS AUSGRAM, PURBA BARDHAMAN, PIN-713153, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAMSUL HAQUE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT SK SAMSUL HAQUE AND SK SAMSUL HOOK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DEVANGI ATUL NISHAR, W/O SAHARSH PAREKH, R/O 3101, 29TH FLOOR, ONE ALTAMOUNT ROAD, BLDG ALTAMOUNT RD, MUMBAI, PIN-400026, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEVANGI SAHARSH PAREKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT DEVANGI SAHARSH AND DEVANGI ATUL NISHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHRI ISRAR HASHMI, S/O MD AYUB HASHMI, R/O 99 H , COSSIPUR ROAD, K M C , COSSIPORE, KOLKATA -700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ISRAR HASHMI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT MD ISRAR HASHMI AND SHRI ISRAR HASHMI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAMINA PARVEEN, D/O-MD KASEM KHAN, R/O- 39DH/2, EKBALPORE LANE, PS-EKBALPORE, KOLKATA, 700023 WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMINA KHATOON,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT SAMINA PARVEEN AND SAMINA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MINATI CHAKRABORTY GOSWAMI AND MINATI GOSWAMI, DOB - 30/10/1959,W/O-LATE PRADIP CHAKRABORTY, R/O-CHITTARANJAN ROAD, PO-SAKTINAGAR, PS-KOTWALI,NADIA, PIN-741102,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MINATICHAKRABORTY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 30/04/2024, THAT MINATI CHAKRABORTY GOSWAMI AND MINATI GOSWAMI AND MINATI CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AAISHA RUKSHAR,W/O- SERAJUL HAQUE, R/O-39DH/2, EKBALPORE LANE,PS-EKBALPORE, KOLKATA,700023,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AYESHA RUKSHAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT AAISHA RUKSHAR AND AYESHA RUKSHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SEKH HASANUZ ZAMAN, S/O SEKH ALI ASGAR, R/O NISCHINTAPUR, MOLLA PARA,11 NO RAIL GATE, CHANDANNAGAR, PS MAHESHTALA, DIAMOND HARBOUR, PIN-700139, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK HASANUZ ZAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT SK HASANUZ ZAMAN AND SEKH HASANUZ ZAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mohammad Robiul Biswas (old name) son of Jamirahamad Biswas presently residing at Sarapur, P.O-Dewli, Chakdaha, Nadia-741222, West Bengal, shall henceforth be known as Rabiul Biswas (new name) as declared before the Notary Public Kolkata, vide Affidavit SL No. 33/24 dated 26/04/2024. That Mohammad Robiul Biswas (old name) and Rabiul Biswas (new name) both are same and identical person

Name Change
I PRANOY ADHIKARI, S/O DHIRENDRA NATH ADHIKARI, R/O R.K.P. DEB ROAD, PANIHATI, AGARPARA, PIN- 700109, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANAY ADHIKARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT PRANOY ADHIKARI AND PRANAY ADHIKARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mojibar Mondal S/o. Chhaptarali Mondal R/o. Vill. - Mandia, Dwipchandrapur, P.O.- Bangaljhi, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin-741123, W.B. shall henceforth be known as Majibar Mondal. I declare that Majibar Mondal and Mojibar Mondal is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-04-2024.

Name Change
I SEKH RAFIKUL ISLAM, SON OF SEKH SELIMUDDIN, RESIDING AT VILL-BHAGYABANTPUR,PO-KHANJANCHAK, EAST MEDINIPUR - 721602, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK RAFIKUL ISLAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024. THAT SEKH RAFIKUL ISLAM AND SK RAFIKUL ISLAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MUKSUDA BIBI, WIFE OF SK RAFIKUL ISLAM, RESIDING AT VILL-BHAGYABANTPUR, PO-KHANJANCHAK, EAST MEDINIPUR -721602, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKSUDA BEGAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024.THAT SEKH MUKSUDA BIBI AND MUKSUDA BEGAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BADRUDDIN, SON OF SHAMSHER ALI, RESIDING AT BILKULI MAJHERPARA, NOAPARA, HOOGHLY-712138, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD BADRUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024.THAT BADRUDDIN AND MD BADRUDDINI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I DHIRAJ JHA, SON OF GAURI KANT JHA, RESIDING AT URBANA COMPLEX,TOWER 1, FLR 0104, ANANDAPUR, KOLKATA -700107, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHIRAJ KUMAR JHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024.THAT DHIRAJ JHA AND DHIRAJ KUMAR JHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHARBANI DHAR, W/O TARAPADA BALLAV, RESIDING AT 1 NO PROMOD NAGAR, PO-RABINDRA NAGAR, BARRACKPORE -700065, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARBANI DHAR BALLAV VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 02/02/2024.THAT SHARBANI DHAR AND SHARBANI DHAR BALLAV BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Soma Rani Das (old name) W/O Ansuman Das, Presently residing at Vill. & P.O.- Nandakumarpur, P.S.-Raidighi, Dist- South 24 Pgs, Pin-743349, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Soma Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/04/2024. Soma Das (new name) and Soma Rani Das (old name) both are same identical person.

Name Change
I MAKSURA KHATUN, W/O-NAZRUL ALAM, D/O-ABDUR RASID, R/O-DHAMASIN MUSALMANPARA (KHANBAGAN) BELUNA, HOOGHLY, PIN-712147, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAKSURA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2024, THAT MAKSURA KHATUN AND MAKSURA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUMAN BISWAS, S/O-AMAL BISWAS, R/O-PANTHAPARA UPARMATH, NADIA, PIN-7411201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMON BISWAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/04/2024, THAT SUMAN BISWAS AND SUMON BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANJEEV DUTTA, SON OF S DUTTA, (DL NO WB01 2000041165, AADHAR NO 1337) RESIDING AT 5 GORAPADA SARKAR LANE DHANKAL KOLKATA-700067,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIB DUTTA, SON OF SUKUMAR DUTTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 29/04/2026. THAT SANJEEV DUTTA,SON OF S DUTTA AND SANJIB DUTTA,SON OF SUKUMAR DUTTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Mohammad Rafiqul Biswas (old name) son of Rabiul Biswas presently residing at Haringhata, Khalshi, P.O-Dewli, Nadia-741222, West Bengal, shall henceforth be known as Rafikul Biswas (new name) as declared before the Notary Public Kolkata, vide Affidavit SL No. 32/24 dated 26/04/2024. That Mohammad Rafiqul Biswas (old name) and Rafikul Biswas (new name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sandip Shaw S/o. Shankar Shaw R/o. 143/117, Picnic Garden Road, P.O.- Tiljala, P.S.- Tiljala, Dist.- Kolkata, Pin-700039 shall henceforth be known as Sandip Kumar Shaw. I declare that Sandip Kumar Shaw and Sandip Shaw is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-04-2024.

Name Change
I, Sekh Hasmat S/o. Sk Mukteja R/o. Vill.- Durgapur, P.O-Sagareswar, P.S.- Ramnagar, Dist.- Purba Medinipur, Pin-721446 shall henceforth be known as Sk Hasmat. I declare that Sk Hasmat and Sekh Hasmat is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-04-2024.

নাম পরিবর্তন
আমি Arpita Dey (পুরাতন নাম) স্বামী Chiranjit Dey ঠিকানা 34, Kali Kumar Mukherjee Lane, Shibpur, Howrah- 711102 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 30-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arpita Dey Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arpita Dey Das (নতুন নাম) ও Arpita Dey (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I, Previously called SABIYA KHATOON (old name) D/o, Abdul Quddus W/o, Khurshid Alam R/o,14/1B, Kabitirtha Sarani 3rd floor Rafi Garden, P.S.Watgunge, Kolkata - 700023. Have changed my name as SABIA KHATOON (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-30/04/2024. Therefore SABIYA KHATOON and SABIA KHATOON are same identical persons.

Name Change
I, Previously called ABDUL HOSEN(old name)S/o,Late Molla Abdul Kuddus R/o, Nutangram, Karjanachati.DIST.Barddhaman Pin-713102. Have changed my name as MOLLA ABUL HUSSAIN (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-30/04/2024. Therefore ABDUL HOSEN and MOLLA ABUL HUSSAIN are same identical persons.

Name Change
I, Previously called FIRDAUSUN NISA ALIAS FIRDOUSUN NISA W/o, Mohammad Shahid R/o,Mondal Ganthi, Peter Bagan, P.O.Airport P.S.Baguiati , dist-north 24 parganas, Kolkata -700052.Have changed my name as FIRDOUS SHAHID(new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-30/04/2024.Therefore FIRDAUSUN NISA ALIAS FIRDOUSUN NISA and FIRDOUS SHAHID are same identical persons.

Name Change
I,ANISA KALIM W/o, AZAD TANVEER KALIM R/o,61, Ripon Street P.S.park Street , Kolkata -700016. declare that my correct name is ANISA KALIM, which is in my all documents, but it is wrongly recorded as ANEESA KALIM in my son Ibrahim Kalim's passport being no-T7669179.ins tead of my correct name ANISA KALIM. So, I declare that both ANEESA KALIM and ANISA KALIM are same identical persons and not two different ones. By the notary public affidavit Kolkata on-30/04/2024.

Name Change
I, Pratham J Bhanshali (Old Name) S/o Jinesh Viresh Bhanshali resident of Flat No. 6, 10, Heysham Road, VTC, L.R.Sarani, P.O L.R. Sarani, Kolkata – 700020 WB., have changed my from Pratham J Bhanshali (Old Name) to Pratham Bhanshali (New Name) and henceforth shall be known as Pratham Bhanshali vide affidavit dated 30.04.24. Pratham J. Bhanshali and Pratham Bhanshali is the same and one identical person.

Name Change
I , Mona Kabra W/O- Barun Garg resident of 227/1 G.T. Road, East End, Anandapally, Burdwan, Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'MONA KABRA GARG' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 29/04/2024. That Mona Kabra and Mona Kabra Garg both are same and one identical person.

Name Change
I , Achinta Kumar Samui S/O- Uttam Samui @ Uttam Kumar Samui resident of Bulchandrapur, Painta, Madhabdihi, Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713427, have changed my name and shall henceforth be known as 'SOURAV SAMUI' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 29/04/2024. That Achinta Kumar Samui and Sourav Samui both are same and one identical person.

Name Change
I , SK Afzol Hossen S/O- SK Abdul Mazid resident of Vill- Belut, P.O.- Pallaroad, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713151, have changed my name and shall henceforth be known as 'SK AFJOL HOSSEN' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 29/04/2024. That SK Afzol Hossen and SK Afjol Hossen both are same and one identical person.

শারুল উৎসবে শুভেন্দুকে বয়কটের ডাক, ফাঁকা সভা, ফেরত গেলেন বিরোধী দলনেতা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৩০ এপ্রিল ঃ পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের কেন্দাপাড়ায় জনজাতিদের শারুল উৎসব চলছে। আদিবাসী ভূমিজ সমাজ যাকে বলে হাদী বোঙ্গা। মঙ্গলবার সেই সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আমন্ত্রণকে ঘিরে কাণ্ড ঘটে গেল। বান্দোয়ানের জঙ্গলে এখন গাছে গাছে নতুন শালপাতা ধরেছে। এই নতুন পাতাকে আহ্বানের জন্যই শারুল উৎসবের আয়োজন করা হয়। ভূমিজ সমাজের একটা শিবির এই শারুল উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল শুভেন্দুকে। কিন্তু স্থানীয় সূত্রে খবর, জনজাতিদের এই উৎসব বরাবরই রাজনীতি বর্জিত থাকে। একে লোকসভা ভোট চলছে। তার উপর শারুল উৎসবে বিজেপি নেতার আমন্ত্রণকে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যেই অসন্তোষ দানা বাঁধে। সর্বভারতীয় ভূমিজ সমাজের প্রতিনিধি ধনঞ্জয় সর্দার সোমবার এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠকে করে পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দেন, জনজাতিদের এই উবসকে নিয়ে রাজনীতি করা চলবে না। তার ওই ইঙ্গিত উৎসবের মঞ্চকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ ওই উৎসব মঞ্চে যাওয়ার কথা ছিল শুভেন্দুর। কিন্তু দেখা যায়, সেই সময় হ্যাঙ্গার তথা সভাস্থল ফাঁকা ধূ ধূ করছে। একে তীব্র দাবদাহ। তার উপর এলাকাবাসীর অনেকের বক্তব্য, শারুল উৎসবের রাজনৈতিকরণের অপপ্রয়াস তাঁরা বানচাল করে দিয়েছেন। সমাজের লোকজনই যায়নি সেখানে। বিকেলে এই ব্যাপারে টুইট করে শাসক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, সভায় লোক নেই, দশ হাজারের আয়োজন, ছিল আড়াইশ থেকে সাড়ে তিনশো। বীণাপাণি হোটেলে বসে বসে শেষে পালাল শুভেন্দু। শারুল উৎসবে যেতে চেয়েছিল ও ভূমিজ সমাজগুলি তাকে বয়কটের ডাক দেয়। কুণাল অবশ্য দাবি করেছেন, এদিন সভাস্থল যে খালি ছিল তার নেপথ্যে ছিল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামের দৌত্য। সামিরুল দীর্ঘদিন ধরে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কাজ করছেন। তিনি ভূমিজ সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কুণাল ঘোষের দাবি, জনজাতিরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার করেছেন। গতবার লোকসভা ভোটে পুরুলিয়া আসনে জিতেছিল বিজেপি। কিন্তু তারপর থেকে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও জঙ্গলমহলে জনজাতিদের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। বিধানসভা ভোটে ঝাড়গ্রামে তার ফলও পেয়েছে। জনজাতি নেত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে রাজ্যে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীও করেছে। মঙ্গলবারের ঘটনাকে ইতিবাচক বলে মনে করছে শাসক দল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য এই ব্যাপারে এখনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

বহিস্কৃত বিজেপি নেতা শ্যামল রায় কে পাশে বসিয়ে চা চক্রে দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ এপ্রিল ঃ বর্ধমানের বহিস্কৃত বিজেপি নেতাকে পাশে বসিয়ে চা চক্র চালালেন বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের। বহিস্কৃত নেতাকে পাশে বসানো প্রসঙ্গে ফের স্টেট ব্যাটে খেললেন তিনি। দিলীপ ঘোষ জানান, অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড় আছে তার কাছে। তাছাড়া এটা কোন পার্টির অনুষ্ঠান নয়, এটা দিলীপ ঘোষের অনুষ্ঠান। এখানে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল সবাই আছে। এখানে সমাজের সব ধরনের মানুষ আছেন। ঠান্ডা ঘরে বসে বিজেপি হয় না, তাই দিলীপ ঘোষ রাস্তায় থাকে। এর থেকে পরিষ্কার বহিস্কৃত বিজেপি নেতা শ্যামল রায় বিজেপি থেকে বহিস্কৃত হতে পারেন কিন্তু দিলীপ ঘোষের থেকে তিনি বহিস্কৃত নন। এ প্রসঙ্গে শ্যামল রায় জানিয়েছেন, দল তাকে হয়ত শৃঙ্খলার জন্য বহিস্কার করেছে, কিন্তু তিনি মনে প্রাণে বিজেপিটাই করেন। দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তার উপর থেকে বহিস্কারের খাঁড়াটা তুলবে কিনা জানা নেই, তবে রাষ্ট্রবাদী নেতা দিলীপ ঘোষকে জেতানোর জন্য প্রথম দিন থেকেই তিনি ময়দানে আছেন। দিলীপ ঘোষ কে জেতানোর জন্য যা যা করনীয় সবগুলোই তিনি করবেন। তিনি দিলীপ ঘোষের পাশে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন বলে জানিয়েছেন শ্যামলবাবু। এমনকি নির্বাচনের দিনও তিনি ২০১৯ সালের মতই ময়দানে থাকবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ইছলাবাদ ইয়ুথ ক্লাবের মাঠে প্রাতঃভ্রমণ করে চা চক্রের যোগ দেন তিনি। তার দ্বায়িত্বে ছিলেন বহিস্কৃত বিজেপি নেতা শ্যামল রায় ও তার দলবল। তাকে পাশে বসিয়ে এদিন চা-চক্র অনুষ্ঠান করেন দিলীপবাবু। এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, যারা সমাজবিরোধী তারা এখন নেতা হয়ে গেছে। জনতা এই সব গুণ্ডাদের হারাবে। শাহজাহান নিয়ে সুপ্রিম রায় প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, শাহজাহানের মত নেতাদের উপর টিএমসি দাঁড়িয়ে আছে, রাজ্য সরকার দাঁড়িয়ে আছে। আদালত, সিবিআই, ইডি এই সমস্ত পিলারদের ধরছে আর ভাঙছে। শাহজাহানদের টাকা শুধু মন্ত্রী নয় কালীঘাট পর্যন্ত গেছে। এসএসসি চাকরি হারাদের নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী রোজকার মেলা করে চাকরি বিলিয়ে দেন আর মুখ্যমন্ত্রী টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রি করেন, এটাই হচ্ছে পার্থক্য। প্রধানমন্ত্রীর বর্ধমানের সভার মাঠ নিয়ে জটিলতা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, মাঠ ওরা দেবেনা। বিকল্প মাঠ হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দফতরের সাঁইয়ের মাঠে পরিস্কার শুরু হয়েছে। সম্ভবত সভা ওখানেই হবে।

উত্তর পূর্ব রেলে সিগন্যাল এবং টেলিকম বিভাগের নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ক সেমিনার

গোরখপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ সিগন্যাল এবং টেলিকম বিভাগের নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অনুশীলনগুলি বিষয়ক একটি সেমিনার ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ এ জেনারেল ম্যানেজার কনফারেন্স হলে আয়োজিত হয়েছিল, যেখানে ইজ্জতনগর, লখনউ থেকে সিনিয়র নেতারা এবং বারাণসী উপস্থিত ছিলেন সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার এবং সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি পর্যালোচনা বৈঠক। এই অনুষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক মিসেস সৌম্য মাথুর, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব দীনেশ কুমার সিং, প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।সেমিনারে বক্তৃতা করে, মহাব্যবস্থাপক মিসেস সৌম্য মাথুর সিগন্যাল এবং টেলিযোগাযোগ বিভাগের কাজের প্রশংসা করেন। নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়ে তিনি যেকোনো ধরনের শর্টকাট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। মহাব্যবস্থাপক সিগন্যাল বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়মিত তাদের কর্মচারীদের সাথে দেখা করার এবং তাদের মতামত নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি সংকেত ব্যর্থতার মূল কারণ বিশ্লেষণের উপর জোর দেন।প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার শ্রী রাজেশ কুমার পান্ডে মহাব্যবস্থাপককে ২০২৩-২৪ সালের জন্য সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সাফল্য এবং নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য সিগন্যাল বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেছিলেন যে ২০২৩-২৪ সালে, সিগন্যাল এবং টেলিযোগাযোগ বিভাগে বিগত বছরের তুলনায় ৮.৫৫ শতাংশ ব্যর্থতা হ্রাস পেয়েছে, যার কারণে এটি ট্রেনগুলিকে নির্বিঘ্নে চলাচলে সহায়তা করেছে। ২০২৩-২৪ সালে, সিগন্যাল এবং টেলিযোগাযোগ বিভাগ এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে প্রথমবারের মতো, এক বছরে ০৪টি স্টেশনে ২০০টিরও বেশি ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং রুট চালু করা হয়েছে। এছাড়াও এই বছর ছাপরা জং. উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ৪০৭টি রুট স্টেশন চালু করা হয়েছে এবং ২৯৫টি স্টেশন, ৩৩০টি লেভেল ক্রসিং গেট উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে সীমিত উচ্চতার পাতাল রেলের লিখন, পেইন্টিং এবং ইনডোর আউটডোর টার্মিনালের যাচাইকরণ সম্পন্ন হয়েছে। শ্রী পান্ডে বলেছেন যে এই বছর মোট ২২টি লেভেল ক্রসিং ইন্টারলক করা হয়েছে এবং পিলিভীত-শাহগ। সেকশনে ২৪টি রুট কিমি সহ ৬৩টি লেভেল ক্রসিং-এ ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওএফসি এবং পিলিভীত-মালা বিভাগে ১৩ রুট কিমি। কোয়াড চালু করা হয়েছে এবং ২৬টি নতুন স্টেশনে ফায়ার অ্যালার্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, চিফ চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, চিফ চিফ অপারেশন ম্যানেজার, চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার, চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর, চিফ চিফ সেফটি অফিসার এবং চিফ ট্র্যাক ইঞ্জিনিয়ার।

লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তুলতে গিয়ে নিখোঁজ ঘরের লক্ষ্মী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ ব্যাংক থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তোলার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ এক গৃহবধূ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাহা পাড়া এলাকায়। নিখোঁজ গৃহবধূর নাম মনা সরকার। শেষপর্যন্ত পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন নিখোঁজ গৃহবধূর বাবা-মা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার বাড়িতে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তোলার জন্য ব্যাংকে যাওয়ার নাম করে প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান মনা সরকার। আর ফেরেননি বাড়িতে। ফলে বিকেল নাগাদ বাড়ি না ফেরায় তার বাবা জয় গোপাল সাহা খুঁজতে শুরু করেন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর করলেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি ওই গৃহবধূর। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন গৃহবধূর বাবা। তিনি বলেন, আজ আমরা ময়নাগুড়ি থানায় এসেছি। গতকাল আমার মেয়ে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তুলতে এসেছিল। তারপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। আমার স্ত্রী বলল পাঁচটা বাজছে এখনও মেয়ে ফিরল না কেন? জামাইকে খবর দিলাম। জামাই আমাদের বাড়ি গেল। জামাই বলল বিকেলে তার সঙ্গে মেয়ের দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, রোডের ওইদিকে যাচ্ছি। সুভাষনগরে একজনের বাড়িতে কাজ করত। কোথাও খুঁজে পাইনি। ওর ৩ মেয়ে এক ছেলে। তারাও এখন মায়ের জন্য কান্নাকাটি করছে।

দুর্গাপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ল বন্দে ভারত! দুর্ভোগে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ এপ্রিল ঃ ফের বিপত্তি! দুর্গাপুর স্টেশনে এবার দাঁড়িয়ে পড়ল বন্দে ভারত। কতক্ষণ? প্রায় ২ ঘণ্টা। দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। ঘটনাটি ঠিক কী? ঘড়িতে ৩টে বেজে ৫০ মিনিট। এদিন দুপুরে হাওড়া থেকে ছাড়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। গন্তব্য, বিহারের পাটনা। এরপর সেই ট্রেন যখন দুর্গাপুর স্টেশনে পৌঁছায়, তখন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ট্রেনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কামরায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটিও আর কাজ করছিল না। প্রবল গরমে যাত্রীদের তখন প্রায় হাঁসফাঁস অবস্থা। স্টেশনে নেমে পড়েন অনেকেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেলের আধিকারিকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় বন্দে ভারতের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতি কাজ। সময় লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা। সন্ধ্যে ৭ বেজে ১০ মিনিটে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয় অত্যাধুনিক ট্রেনটিকে। এর আগে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে বীরভূমের ভেদিয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আপ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। কেন? একটি নয়, সেবার ট্রেনে একাধিক কামরায় ভেঙে গিয়েছিল পাদানি! ভেদিয়াতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আটকে ছিল বন্দে ভারত। গোটা দেশজুড়ে এখন বাড়ছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সংখ্যা। বিভিন্ন রুটে চলছে ট্রেন। ব্যতিক্রম নয় বাংলাও। গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি ও হাওড়া-পুরী রুটে চালু হয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।

বাঁকুড়ায় জারি হল হাই-অ্যালার্ট

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩০ এপ্রিল ঃ ছক্কা হাঁকিয়ে একটানা ব্যাটিং করে চলেছে গরম। কলকাতাতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অবধি পৌঁছে গিয়েছে। আর রাঢ়বঙ্গের অবস্থাতো বলার কথা নয়। সোমবারই বাঁকুড়ার তাপমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে ৪৪ ডিগ্রি। আজ সকাল থেকে যেভাবে উত্তাপ বাড়ছে তাতে গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাকে যে আজ ছাপিয়ে যাবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে কার্যত হাই এলার্ট জারি করল পুলিশ। জায়গায়-জায়গায় চলছে মাইকিং। পুলিশের তরফে রাস্তার মোড়ে মোড়ে খোলা হয়েছে জলছত্র। এদিন সকাল থেকে বাঁকুড়ায় রোদের তেজ এতটাই যে বাড়ির বাইরে পা রাখলে ঝলসে যাচ্ছে চোখ মুখ। হলকা গরম বাতাসে জ্বালা করছে নাক। এই পরিস্থিতিতে বাড়ির বাইরে বেরোলে যে কোনও সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে মানুষ। এমন আশঙ্কায় বাঁকুড়া জেলা জুড়ে পুলিশের তরফে জারি করা হল হাই অ্যালার্ট। পুলিশের তরফে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মাইকিং করে মানুষকে বাড়ির বাইরে পা রাখতে নিষেধ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গরমে জঙ্গল এলাকায় মাঝেমধ্যেই দাবানলের মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। জঙ্গলের আগুন চোখে পড়লেই দ্রুত তা প্রশাসনের নজরে আনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে পুলিশের তরফে। এছাড়াও পথ চলতি মানুষকে পানীয় জল সরবরাহের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে জলছত্রর আয়োজন করেছে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। গরমে রাস্তাঘাটে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধও করা হচ্ছে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের তরফে। বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস বলেন, প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বাইরে না বেরতে অনুরোধ করব সকলকে। তাও আমরা বিভিন্ন থানার পক্ষ থেকে জলছত্র খুলেছি। প্রয়োজনে সেখানে আসতেই পারেন। আর গরমের সময় প্রচুর জঙ্গল পুড়ে যাচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে যদি আপনারা আমাদের জানান।

প্রেমিকার বাড়িতে প্রেমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার নিয়ে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ এপ্রিল ঃ প্রেমিকার বাড়িতে প্রেমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার নিয়ে মঙ্গলবার উত্তেজনা দেখা দেয় গাইঘাটায়! খুন না আত্মহত্যা, তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পরিবার। ঘটনার তদন্তে গাইঘাটা থানার পুলিশ। অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত পরিবারের সদস্যারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম কমল সরকার (৪৫)। ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার অমলকান্দিয়া এলাকা। মঙ্গলবার সকালে প্রেমিকার বাড়ির পেয়ারা গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে। কমল সরকার পেশায় কাঠমিস্ত্রি। টাকার প্রয়োজনে প্রতিবেশী গোপাল ভবকের কাছে নিজের জমি বন্ধক দিয়েছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, গোপালের স্ত্রী রমার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন কমল। নিজের স্ত্রীয়ের বহু গয়না ভালোবেসে প্রেমিকাকে উপহারও দিয়েছিলেন। ব্যবসায় মন্দা হওয়ায় গত কয়েক দিন ধরে সেই গয়না ফেরত চাইছিলেন তিনি। কিন্তু গয়না তো ফেরত পাননি, বরং দুজনের মধ্যে অশান্তি বাঁধে। এমনকী, প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল বলে পরিবারের অভিযোগ। পরিবারের দাবি, রমা ভবক সোমবার রাতে কমলকে ডেকে পাঠান। দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় বলে খবর। এর পর এদিন সকালে রমা ভবকের বাড়ির পেয়ারা গাছে কমলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, খুন করে বাড়ির পেয়ারা গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মৃতর ব্যক্তির হাতে একটি কাগজও ছিল। কমল সরকারের পরিবারের তরফ থেকে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে ভবক পরিবারের সদস্যারা। তাঁদের বক্তব্য, সকলেই সেই সময় ঘুমিয়েছিলেন। কেন কমল তাঁদের ঘর লাগোয়া পেয়ারা গাছে উঠল, তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা

চাকরি ফিরে না পেলে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় ও শুভেন্দুর বাড়ির সামনে ধর্ণা

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৩০ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে ধরনা চাকরিহারাদের। সুবিচার না মিললে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি আন্দোলনকারীদের। রবিবার থেকে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁরা। সোমবার থেকে অনশন শুরু করেছেন চাকরিহারারা। হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালে প্যানেল বাতিল হওয়ার পর চাকরিহারা তমলুকের ধরনা মঞ্চ বেঁধে আন্দোলন করতে থাকেন। তাঁদের সেই কর্মসূচি আজ তিনদিনে পড়ল। চাকরিহারাদের আশঙ্কা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে হয়ত তাঁদের চাকরি যেতে পারে। তবে ধরনা মঞ্চে শুধু চাকরিহারা নয়, তাঁদের পরিবারের লোকজনও উপস্থিত রয়েছেন। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, যদি হারানো চাকরি তাঁরা ফেরত না পান তাহলে অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ি ঘেরাও করবেন তাঁরা। দেবাশিস মায়া চাকরিহারা শিক্ষক জানান, অবস্থান মঞ্চ পেয়ে গর্বিত। অমানবিক রায়ের বিরুদ্ধে যতদিন না আমরা সুবিচার পাব ততদিন শিক্ষকদের গর্জন গর্জে উঠবে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি মইনুল ইসলাম বলেন,উনি বিচারপতি ছিলেন? মানুষের চাকরি খেয়ে খুশি হন। তাই এই প্রাক্তন বিচারপতির বাড়িতে ধরনা হবে। শান্তিকুঞ্জে ধরনা হবে। অপরদিকে, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজন সরকার বলেন, তুমি কোনও দোষীকে চিহ্নিত করতে পারলে না বলে সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করার অধিকার তোমার নেই।

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.: 01/Q of 24-25
Offline Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Sub Division-II, P-5, CIT Road, 2 nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Temporary Electrification work with Providing DG sets for preparedness of accommodation centers for CAPF in connection with Parliamentary Election 2024 (FOR 25 DAYS) for the designated schools under Baguihati Police Station. Schools Names- 1. Chittaranjan Colony Hindu Vidyapith 2. Vaishno Devi Academy Kestopur 3. Jyangra Adarsha Vidyalaya Bid submission start: 01.05.24 at 9.00 AM Bid Submission end: 06.05.24 at 12.30 PM Bid opening Date: 07.05.24 after 01.00 PM Details of tender document may be collected from office Corrigendum, if any, will be published in Website only.
Sd/- S. Das
Assistant Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Sub-Division II
Govt. of West Bengal

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.: 02/Q of 24-25
Offline Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Sub Division-II, P-5, CIT Road, 2 nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Temporary Electrification work with Providing DG sets for preparedness of accommodation centers for CAPF in connection with Parliamentary Election 2024 (FOR 25 DAYS) for the designated schools under Baguihati Police Station. Schools Names- 1. Aswininagar J.N Mondal Institution 2. Teghoria Sikhayatan High School 3. Prafulla Kanan Deshapriya Vidyamandir VIP Road Bid submission start: 01.05.24 at 9.00 AM Bid Submission end: 06.05.24 at 12.30 PM Bid opening Date: 07.05.24 after 01.00 PM Details of tender document may be collected from office Corrigendum, if any, will be published in Website only.
Sd/- S. Das
Assistant Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Sub-Division II
Govt. of West Bengal

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte'. invites Short notice Quotation for the work of **" Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 15 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 02 nos accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Chandannagar Police Commissionerate for advance CAPF Coys. to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024."**
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-O6 of 2024-25
Bid submission closing date: 03/05/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the following correction have to made against e-N.I.T No WBMAD/ DKM/CP/e-N.I.T- WBMAD/DKM/ CP/ e-N.I.T-246/2023-24,WBMAD/DKM/ CP/e-N.I.T-256/2023-24 (2nd Call),WBMAD/ DKM / CP/ e-N.I.T-268 / 2023-24 (2nd Call), WBMAD/ DKM/CP/e-N.I.T-280/2023-24 & WBMAD/DKM/CP/e-N.I.T-291/2023-24. Bid Submission closing date (Online) 09/05/2024 instated of 30/04/2024 and Bid Submission opening date (Online) 14/05/2024 onstated of 06/05/2024 Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/-
Chairperson

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ : **অকশনের ধরন : পার্কিং। ই-অকশন ক্যাটালগ নং : এএসএন-পার্ক-৪-১৫০৫। ই-অকশন শুরুর তারিখ :** ১৫.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **স্টেশন/স্থানের নাম : (১)** রূপনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার পার্কিং লট। **(২)** দুবরাজপুর রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় জিআরপি কার্যালয়ের পাশে দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা পার্কিং। **(৩)** উখরা রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা পার্কিং। **(৪)** মহেশমুণ্ডা রেলওয়ে স্টেশনের বুকিং কার্যালয়ের পাশে দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা পার্কিং। **(৫)** মথুরাপুর রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ দিকে রিলে রুমের পাশে দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা পার্কিং। **(৬)** দুমকা রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা পার্কিং। **(৭)** মুগমা রেলওয়ে স্টেশনের উত্তর দিকে দুই চাকা পার্কিং। উপরোক্ত ই-অকশনের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং উক্ত সূচী অনুযায়ী ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে সকল সম্ভাব্য দরদাতাদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (ASN-32/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৪এ-২৩, তারিখ ২৬.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৪এ-২৩, বন্ধের তারিখ/সময় ২১.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে-র পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থানসহ কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের এলএলএইচ-সিজিআর স্বয়ংক্রিয় শাখায় মাল্টি সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সল কাউন্টার (এমএসডিএসি) ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংয়ের প্রতিস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত উপকরণ সহ অক্সিলিয়ারি ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ৯১,৮৫,০৬৬ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে:** ১,৮৩,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২১.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলা :** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। (HWH-39/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০১টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০১টি এসএলআর এবং ০১টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০১টি আরটিভিপি কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০১টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০১টি এসএলআর এবং ০১টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০১টি আরটিভিপি কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : ● অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৫সি। **ট্রেন নং :** ০১টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০১টি এসএলআর এবং ০১টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০১টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ১০.০৫.২০২৪, দুপুর ১টা।
(HWH-40/2024-25) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ৫ বছরের জন্য মাল্টি পারপাস স্টল বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং : এমপিএস-৮। সিকোয়েন্স নং, লট নং/শ্রেণী, সংরক্ষণ, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ : এএ/১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এমপিএস-৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১০.৩০। **এএ/২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-এমপিএস-৬০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১০.৪০। **এএ/৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-এমপিএস-২৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১০.৫০। **এএ/৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলওকে-এমপিএস-৩৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১টা। **এএ/৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই-এমপিএস-৪৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১.১০। **এএ/৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-আরএসএলআর-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১.২০। **এএ/৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিসিজিএম-এমপিএস-৫৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১.৩০। **এএ/৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-এমপিএস-৮১-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১.৪০। **এএ/৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এমপিএস-২০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ সকাল ১১.৫০। **এএ/১০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১২টা। **এএ/১১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এমপিএস-২৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.১০। **এএ/১২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলকেএক্স-এমপিএস-৬২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.২০। **এএ/১৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএমএই-এমপিএস-৬৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.৩০। **এএ/১৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-এমপিএস-৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.৪০। **এএ/১৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.৫০। **এএ/১৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ-এমপিএস-১২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১টা। **এএ/১৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এমপিএস-৫৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১.১০। **এএ/১৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএএইচডব্লু-এমপিএস-৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১.২০। **এএ/১৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচআইএইচ-এমপিএস-১৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১.৩০। **এএ/২০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১.৪০। **এএ/২১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচওয়াইজি-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ১.৫০। **এএ/২২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএমএই-এমপিএস-৩৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ২টো। **এএ/২৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি-এমপিএস-৩৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ২.১০। **এএ/২৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-এমপিএস-৪২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ২.২০। **এএ/২৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিইএ-এমপিএস-৫৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ২.৩০। **এএ/২৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এমপিএস-৬৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ২.৪০। **এএ/২৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেওজি-এমপিএস-১৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ২.৫০। **এএ/২৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ৩টে। **এএ/২৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-এমপিএস-৩৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ৩.১০। **এএ/৩০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএইচএন-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ৩.২০। **এএ/৩১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএসএই-এমপিএস-৩৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ৩.৩০। **এএ/৩২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেজেইউ-এমপিএস-৬১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ৩.৪০। **এএ/৩৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এমপিএস-৬৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ দুপুর ৩.৫০। **এএ/৩৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এমপিএস-১০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৪টে। **এএ/৩৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এমপিএস-২১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৪.১০। **এএ/৩৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচজিওয়াই-এমপিএস-৩০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৪.২০। **এএ/৩৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৪.৩০। **এএ/৩৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমবিই-এমপিএস-৪০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৪.৪০। **এএ/৩৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-এমপিএস-৫৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৪.৫০। **এএ/৪০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএলএই-এমপিএস-৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৫টা। **এএ/৪১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকেএই-এমপিএস-১৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৫.১০। **এএ/৪২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএলএই-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৫.২০। **এএ/৪৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএলজি-এমপিএস-৪৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৫.৩০। **এএ/৪৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই-এমপিএস-৪৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৫.৪০। **এএ/৪৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএফজেড-এমপিএস-৫০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ বিকেল ৫.৫০। **এএ/৪৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেপিকিউ-এমপিএস-৫২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৯.০৫.২০২৪ সন্ধ্যা ৬টা। **এএ/৪৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসওএই-এমপিএস-৫৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১০.৩০। **এএ/৪৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই-এমপিএস-৬৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১০.৪০। **এএ/৪৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড-এমপিএস-৬৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১০.৫০। **এএ/৫০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এডিএসটি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১১টা। **এএ/৫১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএই-এমপিএস-৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১১.১০। **এএ/৫২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১১.২০। **এএ/৫৩,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিএফএই-এমপিএস-১১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১১.৩০। **এএ/৫৪,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-এমপিএস-১৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১১.৪০। **এএ/৫৫,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এমপিএস-২৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ সকাল ১১.৫০। **এএ/৫৬,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই-এমপিএস-২৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ১০.০৫.২০২৪ দুপুর ১২টা। **এএ/৫৭,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ১০.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.১০টা। **এএ/৫৮,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ১০.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.২০। **এএ/৫৯,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিটিএই-এমপিএস-৪৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ১০.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.৩০। **এএ/৬০,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এমপিএস-৪৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য, ১০.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.৪০। **এএ/৬১,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচএই-এমপিএস-৫১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ দুপুর ১২.৫০। **এএ/৬২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এমপিএস-৫৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ দুপুর ১টা। **এএ/৬৩২,** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-এমপিএস-১৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ১০.০৫.২০২৪ দুপুর ১.১০। **ইউনিটের হার :** প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) :** প্রতিটির জন্য ০.২। **ট্রিপ/দিন :** প্রতিটির জন্য ১৮২৬। **ইএমডি :** প্রতিটির জন্য ৫%। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** প্রতিটির জন্য শূন্য। (HWH-42/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ভারতের

রোহিতের ডেপুটি হার্দিকই

জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যাবতীয় জল্পনার অবসান। বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। দলে একঝাঁক চমক। আমেদাবাদে বোর্ডের দল নির্বাচনী বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ, নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। নানা প্রশ্ন ছিল টিম বাছাই নিয়ে। দীর্ঘ আলোচনা হয়। একঝাঁক চমক রয়েছে ভারতীয় দলে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের পারফরম্যান্সকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, টিম বাছাইয়েই পরিস্কার।

মুম্বই, ৩০ এপ্রিলঃ জল্পনার অবসান। অপেক্ষার শেষ! বিস্তর আলোচনার পরে আমেদাবাদের ভারতীয় বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ধরতে শেষ অবধি কারা কারা যাচ্ছেন। আমদাবাদের আইআইএম থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে জাজেস বাংলো রোডে আইটিসি নর্মদার পোর্টিকো থেকে দুধসাদা গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই জল্পনা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। গাঢ় নীল শার্টে ওই গাড়ির সওয়ার হলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। তাহলে আর বোধ হয় বেশি দেরি নেই। আকাশি জামায় অজিত আগরকর তখনও ভেতরে। বাইরে সাংবাদিকদের থিকথিকে ভিড়। একটা জল্পনা ছিল, হয়ত আজ আলোচনা হবে, চূড়ান্ত ঘোষণা হবে বুধবার। কিন্তু আইসিসির নিয়ম আছে, ১ মে-র মধ্যে সব দলের চূড়ান্ত তালিকা জমা করতে হবে। ঝুঁকিতে না গিয়ে আজই তাই ঘোষণা করে দিলেন বোর্ডকর্তারা। দলের কয়েকটা জায়গা নিয়ে আইপিএলের মরসুমে তীব্র জল্পনা ছিল। মোটের ওপর বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরাহদের 'কনফার্ম' ধরা হচ্ছিল। কিন্তু কয়েকটা জায়গা নিয়ে ধোঁয়াশা একেবারে শীতকালের ভোরের মত জমাট বেঁধে ছিল। ওপেনে রোহিতের সঙ্গে কি যশস্বী থাকবেন নাকি শুভমান গিল ঢুকবেন? বিরাট যেভাবে আরসিবির হয়ে ওপেনে ঝড় তুলছেন, তাতে কি তিন নম্বরে অন্য কাউকে ভাবা হবে? ওপেনে বিরাট-রোহিত জুটি হিসেবে দারুণ। কিন্তু

তিন নম্বর হয়ত বিরাট ছাড়বেন না। ওদিকে চারে সূর্যকুমার রয়েছেন। লোকেশ রাহুল ভাল ফর্মে ছিলেন, তিনিও দাবিদার ছিলেন। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরদের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন ছিল উইকেটকিপারে কে থাকবেন সেই নিয়ে। কার্যত যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ঋষভের সঙ্গে দ্বিতীয় কিপারে কে থাকবেন সেই নিয়ে। ধারাবাহিকভাবে ভাল ফর্মে আছেন সঞ্জু। রাজস্থান রয়্যালস তাঁর নেতৃত্বে আইপিএলে লিগ টেবলের শীর্ষে। তিন নম্বরে নেমে কার্যত একাই ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলছেন। হরভজন সিংহের মত কেউ কেউ এও বলেছিলেন, সঞ্জুকে দলে নিয়ে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হিসেবে তৈরি করার কাজ শুরু হোক। বিরাট বা রোহিত ওপেন করলে তিনে সঞ্জুকে খেলানো যায় কিনা সেই নিয়েও জল্পনা ছিল। কিন্তু সঞ্জুকে কড়া প্রতিযোগিতায় ফেলেছিলেন কেএল রাহুল, ধ্রুব জুড়েল, ঈশান কিষাণ এমনকি দীনেশ কার্তিকও। কিন্তু শেষ অবধি আগরকর বেছে নিলেন সঞ্জুকেই। ঋষভের সঙ্গে তিনিই থাকছেন কিপার হিসেবে। বাদ পড়লেন কেকেআরের তারকা রিঙ্কু সিংও। রিজার্ভে থাকা মানে দলের সওয়ারি হওয়া নয়। কেউ চোট পেলে তবেই তাঁর ডাক পড়বে। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, গত টি২০ সিরিজে দলে থেকেও বিশ্বকাপের দলে স্থান পাওয়া হল না তাঁর।

অবশেষে বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, পনেরো জনের যে দল তাঁরা বেছেছেন, তা হলঃ রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পাণ্ডিয়া (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চহাল, আরশদীপ সিংহ, যশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ। এর পাশাপাশি, রিজার্ভ হিসেবে থাকছেন শুভমন গিল, রিঙ্কু সিংহ, খলিল আহমেদ, আবেশ খান।

হিজাজি, সাউলদের রেখেই টিম গড়ছে ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ আগামী মরসুমের জন্য ঘর গোছাতে শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। এই মরসুমে একটাই ট্রফি ঢুকেছে ক্লাবে। সুপার কাপে টিমকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। পরের বার লক্ষ্য আইএসএল। সেই কারণে এই মরসুমে একাধিক কার্যকরী ধরে রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। হিজাজি, সাউলদের মতো দুই বিদেশিকে রিটেইন করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এমনিতে ভারতীয় তারকাদের মধ্যে নন্দকুমার, মহেশ, সায়ন, বিষ্ণু, আমনদের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি রয়েছে। জাতীয় টিমের বেশ কিছু ফুটবলারকেই টার্গেট করেছে ক্লাব। প্রয়োজনে বড় অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিতেও সমস্যা নেই লাল হলুদ কর্তৃপক্ষের। রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি বাড়ানোর জন্য গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদার, প্রভাত লাকরাদের নেওয়া হয়েছে আগামী মরসুমের জন্য। ফরাসি মিডফিল্ডার মাদিহ তালাল, যিনি পাঞ্জাবের হয়ে এই আইএসএলে সবচেয়ে বেশি করিয়েছেন, তাঁকে নেওয়া হয়েছে টিমে। সব মিলিয়ে আগামী মরসুমে আইএসএল জিততে মরিয়া লাল হলুদ। এ বছর

সুপার কাপ জিতেছে লাল-হলুদ। সামনের মরসুমে এসিএল টু কোয়ালিফায়ার প্লে অফ খেলবে দল। তাই ভালো ফুটবলার রিক্রুট করতে চায় ম্যানেজমেন্ট। তবে অর্থ একটা বড় ফ্যাক্টর। সূত্রের খবর, সামনের মরসুমের জন্য টিম বাজেট বাড়াচ্ছে ইনভেস্টর। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাও প্রিয় দলকে ঘিরে প্রত্যাশা বাড়াচ্ছেন। নতুন মরসুমের জন্য হাতে সময় থাকলেও, কুয়াদ্রাত চাইছেন একটু আগে থেকেই প্রাক মরসুম প্রস্তুতি শুরু করতে। ডুরান্ড কাপ দিয়ে শুরু হবে সামনের মরসুম। দেশি ফুটবলারদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই কথা চালাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। হায়দরাবাদের অ্যালেক্স সাজি, মাখান ছোটেকে যেমন টার্গেট করেছে, পাশাপাশি প্রভাত লাকরা, হার্দিক ভাটকেও পেতেও ঝাঁপিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দলগঠনে বাকিদের কতটা টেক্কা দিতে পারে, সেটাই দেখার।

কোন নিরিখে বাছা হল বিশ্বকাপ দল?

কোন আইপিএল টিম থেকে সবচেয়ে বেশি প্লেয়ার ভারতীয় টিমে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এই আইপিএলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর টিমের নাম কী? সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। যে টিম ম্যাচের পর রানের সুনামি তুলে দিচ্ছে, তাদের কি ঠিক সফল বলা যায়? বিশ্বকাপের টিম ঘোষণার পর এই প্রশ্ন উঠে গেল। আইপিএলের দিকে তাকিয়েই

ভারতের বিশ্বকাপ টিম ঘোষণা করা হয়েছে। ঘটনা হল, হায়দরাবাদ থেকে কোনও ক্রিকেটার সুযোগ পাননি। এই তালিকায় নাম লেখাতে হয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টসকেও। কলকাতা নাইট রাইডার্স আর গুজরাট টাইটান্সের মধ্যে মিল কোথায়? কোনও ক্রিকেটার বিশ্বকাপের মূল টিমে নেই। শুভমন গিল আর রিঙ্কু সিং স্ট্যান্ডবাইয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ কেউ চোট পেলে তবেই তাঁরা সুযোগ পাবেন খেলার। ভারতের বিশ্বকাপ দল ঘোষণার পর একটাই উত্তর অনেকেই খুঁজছেন, আইপিএলের কোন টিম থেকে কে কে জায়গা পেলেন জাতীয় টিমে? কোন আইপিএল টিমের জয়জয়কার বেশি? আইপিএলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু হার্দিক পান্ডিয়াকে টিমে ফিরিয়ে সরাসরি ক্যাপ্টেন করা হয়েছে। রোহিত শর্মাকে ছাঁটাই করা হয়েছে নেতৃত্ব থেকে। তার ফলও ভুগতে হচ্ছে। লিগ টেবলের তলানিতে রয়েছে মুম্বই। কিন্তু বিশ্বকাপের টিমে চোখ রাখলে দেখা যাবে, সবচেয়ে বেশি প্লেয়ার নেওয়া হয়েছে মুম্বই থেকেই। মোট চার ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন টিমে। রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরা। এর মধ্যে রোহিত ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন, ভাইস ক্যাপ্টেন হার্দিক পান্ডিয়া। তার পরেই দিল্লি ক্যাপিটালস ও রাজস্থান রয়্যালস। দুটো টিম থেকে সুযোগ পেয়েছেন চারজন করে। অবশ্য তার মধ্যে একজন করে রয়েছে রিজার্ভে। ঋষভ পন্থ, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদবরা প্রতিনিধিত্ব করবেন দিল্লির। খলিল আহমেদ স্ট্যান্ডবাই। আর রাজস্থান থেকে সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল, যুজবেন্দ্র চাহালরা সুযোগ পেয়েছেন। স্ট্যান্ডবাই আবেশ খান। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই সুপার কিংস থেকে দু'জন করে। আরসিবির প্রতিনিধি বিরাট কোহলি, মহম্মদ সিরাজ। চেন্নাইয়ের থাকছেন শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাডেজা। পঞ্জাব কিংস থেকে একমাত্র উপস্থিতি অর্শদীপ সিংয়ের।

এক বছর পর দলে জোফ্রা আর্চার, বিশ্বকাপে নতুন মুখ হার্টলি

লন্ডন, ৩০ এপ্রিলঃ গত দুটো বছর একেবারে ভালো যায়নি। একাধিক চোটের কারণে ২০২১ সাল থেকেই প্রায়ই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। শেষবার জাতীয় টিমের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল গত বছর মে মাসে। এক বছর পর আবার ইংল্যান্ডের জাতীয় টিমে ফিরলেন জোফ্রা আর্চার। এলবো ইনজুরির পর ক্রিকেটে ফিরেছেন বেশ কিছুদিন। দু'বার অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে। সেই আর্চার তাঁর ক্লাব টিমের হয়ে ভারত সফরেও এসেছিলেন। আর্চারকে আবার আগুন ঝরাতে দেখা যাবে ইংল্যান্ডের হয়ে। গত বারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ঘোষণা করে দিল বিশ্বকাপের টিম। আর্চার যেমন ফিরেছেন, চোটের কারণে টিম থেকে ছিটকে যাওয়া ক্রিস জর্ডনও ফিরছেন। কেমন হল ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল? ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে জোফ্রা আর্চারকে রিটেইন করেনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অতীতে তাঁকে নিয়ে ভুগতে হয়েছে। শেষ অবধি নিলামে নামই দেননি আর্চার। তিনি না থাকলেও এ বারের আইপিএলে ইংল্যান্ডের একঝাঁক প্লেয়ার দুরন্ত পারফর্ম করছেন। কেকেআরের ফিল সল্ট অবিশ্বাস্য ফর্মে রয়েছেন। জস বাটলার টিমের ক্যাপ্টেন থাকছেন। তিনিও ধীরে ধীরে ছন্দ খুঁজে পাচ্ছেন। উইল জ্যাকস, বেন ডাকেটরাও টিমে রয়েছেন। তবে সিনিয়র অলরাউন্ডার মইন আলিকে নেওয়া হয়েছে টিমে। বল হাতে যেমন টিমকে সাফল্য দিতে পারবেন, তেমনই ব্যাট হাতেও টানতে পারবেন। হ্যারি ব্রুক, লিয়াম লিভিংস্টোন, স্যাম কারানরাও রয়েছেন টিমে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্লো-টার্নার পিচের কথা ভেবে লেগ স্পিনার আদিল রশিদ, বাঁ হাতি স্পিনার টম হার্টলিকেও নেওয়া হয়েছে টিমে। ২৪ বছরের হার্টলি ভারত সফরে টেস্ট সিরিজ খেলতে এসে দুরন্ত সাফল্য পেয়েছিলেন। দেশের হয়ে এখনও টি-টোয়েন্টি অভিষেক না হলেও তাঁর উপর আস্থা রেখেছেন নির্বাচকরা। ১৫ জনের দলে এ ছাড়া আর কোনও চমক নেই।

পুরো দল। জস বাটলার (ক্যাপ্টেন), মইন আলি, জোফ্রা আর্চার, জনি বেয়ারস্টো, হ্যারি ব্রুক, স্যাম কারান, বেন ডাকেট, টম হার্টলি, উইল জ্যাকস, ক্রিস জর্ডন, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, রিসি টপলি, মার্ক উড।

বিশ্বকাপের 'আইপিএল' দল ঘোষণা প্রোটিয়াদের, তালিকায় দুই অনামী

কেপটাউন, ৩০ এপ্রিলঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সবার আগে দল ঘোষণা করেছিল নিউজিল্যান্ড। স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল দক্ষিণ আফ্রিকাও। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলা প্লেয়ারদেরই গুরুত্ব দিল প্রোটিয়া ক্রিকেট বোর্ড। ঘোষিত ১৫ সদস্যের দল এবং রিজার্ভ দু'জন। দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে নেতৃত্ব দেওয়া এইডেন মার্কক্রামই বিশ্বকাপে প্রোটিয়া টিমের অধিনায়ক। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন হেনরিখ ক্লাসেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে একের পর এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ টিমে থাকা বাকি প্লেয়ারদের

মধ্যে কুইন্টন ডি'কক, কাগিসো রাবাডা, তরুণ ত্রিস্তান স্টাবস ছাড়া আর কেউই আইপিএলে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছেন না। চোটের জন্য শেষ মুহূর্তে আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়া লুনগি এনগিডি মূল স্কোয়াডে জায়গা পাননি। বিশ্বকাপের স্কোয়াড জমা দেওয়ার সময়সীমা ১ মে অবধি। এক দিন আগে দল জানিয়ে দিল প্রোটিয়া ক্রিকেট বোর্ড। স্কোয়াডের দুই আনক্যাপড প্লেয়ার কিপার ব্যাটার রায়ান রিকেলটন, ও ওটিনেল বার্টম্যান। দুজনই দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে ভালো পারফর্ম করেছিলেন। যদিও দেশের হয়ে খেলার সুযোগ হয়নি। হয়তো সরাসরি বিশ্বকাপেই সেই সুযোগ আসতে চলেছে।

ঘোষিত দল। এইডেন মার্কক্রাম, ওটিনেল বার্টম্যান, জেরাল্ড কোৎজে, কুইন্টন ডি'কক, বিয়র্ন ফরচুন, রিজা হেনড্রিক্স, মার্কো জানসেন, হেনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, ডেভিড মিলার, অনরিখ নর্টজে, কাগিসো রাবাডা, রায়ান রিকেলটন, তাবরাইজ শামসি, ত্রিস্তান স্টাবস। রিজার্ভ-নান্দ্রে বার্গার, লুনগি এনগিডি।

শনিবার যুবভারতীতে আইএসএল ফাইনালে থাকবেন রণবীর-আলিয়া, আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রীও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ এপ্রিলঃ যুবভারতীতে শনিবার আইএসএল ফাইনালে থাকবেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। এই দুই তারকা দম্পতি গত সেমিফাইনাল ম্যাচেও মাঠে হাজির ছিলেন। ওই দুই তারকাকে মুম্বই দলের লাকি চার্ম মনে করা হচ্ছে। সেই কারণেই তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দলের তরফ থেকে। শনিবার ফাইনালে মোহনবাগান ও মুম্বই সিটি এফসি মুখোমুখি হবে। তারা এর আগেও খেলেছে গ্রুপ লিগের ম্যাচ। প্রথম অর্ধে মুম্বইয়ের মাঠে বাগান হেরে গিয়েছিল। সেই বদলা সবুজ মেরুন শিবির যুবভারতীতে নিয়েছে। লিগ-শিল্ড নির্ধারক ম্যাচে জিতেছিল হাবাসের দল। দু'দলের মধ্যে মোট ন'বারের সাক্ষাতে মোহনবাগান মাত্র একটিবার জিতেছে, না হলে ছ'বার শেষ হাসি মুম্বই দলের। সেই কারণে কাগজে কলমে ফেভারিট আরব সাগরের দলই। সেমিতে যেভাবে মুম্বই আধিপত্য রেখে গোয়াকে হারিয়েছে, তাতে কাপ জয় খুব একটা অসম্ভব নয়। প্লে অফ সেমির ম্যাচে মাঠে হাজির ছিলেন রণবীর ও আলিয়া ভাট। তাঁরা খেলা শেষে সমর্থকদের অভিনন্দন

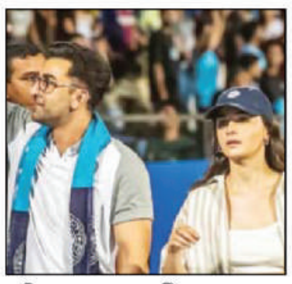

কুড়িয়েছেন। রণবীরকে দেখা গিয়েছে তিনি মুম্বই দলের জার্সি ঘোরাচ্ছেন মাথার ওপর। এমনকী আইএসএল ফাইনালে ট্রফি তুলে দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁকে ইতিমধ্যেই আয়োজক এফএসডিএল-র তরফ থেকে মাঠে আসার কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচারে। ম্যাচের আগে ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে। ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে এমনিতেই আকর্ষণ রয়েছে। এই ম্যাচের আয়োজক এফএসডিএল (ফুটবল স্পোর্টস ডেভলপমেন্ট লিমিটেড)। তারাই টিকিট বিক্রি করছে। অনলাইন ও অফলাইন টিকিট বিক্রি করা হবে। সবুজ মেরুন কোচ হাবাস বলেছেন, সমর্থকদের কাছে আবেদন জানাতে চাই যাতে ৬০ হাজার সমর্থক সেদিন মাঠে আসেন দলকে সমর্থন জানাতে।

লেভার হ্যাটট্রিকে ১০ জনের ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে বার্সার জয়

বার্সেলোনা ৪-২ ভ্যালেন্সিয়া

বার্সেলোনা, ৩০ এপ্রিলঃ ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতল বার্সেলোনা। সোমবার রাতে লা লিগায় রবার্ট লেভানডফস্কির দ্বিতীয়ার্ধে করা হ্যাটট্রিকে ঘরের মাঠে ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে কাতালান দলটি। ম্যাচের প্রথম গোলটি বার্সা করলেও ভ্যালেন্সিয়া এগিয়ে গিয়েছিল ২-১ গোলে। তবে প্রথমার্ধেই ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক গিওর্গি মামার্দাশভিলি লাল কার্ড দেখে বার্সার কাজটা সহজ করে দেন। পিছিয়ে পড়েও জিতলেও পুরো ম্যাচেই আধিপত্য ছিল জাভি হার্নান্দেজের দলের। রক্ষণভাগের ভুলেই ২ গোল খেয়ে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েছিল দলটি। ওই ২ গোল খাওয়ার আগে ২২ মিনিটে ফেরমিন লোপেজ এগিয়ে দেন বার্সাকে। ৫ মিনিট পরে বার্সা গোলরক্ষক আন্দ্রে টের স্টেগেনের ভুলে উগো দুরো সমতা এনে দেন ভ্যালেন্সিয়াকে। ৩৮ মিনিটে রোনালদ আরাউহোর পেনাল্টি বক্সে পিটার ফেদেরিকোকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ভ্যালেন্সিয়া। পেপেলু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল

করেননি। তবে বিরতির আগেই ম্যাচের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় মামার্দাশভিলি পেনাল্টি বক্সের বাইরে হাত দিয়ে বল ধরলে। লামিনে ইয়ামালকে ঠেকাতে গিয়ে ওই কাণ্ড করে লাল কার্ড দেখেন ভ্যালেন্সিয়া গোলরক্ষক। বিরতির পর ৫০ মিনিটে কর্নার কিক থেকে হেডে সমতা ফেরান লেভানডফস্কি। পোলিশ তারকা ৮২ মিনিটে আরেকটি হেডের গোলে এগিয়ে দেন বার্সাকে। এই গোলের উৎসও ছিল কর্নার। যোগ করা সময়ে ২৫ গজি ফ্রিকিকে গোল করে হ্যাটট্রিক পুরো করেন লেভা। ম্যাচশেষে সেই লেভা বলেন কাজটা সহজ হয়নি তাঁদের, ''কাজটা সহজ ছিল না। প্রথমার্ধে তো আমরা আক্রমণ করার মতো জায়গাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এক বা দুই গোল খেলেও সব সময়ই আমরা তিন বা চার গোল দিতে পারি। আমরা বেশি বেশি গোল করতে পারলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।'' এই জয়ে জিরোনাকে টপকে আবারও পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠেছে বার্সা। ৩৩ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট দলটির। সমান ম্যাচে জিরোনার পয়েন্ট ৭১। সমান ম্যাচে ৮৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ পাঁচ ম্যাচের দুটিতে জিতলেই ৩৬তম বারের মতো লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে কার্লো আনচেলত্তির রিয়াল। তবে আগামী শনিবারই শিরোপা-উৎসবে মাততে পারে রিয়াল। সেদিন রিয়াল কাদিজকে হারালে ও পরের ম্যাচে বার্সেলোনা জিরোনার কাছে হারলে কিংবা ম্যাচটি ড্র হলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে রিয়াল।

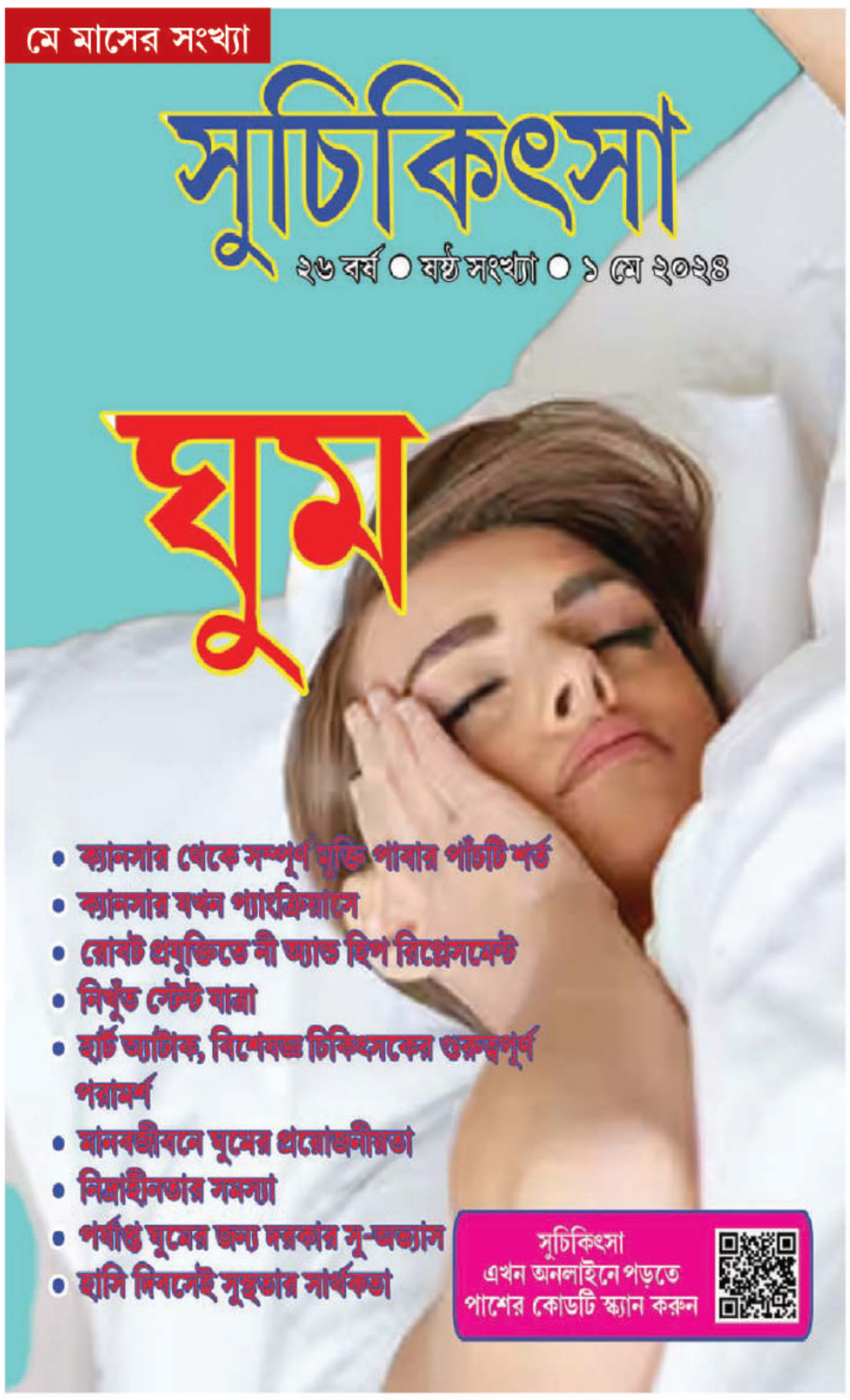

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com